স্মৃতি স্মারক

আলিম পরীক্ষার্থী ২০১৬

দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা- ১৩৬১

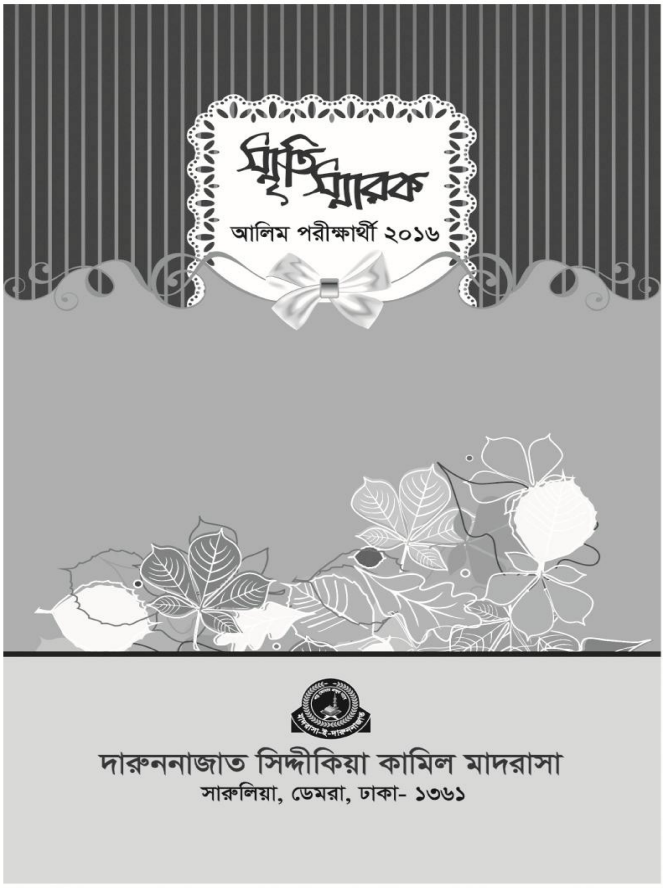

এই স্মারকটি সরাসরি অনলাইনে পেতে ভিজিট করুন : www.Amaderpage.com

দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা

সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।
ফোন: ৭৫০০১৭১, ফ্যাক্স: ০২-৭৫০২৭১২
E-mail: darunnazat1990@gmail.com, Web: www.darunnazat.com

সম্পাদনা পর্ষদ

পৃষ্ঠপোষক

মুহতারাম আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক

অধ্যক্ষ

দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা

উপদেষ্টামণ্ডলি

জনাব মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

জনাব মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

সভাপতি

জনাব মুহাম্মদ মুযাক্কির হোসেন

সহ সভাপতি

জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম

জনাব মুহাম্মদ কামাল হোসেন

সম্পাদক

এস.এম. ফখরুল ইসলাম

সহযোগী সম্পাদক

আ.স.ম. আল-আমিন

সহকারী সম্পাদক

মুহা. মতি উল্লাহ সিদ্দিকি

মুহা. বায়েজীদ হুসাইন

মুহা. জাহিদ হাছান মিশু

মুহা. আসিফ মাহমুদ

মুহা. হাদিয়াতুল্লাহ আল নোমান

মুহা. মাহমুদুল হাছান

প্রকাশক

দারুননাজাত প্রকাশনী

প্রকাশকাল

মার্চ ২০১৬ ঈসায়ী, জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরী

প্রচ্ছদ

মুহাম্মদ আল ইমরান

অঙ্গসজ্জা

মানসুর আহমাদ

আল কুরআনের বাণী

পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

সূরা আলাক : ০১

Read, In the name of the lord who created.

(Surah Alaq : 01)

আল হাদীসের বাণী

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

(صحيح البخاري، رقم : ٧٢)

মহান আল্লাহ তাআলা যার প্রভূত কল্যাণ চান, তাকে দীনের পাণ্ডিত্য দান করেন। (সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৭২)

If Allah wants to do good to a person, He makes him comprehed the religion.

(Sahihul Bukhari, Hadith No- 72)

অধ্যক্ষ মহোদয়ের বাণী

আলহামদুল্লিাহ! দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার ২০১৬ সালের আলিম পরীক্ষার্থীদের উদ্যোগে তথ্যবহুল ও আকর্ষনীয় একটি "স্মৃতি স্মারক" প্রকাশ হচ্ছে জেনে মহান আল্লাহর দারবারে অশেষ শুকুরিয়া জ্ঞাপন করছি। আমি তাদের এ মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

প্রিয় শিক্ষার্থীরা!

দাখিল পাশের পর আলিম পরীক্ষা জীবনের জন্য একটি এঁৎহরহম ঢ়ড়রহঃ কারণ, জীবনে স্বর্ণোজ্জ্বল ঈধৎৎরবৎ গঠনে আলিমের ফলাফল এধঃব ধিু হিসেবে কাজ করে। এই জবংঁষ ভালো হলে চাহিদা মতো ও যুগোপযোগী বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের দ্বার উম্মোচিত হয়। তাই সুন্দর ও উজ্জ্বল আগামীর প্রত্যাশায় উক্ত পরীক্ষায় কঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে সাধনা করতে হবে এবধৎফ ধহফ ঝড়ঁষ। দোয়া করি মহান আল্লা তাআলা এ পরীক্ষায়ও তোমাদেরকে আশানুরূপ ফলাফল দান করুন।

একটি পরিতাপের বিষয় হলো, আলিম পরীক্ষার পরই দেখা যায় অনেক ছাত্র বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকে। কারো হয়তো ইবঃঃবৎ ঈযধহপব হয়। কন্তি অধিকাংশই মরীচিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে নষ্ট করে ফেলে জীবনের মহামূল্যবান সময়। এতে একূল ওকূল দুকূলই হারাতে হয়। তোমরা জান "ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়" এর অধীনে মাদরাসায় ফযিল শ্রেণিতে অনার্স খোলা হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! এর সিলেবাসও অত্যন্ত যুযোপযোগী এবং বেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ। তাই তোমাদেরকে পরামর্শ দিতে চাই, আগত এ পরীক্ষায় পাশের পর সকল প্রকার দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে তোমরা মাদরাসায় অনার্স এ ভর্তির জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নাও। ইনশাআল্লাহ মহান রাব্বুল আলমীন তোমাদের দীন-দুনিয়ায় বরকত দান করবেন। মনে রাখতে হবে, দীনি শিক্ষার ঐতিহ্য ধরে রাখতে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে মাদরাসা সংশ্লিষ্টদেরই। এজন্য প্রয়োজন ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন থেকে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আদর্শিক দৃঢ়তা, সুন্নতে নববীর পূর্ণ অনুশীলন, ছাত্র-শিক্ষক সুসম্পর্ক, পাঠদান ও পাঠগ্রহণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পূর্ণ নিষ্ঠা ও মনোযোগ এবং জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখার মতো নিজেকে পূর্ণ যোগ্যরূপে গড়ে তোলা। এটা সময়ের দাবি; মুসলিম উম্মাহর আকুল আকুতি। তোমাদের মতো দীনের নও বেলালদের কাছে এটিই আজ আমার আন্তরিক নসীহত, দীলি তামান্না। আগত এ পরীক্ষাসহ ইহ ও পরকালীন সকল পরীক্ষায় আল্লাহ তোমাদের সার্বিক কামিয়াবি নসীব করুন। আমীন

সম্পাদকের কথা

আমরা মুসলিম! ইতিহাসের শুদ্ধতম জাতি। শিক্ষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি-সভ্যতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আঁতুড়ঘর ছিল আমদেরই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রদীপ্ত আলোদিয়ে পৃথিবীর অন্য জাতিগুলোকে চোখ ঝলসে দিয়েছিলাম আমরাই। আমরাই পৃথিবীর অন্য জাতিগুলোকে চোখ ঝলসে দিয়েছিলাম আমরাই। আমরাই পৃথিবীবাসীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিল সব অলি-গলির সাথে। সেই আজ আমাদেরই ক্রন্তিকাল। এসবি আমাদের গাফলতির দোষে।

আজ বিশ্ব সংস্কৃতি সভ্যতা সবি আধুনিক। আমরাও আধুনিক। তবে এমন আধুনিক যে, নিজের ইতিহাস ঐতিহ্য ভুলেগেছি। কখনো জানার চেষ্টাও করিনি। মিডিয়ার একরোখা দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরাও আজ এক রোখা হয়ে পড়েছি। প্রিন্ট মিডিয়া ও আধুনিক প্রযুক্তিকে হাতিয়ার বানিয়ে বেঈমানেরা তাদের নষ্ট মস্তিস্ক ও বিবেক দিয়ে বর্জিত কাজ দিয়ে আমাদের ধর্ম ও ধর্মীয় স্বকীয়তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে চলেছে। আমরা নিরুপায়। আমরা দর্শক হয়ে পড়েছি।

আমাদের ভীত পঁচে গেছে কিনা তা জানিনা তবে এটুকু সত্যি যে আমাদের ভীত আগের স্থানে নেই, আমাদের শক্তি আছে কিন্তু তার ক্ষমতা নেই, আমাদের তাকবীর আছে কিন্তু তেজ নেই। আমরা আজ আমাদের কাছেই অবহেলিত। আজ একটা বদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, কলমগুলো ছোট হতে চলেছে। কণ্ঠ ও নীচু হয়ে এসেছে।

শত ময়দান কাঁপানো বক্তব্য কানে এলেও প্রাণে সাড়া মিলছে না। ফেৎনা, হিংসা বিদ্বেষ, দ্বীনকে ঘণ্ড বিখণ্ড করে তুলেছে। মিডিয়া, ইন্টারনেট, বই পুস্তক অধিকাংশেই ফেৎনার কালো থাবার ধরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। আজ দ্বীন ও ধর্মের অনুশাসন কে দূর্বল করার অভিযান ও সফল হওয়ার দ্বারপ্রান্তে।

ঠিক এমনি কন্টকাকীর্ণ মূহুর্তে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীনি বিদ্যানিকেতন, সুন্নাতে নববীর ঝাণ্ডাবাহী, সিদ্দীকীন-শুহাদা-সালেহীনের অনুসৃত পথে ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুনের লালনকেন্দ্র, দেশ-জাতি ও মুসলিম উম্মাহর আশা-আকাঙ্খা এবং আস্থার প্রতীক, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অশ্রুভেজা দুআর ফসল, আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার আলিম পরীক্ষার্থী ২০১৬ এর এক ঝাদ জ্ঞান পিপাসু ভোমরের ইমান দীপ্ত জজবা ও হৃদয়ের সবটুকু উজাড় করা আবেগ ও ভালোবাসা দিয়ে ইলমে দ্বীনের জান্ডাকে আবারো বিশ্ব সিংহাসনের

হৃদপিণ্ডে স্থাপন করার দৃঢ় প্রত্যয় আমাদের অনুপ্রেরণার এ ক্ষুদ্র প্রায়াস- "স্মৃতি স্মারক ২০১৬"।

স্মারকটিতে বাংলা, ইংরেজি আরবি ভাষায় বিভিন্ন প্রবন্ধ ও স্থান পেয়েছে। এবং এতে আরো স্থান পেয়েছে নানা অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও স্মৃতিচারণার চমকপ্রদ কিন্তু ঘটনা ও ছন্দ জগৎ। বিশেষত আসাতিজায়ে কেরামগণের মহামূল্যবান কিছু উপদেশমালা সবার দৃষ্টি ও মনকে দোলাদিবে বলে আশা করছি। এবং তা অন্তরের খোরাক হিসেবে কাজ করবে, ইনশাআল্লাহ।

এ স্মৃতি স্মারক ২০১৬ পরিকল্পনা ও প্রকাশের প্রতিটি মূহুর্ত সত্যি যে মানুষটির আন্তরিক দোয়া ও স্নেহের পরম ছোয়া মস্তকপরে অনুভব করছি তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিরতাজ মুহতারাম প্রিন্সিপাল হুজুর। আল্লাহ হুজুরকে হায়াতে তৈয়্যেবা দান করুন। (আমিন)

যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ও দিক নির্দেশনায় স্মারকটি আলোর মুখ দেখতে পেয়েছে, তারা হলে শ্রদ্ধেয় ঝিনাইদহ হুজুর, বাকেরগঞ্জী হুজুর এবং এছাড়াও যাদের নাম উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন শ্রদ্ধেয় পাবনা হুজুর, তুষপুরী হুজুর। আল্লাহ তায়ালা তাদের জাযায়ে খায়ের এনাতেয়ত করুরন। (আমীন)

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সকল উস্তাদের প্রতি, যাদের একান্ত সহযোগিতা ও নেক নজরে আমরা আলোর সন্ধান পেয়েছি। দুআ করি এবং করবো সারা জীবন আল্লাহ যেন তাদেরকে দ্বীনের খেদমতের জন্য আমরণ কবুল করেন। বিচার দিবসে আল্লাহ পাক তার আরশের ছায়াতলে স্থান করে দেন। (আমিন)

স্মারক প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা লেখা দিয়েছেন, প্রুফ দেখেছেন তাদেরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে কম্পোজ, প্রচ্ছদ ও পেজ মেকআপে যারা সহযোগীতা করেছে সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ যেন সবাইকে দ্বীনের সঠিক খিদমতের জন্য কবুল করেন।
সম্পাদনা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। যথেষ্ট আন্তরিকতা সত্ত্বেও অদক্ষতা, অনভিজ্ঞতা ও সময় স্বল্পতার কারণে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তাই অনিচ্ছা অনাকাঙ্খিত ভুলগুলো ক্ষমাসুন্দর নজরে দেখার অনুরোধ করত হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করলে কঁচি কলমের এ শ্রম স্বার্থক হবে বলে বিশ্বাস রইল।

পরিশেষে দয়াময়ের দরবারে আবারো নিবেদন, হে আল্লাহ তুমি আমাদের ক্ষুদ্র এবং এ অতিক্ষুদ্র শ্রম ও শ্রমের ফসল স্মৃতি স্মারক ২০১৬ কে কবুল করো। আমাদের সকলকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নসীব করো। আমাদেরকে তোমার দ্বীনের সঠিক খেদমতের জন্য কবুল করো। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

সূচীপত্র

০৯ মাদরাসা পরিচিতি
২১ অশ্রুসিক্ত কথা
২৪ সামাজিক রীতিনীতি
২৬ মিশকাত ও সংকলণের ইতিহাস
৩৬ খতমে মিশকাত অনুষ্ঠানে উস্তাদদের নসিহত মালা
৪০ নাজাতের চির স্মরণীয় বাণী
৪২ পরশ পাথর
৪৩ জামাতে আলিমের পথচলা
৪৭ **স্মৃতির দর্পন**

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

৯৩ কিভাবে কুরআন মানব জাতির পথ নির্দেশিকা
১০০ সুন্দর করে কথা বলা এক প্রকার আর্ট
১০৪ সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির বিকৃতি
১০৭ ইলম ও আলেমদের সম্মান
১১১ শিক্ষকতা চিরন্তন নেয়ামত ও বিরাট সৌভাগ্য
১১৩ অশ্লীল পত্র পত্রিকার ভয়াবহতা
১১৬ মৃত্যুর ক্ষুধা
১১৮ শিক্ষা অর্জন
১২১ কে আমি? কোথায় আমার গন্তব্য?
১২৪ নজরের হেফাজত
১২৭ অপচয়
১৩০ উপলব্ধি
১৩২ জীবন সফলতার পথ ও পাথেয়
১৩৪ সফলতার কথা
১৩৫ গতিময় জীবন
১৩৭ ইংরেজি ও আরবি বিভাগ
১৫০ বিবিধ
১৫৩ ছন্দ জগৎ
১৭২ হাসির বাক্স
১৭৩ স্মৃতি স্মারকের আবেদন
১৭৪ আলিম পরীক্ষা- ২০১৬ এর সময়সূচি
১৭৫ ছাত্র পরিচিতি

মাদরাসা পরিচিতি

দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা

সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা, ফোন : ৭৫০০১৭১
E-mail: darunnazat1990@gmail.com

অবস্থান :

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ডেমরা থানাধীন ডি. এন. ডি. প্রজেক্টের ভিতরে সারুলিয়া বাজার ও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মধ্যবর্তী স্থানে শুকুরসী গোরস্থান সংলগ্ন প্রায় তিন একর জমির ওপর নৈসর্গিক মনোরম পরিবেশে মাদরাসাটির অবস্থান।

প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট :

১৯৮৮ সালে স্থানীয় ১৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন। হজ্জব্রত পালন শেষে তারা পবিত্র কাবা চত্বরে বসে শুকুরসি গোরস্থানের পাশে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিকল্পনা মোতাবেক ১৯৮৯ ঈসায়ী সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফুরফুরার পীর আলহাজ মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আব্দুল কাহহার সিদ্দীকী রহ. মুজাদ্দিদে যামান আল্লামা আবু বকর সিদ্দীকী রহ. এর নামে নামকরণ করে উক্ত মাদরাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সেই থেকেই শুরু হয় দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার পথচলা।

স্তর ভিত্তিক প্রতিষ্ঠাকাল :

ইবতেদায়ী (প্রাথমিক)	:	০১ জানুয়ারি ১৯৯০ ঈসায়ী
দাখিল (মাধ্যমিক)	:	০১ জানুয়ারি ১৯৯২ ঈসায়ী
আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক)	:	০১ জুলাই ১৯৯৪ ঈসায়ী
ফাযিল (স্নাতক) পাস	:	০১ জুলাই ১৯৯৬ ঈসায়ী
ফাযিল (স্নাতক) অনার্স	:	০১ জুলাই ২০১০ ঈসায়ী
কামিল (স্নাতকোত্তর)	:	০১ জুলাই ২০০৪ ঈসায়ী

লক্ষ্য - উদ্দেশ্য :

আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বয় রেখে, আউলিয়ায়ে কেরামের অনুসৃত পথে কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহভীরু, সৎ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলাই দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসার লক্ষ্য।

মাদরাসার বৈশিষ্ট্য :

* দলীয় রাজনীতিমুক্ত পরিবেশ।
* মাদরাসা শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়।
* সুন্নাতে নববীর পূর্ণ অনুসরণ।
* সাপ্তাহিক আলোচনা সভা, বিতর্ক, সাধারণ জ্ঞান ও রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিভার বিকাশ।
* ইনকোর্স ও সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ।
* আমলী ও মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা।
* ইসলামী শিষ্টাচার শিক্ষা ও বাস্তবে প্রয়োগ বাধ্যতামূলক।
* আরবী ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপ।
* ইসলামী সংস্কৃতি অনুশীলনের মাধ্যমে চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা।
* পরিকল্পিত ও যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা।

পাঠ্যক্রম :

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া ও বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত সিলেবাস অনুসরণসহ আরবী ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। এ জন্যে আরবী ও ইংরেজি বিষয়ে নিজেদের রচিত পুস্তক অতিরিক্ত পড়ানো হয়। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতের জন্য তা'লীমুল কুরআন বিভাগের অধীনে নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। দাখিল ও আলিম শ্রেণিতে বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিভাগ, ফাযিল শ্রেণিতে পাস কোর্সসহ আল কুরআন এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ ও আল হাদীস এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ এ দুটো বিষয়ে অনার্স কোর্স এবং কামিল শ্রেণিতে হাদীস বিভাগ চালু রয়েছে। ব্যবহারিক জীবনে ইসলামী অনুশাসন পালনের জন্যে সহজ ফিকহ ও সাধারণ জ্ঞানের পুস্তক নির্ধারিত পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

সহ-পাঠ্যক্রম :

একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি ছাত্রদের মেধা বিকাশের জন্য এখানে রয়েছে বহুমুখি কার্যক্রম। সেগুলো হল-

* সাপ্তাহিক আলোচনা সভা
* সাহিত্য মজলিস
* বিতর্ক প্রতিযোগিতা
* সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা
* ইংরেজি গ্রামার প্রতিযোগিতা
* আরবি ব্যাকরণ প্রতিযোগিতা
* বাংলা ব্যাকরণ প্রতিযোগিতা
* নামাযের মাসায়েল কুইজ প্রতিযোগিতা
* জীব বিজ্ঞান কুইজ প্রতিযোগিতা
* কম্পিউটার বিজ্ঞান কুইজ প্রতিযোগিতা
* খতমে বুখারী
* বিশেষ দোয়ার অনুষ্ঠান

* খতমে তিরমিযী
* খতমে জালালাইন
* খতমে মেশকাত
* খতমে হেদায়া
* বার্ষিক শিক্ষা সফর
* লেখক কর্মশালা

প্রকাশনা বিভাগ :

লেখালেখির মাধ্যমে ছাত্রদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে এ মাদরাসার রয়েছে একটি শক্তিশালী প্রকাশনা বিভাগ। এর অধীনে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে-

০১. মাসিক নতুন বিকাশ
০২. বার্ষিকী
০৩. শিক্ষাসফর স্মারক
০৪. স্মৃতি স্মারক

প্রকাশনা বিভাগের আওতায় আরও প্রকাশিত হচ্ছে-

* বার্ষিক কার্যক্রম
* একাডেমিক ক্যালেন্ডার
* দেয়ালিকা (বাংলা, আরবী, ইংরেজি)
* তথ্যবহুল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ পর্যন্ত যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে তন্মধ্যে জীবনের পাথেয় (১ ও ২), শিকড় থেকে শিখরে, আল্লামা নিয়াজ মাখদুম খোতানী রহ., তাসাওউফ দ্বীনের অপরিহার্য অংশ, সোহবাতে সালেহীন, মাযহাব একটি অনিবার্য বাস্তবতা, দাড়ি: শরয়ী দৃষ্টিকোণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ভর্তি প্রক্রিয়া :

জুনিয়র জামায়াত সমূহে (শিশু শ্রেণি-নবম শ্রেণি) ভর্তির জন্যে ১০ ডিসেম্বর থেকে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিতরণ করা হয়। অতঃপর ডিসেম্বর মাসের শেষে নির্ধারিত দিনে ভর্তি পরীক্ষায় (লিখিত ও মৌখিক) উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে ভর্তি করা হয়। আর আলিম শ্রেণিতে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং ফাযিল (পাস ও অনার্স) ও কামিল শ্রেণিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ও ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়।

পরীক্ষা পদ্ধতি :

আলিম পর্যন্ত সকল শ্রেণিতে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বছরে দুটি সেমিস্টার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সেমিস্টারের পূর্বে সেমিস্টারের আদলে ১০০ নম্বরের একটি মডেল টেস্ট নেয়া হয়। তা থেকে ৫০ নম্বর আর সেমিস্টার থেকে ৫০ নম্বর নিয়ে মোট ১০০ নম্বরের আলোকে সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত করা হয়। পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন শেষে অভিভাবককে দেখানোর জন্য ছাত্রদের কাছে ফেরত

দেয়া হয়। ১ম ও ২য় সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর সকল উত্তর পত্র একত্রে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ ফেরত দিতে হয়। নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়াও প্রতিটি ছাত্রকে ১০০ নম্বরের সাধারণ জ্ঞান, ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা ও ৫০ নম্বরের আমলী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। কোর্সের সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েও যদি কোন ছাত্র মৌখিক বা আমলী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, তাহলে তাকে অকৃতকার্য হিসেবে গণ্য করা হয়। শেষ সেমিস্টারের প্রাপ্ত নম্বরের সাথে অন্য সেমিস্টারের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে গড় নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হয়। এবতেদায়ী ৫ম সমাপনী থেকে কামিল পর্যন্ত সকল শ্রেণির পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল নির্ধারণ করা হয়। প্রতি সেমিস্টারের ফলাফল প্রকাশের পর প্রোগ্রেস রিপোর্টের মাধ্যমে অভিভাবককে জানিয়ে দেওয়া হয়।

ফলাফল :

অত্র প্রতিষ্ঠানের সূচনালগ্ন থেকেই এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক। নিম্নে সম্প্রতি কয়েক বছরের ফলাফলের বিবরণ প্রদান করা হল-

পরীক্ষার নাম	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ	পাসের হার	A+/১ম	শীর্ষ দশে
২০১১ সাল					
পঞ্চম সমাপনী	১৩৮	১৩৮	১০০%	৪৫	**১ম স্থান**
অষ্টম সমাপনী	২৪৫	২৩৯	৯৭.৫৫%	১৯	**২য় স্থান**
দাখিল	২৪২	২৪২	১০০%	১১৮	**৪র্থ স্থান**
আলিম	২১৭	২১৩	৯৬.৩১%	৯৭	**৩য় স্থান**
ফাযিল	৯৮	৯৮	১০০%	১৪	**২য় স্থান**
অনার্স আল কুরআন	৪১	৪১	১০০%	২১ (A)	**১ম স্থান**
অনার্স আল হাদীস	৪৫	৪৫	১০০%	১৫ (A)	**৩য় স্থান**
কামিল	৬৯	৬৮	৯৮.৫৫%	৪২ (A)	
২০১২ সাল					
পঞ্চম সমাপনী	১৪৮	১৪৮	১০০%	৮১	**১ম স্থান**
অষ্টম সমাপনী	১৮৩	১৮৩	১০০%	৯২	**১ম স্থান**
দাখিল	২৭২	২৬৮	৯৮.৫৩%	১৬১	**৬ষ্ঠ স্থান**
আলিম	২৮৩	২৮১	৯৮.৫২%	১৬৯	**৪র্থ স্থান**
ফাযিল	৯০	৯০	১০০%	১২	**১ম স্থান**
অনার্স আল কুরআন	৪১	৪১	১০০%	১৪ (A)	**১ম স্থান**
অনার্স আল হাদীস	৪৩	৪৩	১০০%	১৬ (A)	**১ম স্থান**
কামিল	৬৯	৬৯	১০০%	২৯ (A)	

২০১৩ সাল					
পঞ্চম সমাপনী	১৭৩	১৭৩	১০০%	১৩৪	**২য় স্থান**
অষ্টম সমাপনী	২২৫	২২৩	৯৯.১১%	১৬৪	**২য় স্থান**
দাখিল	২৭৪	২৭৩	৯৯.৬৩%	১৯৫	**৩য় স্থান**
আলিম	৩২৭	৩২৬	৯৯.৬৩%	১৮৯	**২য় স্থান**
ফাযিল	৬৭	৬৬	৯৮.৫০%	৭	-
কামিল	৯১	৮৯	৯৭.৮০%	৫৬	-
২০১৪ সাল					
পঞ্চম সমাপনী	১৭৬	১৭৬	১০০%	৬২	**৩য় স্থান**
অষ্টম সমাপনী	২৮৪	২৮৪	১০০%	২০৩	**২য় স্থান**
দাখিল	২৬২	২৬২	১০০%	১৯৪	**৪র্থ স্থান**
আলিম	৩৫৪	৩৫৪	১০০%	২২৬	**১ম স্থান**
২০১৫ সাল					
দাখিল	৩৬০	৩৬০	১০০%	৩০৬	**১ম স্থান**
আলিম	৩২৪	৩২৪	১০০%	১০৭	-

শিক্ষাস্তর ও বিভাগ :

হাফেজী, ইবতেদায়ী, হাফিজে কুরআনদের ৮ম শ্রেণির উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য প্রাক তাখসীসী জামায়াত, দাখিল (সাধারণ ও বিজ্ঞান), আলিম (সাধারণ ও বিজ্ঞান), ফাযিল বি.এ.(পাস কোর্স), ফাযিল বি.এ. অনার্স ইন আল কুরআন এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ ও আল হাদীস এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ (৪ বছর মেয়াদী), কামিল এম.এ. (হাদীস) (২ বছর মেয়াদী)।

শাখা প্রতিষ্ঠান :

০১. দারুননাজাত মহিলা মাদরাসা।
০২. নেছারিয়া হেফজ খানা
০৩. সালেহিয়া ইয়াতিমখানা।
০৪. তাখসীসী শাখা।

মহিলা শাখা :

শিক্ষিত মায়েরাই পারে আদর্শ জাতি উপহার দিতে। তাই ছাত্রীদেরকে ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই মাদরাসার রয়েছে একটি মহিলা শাখা। যা বর্তমানে আলিম জামায়াত পর্যন্ত স্বতন্ত্র ক্যাম্পাসে পূর্ণ পর্দার সাথে সম্পূর্ণ মহিলা শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত।

তাখসীসী শাখা :

হাফেয ছাত্রদেরকে শর্টকোর্সের মাধ্যমে অল্পদিনে জে.ডি.সি.পরীক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ মাদরাসায় চালু রয়েছে "প্রাক তাখসীসী জামায়াত' নামে একটি বিশেষ ক্লাস। এ ছাড়াও সুদক্ষ শিক্ষকদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ৮ম শ্রেণি থেকে কামিল পর্যন্ত ছাত্রদেরকে আমলদার, আখলাকী এবং আররী কিতাবাদিতে যোগ্য ও মুহাক্কিক আলিম তৈরির জন্য রয়েছে তাখসীসী ৮ম থেকে তাখসীসী কামিল পর্যন্ত বিশেষ শাখা। যা তাখসীসী শাখা নামে পরিচিত।

নেছারিয়া হেফজখানা :

মহান আল্লাহর বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন বিশুদ্ধভাবে হেফজ করার জন্য মাদ্‌রাসা ক্যাম্পাসে দারুননাজাত নেছারিয়া হেফজখানা চালু রয়েছে।

সালেহিয়া ইয়াতিমখানা :

পিতৃ-মাতৃহীন ও নিঃস্ব ছাত্রদের ভরণ-পোষণ ও জ্ঞানার্জনের সার্বিক ব্যবস্থার জন্য অত্র ক্যাম্পাসে রয়েছে সালেহিয়া ইয়াতিমখানা।

শিক্ষক-কর্মচারী : ১০৭ জন।
ছাত্র সংখ্যা : প্রায় পাঁচ হাজার।
একাডেমিক ভবন : সুবিশাল আধুনিক মানসম্মত পাঁচতলা একাডেমিক ভবন।
ছাত্রাবাস ভবন : ২টি পাঁচতলা, ১টি ছয়তলা ভবনসহ মোট ১৫টি।
বর্তমান অধ্যক্ষ : আ. খ. ম. আবুবকর সিদ্দীক
বি. এ. অনার্স; এম.এ. (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়); এম.এম. (১ম শ্রেণি)
মোবাইল: ০১৭১২ ৮৯১৪৯৩
বর্তমান সভাপতি : জনাব আবু আলী মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ) ঢাকা

আবাসিক ব্যবস্থা :

দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা মূলত একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আবাসিক ছাত্রদের জন্য রয়েছে বেশ কয়েকটি হল। হলগুলোর নাম নিম্নরূপ-

* সৈয়দ আহমদ বেরলভী র. হল
* সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী র. হল
* সূফী ফতেহ আলী ওয়ায়সী র. হল
* আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. হল
* সালেহিয়া হল
* রিয়াজুল জান্নাত ছাত্রাবাস (১-১২)

* সিদ্দীকিয়া হল
* নেছারিয়া হল
* আল্লামা কারামত আলী জৌনপুরী র. হল
* দারুচ্ছুন্নাত ছাত্রাবাস
* দারুততাকওয়া ছাত্রাবাস

প্রতিটি হল এক একটি এলাকা হিসেবে পরিচালিত। প্রতি এলাকা মাদরাসার দুজন শিক্ষকের সার্বিক তদারকিতে পরিচালিত। সব হল বা এলাকার সার্বিক পরিচালনার মূল দায়িত্ব পালন করেন স্বয়ং অধ্যক্ষ মহোদয়।

আবাসন প্রক্রিয়া :

দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা মূলত একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান। আবাসনের ভিত্তিতেই এখানে ছাত্র ভর্তি করা হয়। তাই ভর্তির সাথে সাথেই সিট খালি থাকা সাপেক্ষে হোস্টেল অফিস থেকে আবাসিক ফরম সংগ্রহ করে যথাযথ নিয়মে পূরণ করে দুইকপি ছবিসহ অফিসে জমা দিতে হয়। একই সাথে নির্দিষ্ট হারে সিট ভাড়া ও খাবার চার্জ প্রদান করে হোস্টেলে সিট নিশ্চিত করতে হয়। প্রতি মাসের সিট ভাড়া ও খাবার চার্জ মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। উল্লেখ্য, বাজারদর হিসেবে খাবার চার্জ বিভিন্ন মাসে কম বেশি হয়ে থাকে। হোস্টেলে অবস্থানের জন্য চৌকি, টেবিল, প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র ও প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করতে হয়।

আবাসিক শিক্ষার্থীদের দৈনিক খাবার তালিকা

বার	সকাল	দুপুর	রাত্র
শনিবার	খিচুড়ি	বড় মাছ	ভাজি
রবিবার	ডিম	মুরগী	ডাল ও মুরগী
সোমবার	আলুর ভর্তা	বড় মাছ	ডিম
মঙ্গলবার	তেহারি	গরুর গোস্ত	মুগডাল ও গরুর গোস্ত
বুধবার	আলুর ভর্তা	মুরগী	মুরগী ডাল
বৃহস্পতিবার	ডিম	গোস্ত	সবজি
শুক্রবার	মুগডাল ও গরুর গোস্ত	তরকারি গোস্ত	ডিম

বিঃ দ্রঃ প্রতি বেলা তরকারীর সাথে মুসুরীর ডাল থাকবে।

জামে মসজিদ :

ছাত্র-শিক্ষক ও এলাকাবাসীর জামায়াতে নামায আদায়ের সুবিধার্থে মাদরাসা ক্যাম্পাসে মাদরাসার ব্যবস্থাপনায় রয়েছে সুদৃশ্য একটি জামে মসজিদ। পাঁচ সহস্রাধিক মুসল্লী

এতে একত্রে নামায আদায় করতে পারে। এ পরিকল্পনায় অত্যাধুনিক ডিজাইনের পাঁচতলা বিশিষ্ট মসজিদটির ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন । নামায আদায় ছাড়াও এ মসজিদে কুরআন শিক্ষা, ধর্মীয় আলোচনা সভা ও জিকির মাহফিলসহ বহুমুখী ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

গ্রন্থাগার :

অত্র মাদরাসার অন্যতম বড় আকর্ষণ এর মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক এবং ইন্টারনেট সুবিধাসহ ৪২টি বিষয়ে বার হাজারেরও অধিক পুস্তক সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। এ গ্রন্থাগারে রেজিস্ট্রারভুক্ত পুস্তকের সংখ্যা বার হাজার। ছাত্র- শিক্ষকদের অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য এ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হয় বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ভাষার গবেষণামূলক জার্নাল।

বিজ্ঞানাগার :

অত্র মাদ্‌রাসায় যুগের চাহিদা অনুযায়ী দাখিল ও আলিম শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগ চালু রয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্যে রয়েছে মানসম্মত একটি বিজ্ঞানাগার। আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত এ বিজ্ঞানাগারে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ গবেষণা করে থাকেন।

কম্পিউটার ল্যাব :

অত্র মাদরাসায় কম্পিউটার বিভাগ চালু রয়েছে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী এর রয়েছে মানসম্মত একটি কম্পিউটার ল্যাব।

বিশেষ খতম :

অত্র মাদরাসার একটি অন্যতম আকর্ষণ হল বিভিন্ন কিতাব খতম। নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকগণ অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে ক্লাস টাইম ছাড়াও সকালে, বিকালে এবং রাতে অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব পাঠদান সমাপ্ত করে থাকেন। এসব খতমের মধ্যে রয়েছে বুখারী শরীফ, তিরমিযী শরীফ, মেশকাত শরীফ, জালালাইন শরীফ ও হেদায়া শরীফ। এসব খতমের দরস শেষে দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত কামনা করে ভাবগম্ভীর পরিবেশে দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

গভর্নিং বডির সদস্যদের নাম

ক্র.নং	সদস্যদের নাম	পদবী
০১	জনাব আবু আলী মোঃ সাজ্জাদ হোসেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল, এ) ঢাকা	সভাপতি
০২	জনাব আলহাজ্ব মো: ফজর আলী	সহ-সভাপতি
০৩	জনাব মুহা. আবুল হোসেন উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
০৪	জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ সরকার জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ঢাকা	সদস্য
০৫	জনাব ড. মুহা. আবু সালেহ পাটোয়ারী মুফাসসির, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ	সদস্য
০৬	জনাব আলহাজ্জ মো. হানিফ ভূইয়া, শুকুরসি	সদস্য
০৭	জনাব আলহাজ্ব মাও. মুহা. রুহুল আমিন	সদস্য
০৮	জনাব আলহাজ্ব মুহা. মুনসুর আলী	সদস্য
০৯	জনাব আলহাজ্ব মো. শামীম আহসান	সদস্য
১০	জনাব ডা. মুহা. সরওয়ার হোসেন	সদস্য
১১	জনাব মুহা. আব্দুল লতিফ শেখ	সদস্য
১২	জনাব মুহা. জয়নাল আবেদীন	সদস্য
১৩	জনাব সৈয়দ নূরুল ইসলাম	সদস্য
১৪	জনাব আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক, অধ্যক্ষ	সদস্য সচিব

শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ (মূল শাখা)

ক্রঃ	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মোবাইল নম্বর
১	আ.খ.ম.আবুবকর সিদ্দীক	অধ্যক্ষ	বি.এ.(অনার্স);এম.এ.(ঢা.বি.); এম. এম. (১ম শ্রেণি)	০১৭১২৮৯১৪৯৩
২	মুহা. জহীরুল ইসলাম	উপাধ্যক্ষ-১	বি.এ.(অনার্স); এম.এ. (ঢা.বি.); এম.এম (১ম শ্রেণি)	০১৮১৬১০১৪০০
৩	মুহা. মাহবুবুর রহমান	উপাধ্যক্ষ-২	এম.এম. এম.এম (১ম শ্রেণি)	০১৭১২৫৫৭৬২০
৪	মুহা. আব্দুল লতিফ শেখ	মুহাদ্দিস	এম.এম; এম.এফ; বি.এ. অর্নাস; এম.এ. (১ম শ্রেণিতে ১ম)	০১৯১৪৩৮৭৯১৩
৫	মুহা. শাহ জালাল	মুহাদ্দিস	এম.এম; এম.এফ. (১ম শ্রেণি) বি.এ.অর্নাস; এম.এ. (১ম শ্রেণিতে ২য়)	০১৭৪১৭৬২৩১২
৬	মুহা. আযাদ হুসাইন	মুহাদ্দিস	এম. এম., এম.এম. (১ম শ্রেণি)	০১৯১১৫৪৮৪৫৪
৭	মুহা. বদরুজ্জামান রিয়াদ	মুহাদ্দিস	কামিল এম.এ. হাদীস) বি.এ. অনার্স (ইংরেজি)	০১৭১২৬২৭৮১৬
৮	মুহা. ওসমান গনী	মুহাদ্দিস	বি. এ. অনার্স, এম.এ. (১ম শ্রেণি) এম.এম (১ম শ্রেণি)	০১৭১৬৬৪৩৮৮৭
৯	আ. জ. ম. ছালেহ	সহ:অধ্যাপক	এম.এম. এম.এ. (১ম শ্রেণি)	০১৯১৬৩৮৩৭৮১
১০	এ.বি.এম. আব্দুস সালাম	সহ:অধ্যাপক	বি.এ.(অনার্স); এম.এ. (ঢা.বি.) এম.এম. এম.ইউ.(১ম শ্রেণি)	০১৭২৯৬৩৬৬২৫
১১	মুহা. আলমগীর হোসেন	প্রভাষক	বি.এ; এম.এম.(১ম শ্রেণি)	০১৭২৪০৯৮৮৯৫
১২	মুহা. মনিরুল ইসলাম	প্রভাষক	বি.এ; এম.এম.এম.এম (১ম শ্রেণি)	০১৫৫৬৩৫৩৬০০
১৩	মুহা. মাকছুদুল হক	প্রভাষক	বি.এ.(অনার্স); এম.এ. (ঢা.বি.); এম. এম.(১ম শ্রেণি); এম. ফিল (ঢাবি) পি.এইচ.ডি. (গবেষক)	০১৭১৯৪৩৯৬৩৪
১৪	মুহা: বদরুল আমীন	প্রভাষক	এম.এম. এম. এফ. বি.এ. অনার্স,এম.এ. (ঢাবি)	০১৫৫৩৭৩৭১৯৪
১৫	মুহা: জয়নাল আবেদীন	প্রভাষক	এম. এ. (ইংরেজি)	০১৯১২০৯৭৪০৭
১৬	মুহা. আব্দুস শাকুর	প্রভাষক	বি.এ.অনার্স (বাংলা)এম.এ (জ.বি)	০১৯১৪১৯৯৯৯০
১৭	মুহা. নাসির উদ্দীন খান	প্রভাষক	বি.এ.(অনার্স)এম.এ. (ঢা .বি.) এম.এম.(১ম শ্রেণি)	০১৭১৩৫৬০১৮১
১৮	মুহা. আসাদুজ্জামান	প্রভাষক	বি.এসসি. (অনার্স);এম.এসসি.	০১৭১৬২৬০৭৬২
১৯	মুহা. জহীরুল ইসলাম	প্রভাষক	বি.এসসি. (অনার্স); এম.এসসি	০১৯১২৮৫২৩৪০
২০	মুহা. জাহাঙ্গীর আলম	প্রভাষক	বি.এসসি. (অনার্স); এম.এসসি	০১৭১২৬৬৬১৩৪
২১	মুহা. কামাল হোসেন	প্রভাষক	বি.এসসি. (অনার্স); এম.এসসি	০১৭১৭৭৫৩৮৯৬
২২	মুহা. নাজমুল হক	প্রভাষক	এম. এ. (ইংরেজি)	০১৭১২৬৩২৯২৮
২৩	মুহা: সাইফুল ইসলাম	প্রভাষক	বি.এস.এস.(অনার্স); এম.এস.এস.	০১৭১৮৭০৬৪৩০

ক্রঃ	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মোবাইল নম্বর
২৪	মুহা: আব্দুল জলিল	প্রভাষক	বি.এ.অনার্স (ইংরেজি); এম.এ.	০১৭২৪৭০২৮২৬
২৫	মুহা. মোফাজ্জল হোসাইন	প্রভাষক	এম. এম (১ম শ্রেণি); বি.এ. অনার্স (১ম শ্রেণী); এম. এ (ইবি)	০১৭১০৭৮২১৪৬
২৬	মুহা. নিযাম উদ্দীন	প্রভাষক	বি.এ. (অনার্স), এম. এ ইবি. এম. এ. (হাদীস)	০১৭২২৩৯৪৭১২
২৭	মুহা. ফরীদ	প্রভাষক	এম.এম. (১ম শ্রেণি)	০১৯২৩১৩০৫৬৫
২৮	মুহা: শরফুদ্দীন	প্রভাষক	এম.এম. (১ম শ্রেণি) বি.এ (অনার্স) এম.এ	০১৯১৯ ৮৭২৮০৩
২৯	মুহা. কাওছার হোসেন	প্রভাষক	এম.এম. (১ম শ্রেণি)	০১৯২৩৮৩৮৭৩৬
৩০	মুহা. মুযাককির হোসাইন	প্রভাষক	এম. এ. (হাদীস)	০১৭১৭৭৩১৯২৯
৩১	মুহা. শিহাবুদ্দীন	প্রভাষক	বি.এ.(অনার্স); এম.এ. (ই.বি); এম. এম. এম. এম. (১ম শ্রেণি)	০১৭১৬২৫৭৮৮৪
৩২	শরীফ মুহা. ইউনুস	প্রভাষক	এম. এম. (তাফসীর)	০১৭৪৯২৬৫৪৫৬
৩৩	মুহা. নজরুল ইসলাম	প্রভাষক	এম. এম. (হাদীস)	০১৭১২৫১৮১৮৭
৩৪	মুহা. মহিউদ্দিন	প্রভাষক	বি.এস.এস. (অনার্স); এম.এম. (প্রথম শ্রেণি)	০১৭১৭১৫১৪৬৪
৩৫	মুহা. কাওছার নেছারী	প্রভাষক	এম. এম. (হাদীস)	০১৭৩৬২২৬১৭৩
৩৬	মুহা. আ. কাদের রেদওয়ান	প্রভাষক	এম. এম. (হাদীস)	০১৭২৪৫৪০৩৬৮
৩৭	মুহা. গিয়াস উদ্দীন	প্রভাষক	এম. এম. (হাদীস)	০১৭৫১৬২৪৭৩০
৩৮	মুহা. আব্দুর রহিম	প্রভাষক	এম.এম.এম.এস.এস (জবি), ডিপ্লোমা ইন সি.এ.এ (আইডিবি বিশ্ব)	০১৭৩২৩৪৯১১২
৩৯	আহমাদুল্লাহ	প্রভাষক	এম.এম. (হাদীস)	০১৮১১৫০৯২২০
৪০	মুহা. আবু ছালেহ	প্রভাষক	বি.এ. (অনার্স), এম.এ.(১ম শ্রেণি)	০১৮৩০৮১১৯৩৮
৪১	মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া	প্রভাষক	বি.এস.এস; এম.এস.এস. (ঢাবি)	০১৭৬৪৪৫৮৬১০
৪২	মুহা. মঈনুদ্দীন	প্রভাষক	কামিল তাফসীর (১ম শ্রেণি)	০১৮২৩৭০২১৫৮
৪৩	মুহা: নাজমুল ইসলাম	সহ.মাও.	কামিল (১ম শ্রেণি)	০১৯১৬৬০৪২২৫
৪৪	মুহা. যোবায়ের আহমদ	সহ.মাও	এম.এম.(হাদীস)	০১৯১৩৬৩১৩২২
৪৫	মুহা. রুহুল আমিন	সিনি. শি.	বি.এসসি. (অনার্স); এম. এসসি; এম. এড.	০১৭১৭১৮৪৭৪৯
৪৬	মুহা. গাজীউল হক	সিনি. শি.	এম.এসসি. বি.এড.	০১৮১৫৬৫১৫৬৫
৪৭	মুহা.নজরুল ইসলাম	সিনি. শি.	এম.এস.এস. বি.এড. (১ম শ্রেণী)	০১৯১৬৬০৪২৩১
৪৮	মুহা.আহসান উল্লাহ	সিনি. শি.	বি.এ.বি.পি.এড.	০১৭১৮৮৫৪০১৪
৪৯	মুহা.জিল্‌লুর রহমান	সিনি. শি.	এম.কম. (কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত)	০১৭১৫৮৪৩৭৯৮
৫০	মুহা.তাইজ উদ্দীন	সিনি. শি.	বি.এস.এস. বি.এড.	০১১৯১২৮৮৭০৩

ক্রঃ	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মোবাইল নম্বর
৫১	সৈয়দ নূরুল ইসলাম	সিনি. শি.	বি, কম; বি.এড, এল.এল.বি	০১৯১২৩২০১৮৯
৫২	মুহা.শামসুল আলম	সহ. মাও.	বি.এ. অনার্স, এম.এম. (১ম শ্রেণি)	০১৭১০১৮০৬১২
৫৩	মুহা.সালেহ উদ্দীন	সহ. মাও.	এম.এম. (১ম শ্রেণি)	০১৯২৪০৩৪০৩৮
৫৪	মুহা.মুস্তফা তাওহীদ	সহ. মাও.	কামিল এম. এ (হাদীস)	০১৭১৫৮১৯৯৭০
৫৬	মুহা.মাহবুবুর রহমান	সহ. মাও.	এম.এম. (১ম শ্রেণি)	০১৭১৬৯৪৩০৬৬
৫৭	মুহা. আবু সায়েম খান	এব. প্রধান	এম.এম.	০১৯২৪০৩৪০২০
৫৮	মুহা. নাজমুল হক	জুনি. শি.	এম.এম.	০১৮১৭৫৭৬৪২২
৫৯	মুহা. শাহজাহান	ক্বারী	ফাজিল (মুজাব্বিদ) নূরানী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত	০১৭২৪৪৮০৫০০
৬০	মুহা. নূরুল হক	ক্বারী	ইলমে কিরাত ও দাখিল	০১৯২১০০২১২০
৬১	মুহা. আল আমিন	ক্বারী	হাফেজ, নূরানী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত	০১৯১৪৬৩০১৫৯

বিশেষ কর্মকর্তা

০১	মুহা. নূরুল আমীন	সহ গ্রন্থাগারিক	বি.এ; এম.এম; (গ্রন্থগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত)	০১৯১৫৩৬৯৫৪০
০২	মুহা. মতিউর রহমান	সহ গ্রন্থাগারিক	কামিল	০১৯২৬৩৯২৮৬১

আই.সি.টি কর্মকর্তা

০১	মানসুর আহমাদ	আই.সি.টি. কর্মকর্তা	বি.এ. (অনার্স)	০১৭৯৯৫৯৬৯৫৩
০২	মুহাম্মাদ আল ইমরান	আই.সি.টি. কর্মকর্তা	এম.বি.এ	০১৯১১৪৫৩৮৯৯
০৩	জুনাইদ আহমাদ	আই.সি.টি. কর্মকর্তা	অনার্স (কুরআন)	০১৯৪১৮৬১৫৩১

অফিস সহকারীবৃন্দ

০১	মুহা. রাশেদুল ইসলাম	অফিস সহকারী	বি.এ.	০১৮১৬৬৭১৮১৩
০২	মুহা. ইসমাইল হোসেন	হিসাব সহকারী	বি.এ.	০১৮১৮২৬৭০৫৬

এম.এল.এস.এস

০১	মুহা. ওসমান গনি	এম.এল.এস.এস	অষ্টম শ্রেণী	০১৯১৮৩৩৬৭১২
০২	আব্দুল হান্নান মৃধা	এম.এল.এস.এস	অষ্টম শ্রেণী	০১৭১২৭২৬৬৮৬
০৩	মুহা. মোস্তাফিজুর রহমান	এম.এল.এস.এস	অষ্টম শ্রেণী	০১৭২২৭৬৩৭০১
০৪	মুহা. তনু খা	নৈশ প্রহরী	অষ্টম শ্রেণী	০১৭৩৪০৪০৪৮৬
০৫	মুহা. নূরুজ্জামান	নৈশ প্রহরী	অষ্টম শ্রেণী	০১৮৪৩৬২৪৪৭৪

ডাইনিং অফিস সহকারী

০১	মুহা. জাকির হোসেন	বি. এ.	০১৭৫৭২৫৮৮৯০
০২	মুহা. গোলাম কিবরিয়া	এম. এ.	০১৭৭৭১২৩১২১

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

২০১৬ ঈসায়ী আলিম পরীক্ষার্থী ছাত্রদের বিদায় লগ্নে
অশ্রুসিক্ত কথা

জন্মই তোমার চিরবিদায়ের বার্তা বহন করে। তুমি নও অবিনশ্বর, অক্ষয়, অমর বরং তুমি ক্ষয়িষ্ণু, অস্থায়ী আগমন আর বিদায় বলয়ের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আমরা নতুনের শেক্ষাগান নিয়ে, পূর্বাকাশে নতুন উজ্জ্বল সূর্য নিয়ে সমাগত।

প্রবাহমান এই পৃথিবীর ক্রমধারায় সকল কালেই সকলের সামনে হাজির হয়ে আসে একটি করুণ হৃদয় বিদারক মুহূর্ত। সেই মুহূর্তই হচ্ছে বিদায় বেলা। চৈত্রের কাঠফাটা রোদে একফোঁটা পানি পানের নিমিত্তে পিপাসার্ত চাতক যেভাবে ছুটে আসে জলধারার নিকট, মরুবাসী বেদুইন মরুভূমির প্রখর রৌদ্র তাপের মাঝে বৃক্ষের ছায়ায় তার ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহটাকে যেমনি সমর্পন করে ঠিক তেমনি ইলমে দ্বীনের অমীয় সুধা পানের অদম্য স্পৃহা ও দৃঢ় আগ্রহ মনের মাঝে লালন করে মহান আল্লাহর বাণী পৃথিবীর দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে বাংলার দূর দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছিলাম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দীনি বিদ্যা নিকেতন প্রিয় এই নাজাত কাননে। হৃদয়ের সব ভালবাসায় বরণ করেছিলাম এ মাটি, মানুষ ও মাদরাসাকে। এ মাটি, কংক্রিট, ধুলিকনা, পত্র-পল্লব ও দিগন্ত অববাহিকা আজ বিদায়ের মর্ছিয়ার আর্তনাদের ঢেউ তুলছে। চৌচির করে দিচ্ছে আমাদের স্বপ্ন বিষাদ। আমরা বাকরূদ্ধ, আজ বিদায়ী কলম কালি শূন্য।

হে নাজাত কান্ডারী!

নিঃস্ব হৃদয়, রিক্ত হস্ত হয়ে তোমার তীরে এসে ভিড়ালাম আমাদের ভাঙ্গা তরী। আমাদের করে নিলে আপন। আশ্রয় দিলে তোমার আকাশ দিল সামিয়ানার প্রশান্ত ছায়ায়। তোমাতে দেখেছি তেজদীপ্ত বলিয়ান এক সিংহপুরুষ। যোগ্য ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া। তোমার স্নেহমাখা ব্যবহার এবং সারগর্ভ আলোচনা আমরা কোনদিন ভুলবনা। দুআর গরুত্ব, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, আদর্শ মানুষের পরিচয় আমরা এগুলো শিখেছি তোমার কাছ থেকেই। তোমার এ দৃঢ়চেতা মনোবলের কিয়দাংশই আমাদের জীবন পাথেয় হিসেবে যথেষ্ট। তোমার কথা, নসিহত আমাদের সম্বল। চোখের আড়ালের সাথে বাড়িয়ে দিও তোমার ফেরাসাতের তেজদীপ্ত নজর। যা আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তাই আমরা তোমার জন্য দুআ ও প্রার্থনা করবো চিরকাল। তুমি ও আমাদের জন্য দুআ করবে, আমরা যেন ইলম ও আমলের সমন্বয়ে নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়া বান্দা এবং দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর খেদমতে নিবেদিত প্রাণ হতে পারি।

হে জ্ঞানের মশালধারী শিক্ষাগুরু!

"পিতার মত ভালবাসা দিয়ে হৃদয় করেছ ম্লান
স্নেহ মমতায় ডুবিয়ে রেখেছ করনিকো অভিমান
পিতৃতুল্য মায়া মিশ্রিত ছিল তোমাদের কণ্ঠ
তোমাদের ছাত্র হতে পেরে মোদের জীবন হয়েছে ধন্য।"

আকাশ ছোঁয়া ইলম অন্বেষা আর সমুদ্র তরঙ্গের আছড়ে পড়া মিয়ম্রয়তায় লুটে পড়েছিলাম তোমাদের মোবারক কদমে। দ্বিধা সংকোচ চিত্তে বলতে বাধ্য, তোমাদের অগাধ ইলম, তাকওয়া, চৌকস-দক্ষতা, ভালবাসা অক্লান্ত শত রাত্রির বিনিদ্রতার জীবন বৈঠা নোঙ্গর ফেলেছে সফলতার পরম দোরে। তোমাদের শিক্ষামূলক মধুর ভাষণ সত্যিই অভিনব ও অনবদ্য। তোমাদের অকুণ্ঠিত বিচ্ছুরিত আলোর দিশায় আমাদের মন মঞ্জুষা উদ্ভাসিত, আমরা আজ গৌরবান্বিত। মায়াভরা শাসন আর আদরমাখা দিকনির্দেশনার মাধ্যমে সন্ধান দিয়েছে জ্ঞান ভান্ডারের। আমরা তোমাদের কাছে চিরঋণী। আমাদের শরীরের প্রতিটি লোমকূপ ধমনী শুকর গুজরীর জন্য সদা প্রস্তুত। শরীরের চামড়া দিয়ে তোমাদের পাদুকা করলেও এ ঋণ শুধবার নয়। আমাদের রূঢ় আচরণে তোমাদের কোমল হৃদয়ে হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত। বেকসুর ক্ষমা করে দিও এ অবুঝদের। কর জোড়ে চাচ্ছি ক্ষমা। ক্ষমার গাঠুরিতে আবদ্ধ করে নিও রুহানী সন্তানতুল্য এ পাপী অধমদের। দোআ দিও সপ্নীল ভবিষ্যৎ সফলতার ও তোমাদের গোলাম হয়ে থাকার।

হে অগ্রজরা!

নাজাত কাননে একই সাথে আমরা ছিলাম মধু আহরণে লিপ্ত। সেই দিনগুলোতে তোমাদের সাথে অসামান্য ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়েছে তাতে যদি কোন প্রকার ভুল হয়ে থাকে তবে জীবন যুদ্ধে পদার্পনের পূর্বেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। দুআ করবে, আমরা যেন তোমাদের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

ওগো অনুজেরা!

আমরা এ নাজাত কাননে থাকাকালীন তোমাদের হাশি-খুশি মুখ ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ আমাদের মনের গহীনে তোমাদের প্রতি এক বিশেষ টানের সৃষ্টি করেছে। আমরা ছিলাম একটি কক্ষে মাটির পাতিলের ন্যায়। যার কারণে আমাদের মাঝে

মনোমালিন্য হওয়াটাই স্বাভাবিক ঠিক যেমনিভাবে মাটির পাতিলসমূহ একে অপরের সাথে ধাক্কা খায়। তোমাদের সাথে হয়ত সুন্দর আচরণ করতে পারিনি। আমাদের আচরণে তোমাদের কোমল মনে কোন আচড় পড়ে থাকলে শেষ বারের মতো হলেও ভুলে যেও। বিদায়ের সময় তোমাদের কিছু না দিতে পারার বেদনা চাপা দিতে গেয়ে উঠি:

"বিদায়ের বেলায় তোদেরে কী দেব বল
নেই কিছু মোদের নিয়ে যা একটু নয়নজল।"

বিদায় হে দারুননাজাত!

সমগ্র পৃথিবী যখন উন্নতির নামে অবনতি, শ্লীলতার নামে অশ্লীলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে ঠিক তখনই আদব আমল এর সংশোধনাগার হিসেবে তোমার উদয়। আমরাও এসছিলাম তোমার মাঝে। এসেছিলাম প্রতিটি অঞ্চল থেকে আপন মায়ের বুক খালি করে, আত্মীয়ের বাঁধন ছিন্ন করে, রক্ত বাঁধন উপড়ে ফেলে, ইলমে নববীর মধু আহরণে তোমার আঙ্গিনায়। আজ মধু আহরণের সব দ্বার করে দিয়েছ রুদ্ধ। তোমার অস্তগামী সূর্যের রক্তিম সন্ধার তট ঝাউবনের ঝিরিঝিরি প্রতিশব্দ, নারিকেল বিথির অপূর্ব সবুজাভ পরিবেশ, উদর বেষ্টিত সারিসারি সুরম্য প্রাসাদ এসব কিছু আজ বেদনায় নিলাভ। দিয়েছ দিক্ষা, নিয়েছি শিক্ষা, শত হরকত আর বরকত। হে মাটি, কাকর আবার আসতে দিও, প্রবেশ করতে দিও, তোমার কোলে পরম মমতায় একটু পরিচয় দিয়ো তোমার ছাত্র বলে। তুমি জন্ম দাও মৃতুঞ্জয়ী লক্ষ নকীব, যাদের গান এক আল্লাহ এক কুরআন। তাই বিদায় বেলায় তোমার আশির্বাদ কামনা করি–

"সদা তুমি থেকো উঁচু করে শির দিওগো আশির্বাদ
সারা পৃথিবী তোমার দ্বারা হয় যেন গো আবাদ"

শেষ আকুতি!

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে কামনা যে, রহীম ও রহমান যেন আমাদের মনের সকল নেক মাকসাদসমূহকে পূর্ণ করার সুযোগ করে দেয়। সত্য ও ন্যায়ের পথে হাঁটার, সুন্নাত অনুসারে জীবন পরিচালনার এবং সুন্দর ও উন্নত দেশ গঠনের তাওফিক দান করেন। আমাদের আসাতেযায়ে কেরামদের কবুল করে নিন। আমিন, ছুম্মা আমিন

সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই মানুষ সামাজিক জীব

অধ্যক্ষ আ.খ.ম.আবুবকর সিদ্দীক

[বুধবার, ১০ মার্চ, ২০১৫ ঈসায়ী। দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার জামে মসজিদের ৪র্থ তলায় আলিম ১ম বর্ষের সাধারণ (ক) শাখার সাধারণ জ্ঞান এর ঘণ্টায় অধ্যক্ষ মহোদয় মূল্যবান আলোচনা করেন। তাতে তিনি বলেন, একজন মানুষের আত্মসম্মান, মর্যাদা, সামাজিক রীতিনীতি পালনের মাঝে রয়েছে।]

যদি বলি মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয় কেন? তবে অনেকেই উত্তর দেবে, মানুষ একা একা বাস করতে পারে না, মানুষকে একে অপরের সাহায্য নিয়ে বসবাস করতে হয়, তাই মানুষ সামাজিক জীব। কিন্তু মানুষ কি বনে জঙ্গলে বসবাস করে না? তারা তো কারো সাহায্য ছাড়াই জীবন অতিবাহিত করছে। তার মানে এটি কোন যথাযথ সংজ্ঞা নয়। সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই মানুষ সামাজিক জীব, বা বলা যেতে পারে সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করে বলেই মানুষ সামাজিক জীব। যেমনটা অনুসরণ করে না অন্যান্য পশু-পাখি বা জীব-জন্তু।

উদাহরণস্বরূপ বলাযেতে পারে, একজন মানুষ যখন রাস্তা দিয়ে চলাচল করে, তখন সে আশে-পাশের দোকান-পাট থেকে যা ইচ্ছে তা নিতে পারে না। কেননা সে জানে এটা অন্যের জিনিস, যা বিনিময় ছাড়া গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু অপর দিকে দেখা যায়, পশু-পাখিরা ইচ্ছা করলেই সেখান থেকে তা নিয়ে যায়। কারণ, তারা জানে না, সামাজিক রীতি-নীতি কি? সুতরাং এ থেকেই বোঝা যায়, মানুষ সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এ জন্যেই সে সামাজিক জীব। আর অন্যান্য পশু-পাখিরা সামাজিক জীব নয়।

আবার দেখা যায়, মানুষের রীতি-নীতি পরিবর্তন হয়। একদিকে ব্যক্তি হিসেবে, অন্যদিকে স্থান ভেদে। যেমন বলা যায়, একজন শিক্ষক ক্লাসে চেয়ারে বসবে। অপর দিকে একজন ছাত্র বেঞ্চে বসবে। ছাত্রের রীতি-নীতিই হচ্ছে বেঞ্চে বসা, চেয়ারে বসা নয়। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায়, ব্যক্তিভেদে মানুষের সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্তন হয়।

স্থানভেদেও রীতি-নীতির পরিবর্তন হয়। যেমন বলা যায়, একজন ছাত্র যখন ক্লাসে থাকে, তখন সে Uniform তথা নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করবে। কারণ, শ্রেণিকক্ষের রীতিনীতিই হচ্ছে নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করা। আবার সেই ছাত্র যখন বাড়িতে বা রুমের মধ্যে অবস্থান করে, তখন সে ভিন্ন পোশাক পরিধান করে থাকে। এ থেকে বলা যায়, স্থানভেদে মানুষের রীতিনীতি পরিবর্তন হয়।

এখন বলা যেতে পারে, এই রীতির সুফল বা উপকারিতা কি? যে ব্যক্তি রীতি-নীতি যথাযথভাবে পালন করাবে, সে-ই সফলকাম হবে। যেমন একজন ছাত্রের নীতি কি? সে নিয়মিত ক্লাসে যাবে, পড়ালেখা ঠিকমত করবে, বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করবে ইত্যাদি। আর যখন সে এগুলো যথাযথভাবে পালন করবে, তখন সে সফলকাম হবেই হবে। আবার একজন কৃষকের রীতিনীতি কি? তার রীতি হলো, সময়মতো সেচ দেয়া, চাষ করা, সময়মতো বীজ বপন করা ইত্যাদি। কৃষক যখন এগুলো যথাযথভাবে পালন করবে, তখন তার ফলন ভালো হবে। সে লাভবান হবে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, সামাজিক রীতিনীতি মান্য করায় সুফল বা উপকার কতটা!

একজন ভালো ছাত্র নিয়মিত লেখা-পড়া করে, তার সাথে উস্তাদদের ভালো সম্পর্ক, ছাত্র-ভাইদের সাথে ভালো সম্পর্ক, সে সবার সাথে মিলেমিশে চলে ইত্যাদি। ভালো ছাত্রের এই অবস্থানটা কিভাবে অর্জিত হলো? তাকে সবাই ভালো জানে কেন? কারণ, সে সকলের সাথে রীতি-নীতি বজায় রেখেছে। সকল স্থানের রীতি-নীতি যথাযথভাবে পালন করেছে বিধায় তার এই অবস্থানটি অর্জিত হয়েছে।

আর একজন খারাপ ছাত্র এই অবস্থানটা অর্জন করতে পারেনি। কারণ, সে রীতিনীতি যথাযথভাবে পালন করতে পারেনি বা করেনি। সুতরাং রীতি-নীতি পালনের মাধ্যমেই জীবনে অনেক কিছু অর্জন করা যায়। বড় হওয়া যায়।

একজন মানুষের আত্মসম্মান রয়েছে, মর্যাদা রয়েছে। এগুলো রক্ষা করা তার দায়িত্ব। আর এই আত্মমর্যাদা বা সম্মান রক্ষা করা যায় একমাত্র সামাজিক রীতি-নীতি পালন করার মাধ্যমেই। সুতরাং, আমাদের উচিত হলো ব্যক্তিভেদে, স্থানভেদে, অবস্থানভেদে, সামাজিক রীতি-নীতি পালন করা। আর এর মাধ্যমেই জীবনে বড় হওয়া যায়। মহান আল্লাহর নিকট কামনা করি, তিনি যেন সকলকে সামাজিক রীতি-নীতি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার তাওফিক দান করেন।

অধ্যক্ষ মহোদয়ের উপদেশ

- ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক চিরকালের।
- ছাত্রের সফলতা শিক্ষকের নজরে।
- আনুগত্যই সফলতার চাবিকাঠি।
- নিজেকে গঠন করাই শিক্ষার্থীর কাজ।
- শিক্ষার বড় অন্তরায় ছাত্র রাজনীতি।
- বড় হতে চাই স্বপ্ন ও সাধনা।

সংগ্রহ ও
অনুলিখন : এস. এম. মুমীন

ইমাম বাগভী র., ইমাম তিবরিযি র. এবং তাদের অনন্য সংকলন মিশকাতুল মাসাবীহ

সংকলনে- মুহা. মাহমুদুল হাসান

মহান আল্লাহ তাআলার শাশ্বত ঘোষণা-ماأتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا[১] রাসূল সা. এর বাণী- بلغوعنى ولو اية[২] এ ধরণের আয়াত ও হাদীসের মর্মানুধাবন করে যে সকল মহামনীষী ইলমে নববীকে স্থায়ী করার জন্য হাদীস সংকলন, সংরক্ষণ এবং তা উম্মতে মুহাম্মাদীর মাঝে পৌঁছে দেয়ার কাজে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম বাগভী র. যিনি সংকলন করেছিলেন مصابيح السنة নাকম এক মহামূল্যবান রত্ন এবং তারই ধারাবাহিকতায় مصابيح السنة গ্রন্থকে আরো مشكة المصابيح নামে সুসজ্জিত ও অলংকৃত করেছেন শায়খ ওয়ালী উদ্দীন আল খতীব র. আলোচ্য নিবন্ধে এই মনীষীদ্বয়ের জীবনী এবং مشكة المصابيح এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

ইমাম মুহিউসসুন্নাহ বাগাভী র.

নামঃ

সম্পূর্ণ নাম হলো আবু মুহাম্মদ আল হুসাইন ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ আল ফাররা আল বাগাভী আল খোরাসানী আশ শাফেয়ী র. لباب التأويل فى مغالم التنزيل গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৯ পৃষ্ঠায় তাকে مفتى الشرق الغرب বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

লক্ববঃ

ইমাম বাগাভী র. এর অনেক লকব ছিলো তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো মুহিউচ্ছুন্নাহ, রোকনুদ্দীন[৩], জহিরুদ্দীন[৪] ইমাম বাগাভী র. এর লক্বব,কুনিয়াত ও নাম সম্পর্কে المكتبة الاسلامية এর تراجم الاعلام কিতাবের عرض الترجمة বিভাগ বলা হয়েছে-

[১]. সূরা হাশরঃ ৭।
[২]. সুনানে তিরমিযি, খণ্ড- ২, পৃ. ৯৫, হা. নং ২৬৬৯।
[৩]. মায়ালিমুত তানযীল খন্ড- ১ম পৃ. ৫।
[৪]. শারহুস সুন্নাহ খন্ড- ১ম পৃ. ৫।

الشيخ العالم العلامة القدوة الحافظ شيخ الاسلام محى السنة أبو مُحَمَّد الحسن بن مسعود بن مُحَمَّد بن الفراء البغوى الشافعى المفسر صاحب التصانيف[৫]

জন্ম:

ইমাম বাগাভী র. এর জন্মসাল কেউ সাঠিকভাবে রেওয়াত করেননি। তবে ইয়াকুত হামাভী র. তার লিখত কিতাব **معجم البلدان** এর ১ম খণ্ড ৪৬৮ পৃষ্ঠায় বলেন এই মহান মনীষী ৪৩৩ হিজরীতে জুমাদাল উলা মাসে বিশ্বধরায় আগমন করেন।[৬]

شرح السنة কিতাবের মূল কভারে ৪৩৬ হিজরীর কথা লেখা রয়েছে।

ইমাম যিরবালী র. বলেন ৪৩৬ হিজরিতে তার জন্ম। এটিই বিশুদ্ধ মত।[৭]

জন্মস্থান:

ইমাম বাগাভী র. এর জন্মস্থান ছিলো বাগ বা বাগশুর নামক এলাকায়। ইবনে যাল্লিকান 'বাগ' এলাকার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- **ولد فى "بغ" وهى بلدة من بلاد خراسان بين (مرو) و (هراة)** তিনি বাগ এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেছেন। আর সেটা খোরাসানের মার্ভ ও হেরাত এলাকার মাঝে অবস্থিত।[৮]

ترجمة الامام البغوى তে ও অনুরূপ বলা হয়েছে-

البغوى: هذه النسبة الى بلدة اسان (مرو) و (هراة) يقال له "بغ" بغشور

محى السنة খেতাব লাভ:

প্রখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীর বাগাভী এর লেখক ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী র. এর মুহিউসসুন্নাহ উপাধী লাভ করার একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে তা হলো- তিনি যখন **شرح السنة** গ্রন্থটি লেখা সমাপ্ত করেন তখন তিনি সপ্নে দেখলেন যে রাসূল সা. বলেছেন,

احييت سنتى تشرح أحاديثى

তুমি হাদীসসমূহ ব্যাখ্যা করে আমার সুন্নাতকে জিন্দা করেছে। সেই থেকেই তার উপাধি হয়েগেলো **محى السنة**।[৯]

---

[৫]. শরহুস সুন্নাহ খন্ড- ১ম পৃ. ৫।
[৬]. http://www.islamweb.net
[৭]. শাহুস সুন্নাহ, খণ্ড-১ম।
[৮]. মিরকাতুল মাফাতীহ, খণ্ড- ১ম, পৃ. ৯।
[৯]. শরহুস সুন্নাহ, খণ্ড- ১ম।

ইলেম অর্জনঃ

মুহিউস সুন্নাহ ইমাম বাগাভী র. ছিলেন একজন মহান পণ্ডিত। ইলমী গজতের সকল বিষয়েই তার ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। সমসাময়িক যুগের যুগশ্রেষ্ঠ আল্লামা ফিল ফুনুন ছিলেন। তাফসীর হাদীস, হাদীসের শরাহ, ফিকহ ক্বিরাতে ছিল পরিপূর্ণ ও গভীর অভিজ্ঞতা। তাজউদ্দীন সুবুকী র. তার রচিত **طبقات الشافية الكبرى** গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৪১৪ পৃষ্ঠায় বলেন- **كان إماما جليلا ورعازا هدا فقيها مفسرا جامعا بين العلم والعمل له**

অর্থাৎ তিনি ছিলেন সম্মানিত ইমাম দুনিয়া বিরাগী ফকীহ মুফাচ্ছির, ইলম ও আমলের অপূর্ব সমন্বয়কারী, ফিকহী জগতের বিরাট অংশ তার দখলে ছিল।[১০]

ইলমে শরীয়ত ও মারেফাতের ইমামঃ

ইমাম বাগাভী র. এর ইলমের জগতে প্রায় সকল বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য। তাফসীর, হাদীস, হাদীসের শরাহ, ফিকহ, কিরাতে ছিল গভীর অভিজ্ঞতা। এসকল প্রভৃতি কারণেই তিনি ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মারেফাতের ইমাম হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। শায়েখ মোল্লা আলী ক্বারী র. বলেন-

جمع البغوى اختصاصات مهدوة فى فروع العلم والمعرفة كا التفسير والقراءات والحديث والفقه واكثرمن التصنيف فى ذلك.

ইমাম বাগাভী র. ইলেমের শাখা প্রশাখার বহুসংখক বিশেষত্ব আয়ত্ব করেন। ইলমে মারেফাতেও আয়ত্ব করেন এবং তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ছাড়া প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।[১১]

জ্ঞানের অমীয় সুধা পানে সফরঃ

মুহিউসসুন্নাহ ইমাম বাগাভী এর ছোট বেলা থেকেই ইলেম অর্জনে আসক্ত ছিলেন। যার ফলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে জ্ঞান অর্জনের অদম্য স্পৃহা তাকে নিয়ে যায় সুদূর মাওয়ায়েজ ও শিক্ষা সংস্কৃতির লিলাভূমি যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্যানিকেতন খোরাসানে। তিনি মাওয়ায়েজ আল হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ রাযীর নিকট ফিকাহ শাস্ত্রে এবং খোরাসানে অন্যান্য বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

সময়ের প্রতি গুরুত্বঃ

ইমাম বাগাভী র. সময়ের প্রতি অত্যন্ত যন্তবান ছিলেন যা তার খাদ্য গ্রহণ দেখলেই বুঝা যায়। তিনি প্রাথমিক জীবনে শুধু রুটি থেকে জীবন ধারন করতেন। কিন্তু এতে যেন

[১০]. মিরকাতুল মাফাতীহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।
[১১]. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১।

তার সময় বেশি লাগে এবং বেশি খাওয়া হয়ে যায় তাই তিনি স্যালন নামক এক জাতীয় তরল পদার্থ দিয়ে রুটি খাওয়া শুরু করলেন।

আকিদা ও মাযহাবঃ

ইমাম যাহাবী র. বলেন মুহিউসসুন্নাহ ইমাম বাগাভী র. আকিদা গতভাবে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুশারী এবং তার মাযহাব ছিলো শাফেয়ী।[১২]

ইমাম তাশকুবরা র. গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় লিখেন كان نبتا حجة صحيح العقيدة فى الدين তিনি সুদৃঢ় স্মরণশক্তি সম্পন্ন হুজ্জত, দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক আকিদা পোষণকারী ছিলেন।

ইমাম বাগাভী র. শাফেয়ী মাযহাবের আলোকে গ্রন্থ প্রণয়ণ করেছেন যা তার শাফেয়ী মতাবলম্বী হওয়া প্রমাণ করে। ইমাম যাহাবী র. তার নামের শেষে শাফেয়ী কথাটি উল্লেখ করেছেন।[১৩] শাফেয়ী মাযহাবে তার অবস্থান সুদৃঢ় ও প্রশংসনীয় ছিলো।

চরিত্রঃ

ইমাম মুহি উসসুন্নাহ বাগাভী র. ছিল এজন মহৎ চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন রাসুল সা. এর সুন্নতের একনিষ্ঠ অনুসারী। তার হৃদয়ে তাকওয়া ও আত্মসংযমে পরিপূর্ণ ছিলো। তিনি পূর্ণ পবিত্রতার সাথে দরস দিতেন। পোশাকের পবিত্রতায়, পরিচ্ছন্নতায় তার সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

রচনাবলিঃ

মুহিউসসুন্নাহ ইমাম বাগাভী র. হাদীসে নববীর গ্রহণযোগ্য কিতাব مصابيح السنة সংকলন করে ইলমে হাদীসের ইতিহাসে সমুজ্জল স্বাক্ষর স্থাপন করেছেন। এছাড়াও তার লিখিত আরো প্রায় ১৫টি কিতাব রয়েছে।

১. مجموعه الفتاءى ২. التهذيب فى الفقه الامام الشافعى ৩. معالم التنزيل ৪. الأنوار فى شمائل المختار ৫. الجمع بين الصحيحة ৬. الأربعين حديثا ৭. شرح السنة ৮. الكافى فى التراوة ৯. شرح الجامع للترمذى ১০. فتاوى المرو الروذى ১১. معجم الشوع ১২. الغابة فى لفروع ১৩. الاعلام فى الفروع ১৪. فتاوى بغوى ১৫. المدخل إلى مصابيح السنة

মনীষীদের দৃষ্ঠিতেঃ

ইমাম যাহাবী র. বলেন:

الشيخ العالم العلامة القدوة الحافظ شيخ الاسلام محى السنة صاحب التصانيف

[১২]. http://ar.wikipedia.org
[১৩]. www.qurancomplex.org

তিনি একজন ইমাম জ্ঞানী, হাফেজ, শায়খুল ইসলাম, সুন্নাতের মুবাল্লিগ ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন।[১৪]

ইমাম আহমদ র. বলেন- المحدث المفسر صاحب التصانيف عالم أهل خراسان

তিনি মুহাদ্দিস, মুফাসসীর বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও খুরাসানের অন্যতম আলিম।[১৫]

ইমাম খল্লিকান র. বলেন-

كان بحر العلوم وصنف فى تفسير كلام الله واوضح المشكلات من قول النبى ﷺ الحديث[১৬]

ইবনে বাসীর র. বলেন- برع فى العلوم وكان علدمة زمانه[১৭]

ইন্তিকাল:

মুহিউসসুন্নাহ ইমাম বাগভী র. এর মৃত্যুকালে নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম হামাভী র. বলেন তার মৃত্যু ৫১৬ হিজরীতে শাওয়াল মাসে হয়েছিল।

ইবনে খাল্লিকান র. এর মৃত্যুর সালের ব্যাপারে দুটি রেওয়াত বর্ণনা করেন। একটি হলো ৫১০ হিজরি এবং অন্যটি হলো ৫১৬ হিজরি।

ইমাম বাগাভী র. এর লিখিত তাফসীরের কিতাবের প্রকাশক তার ভূমিকায় ৫১০ হিজরি ইংরেজি ১১১২ সালের কথা উল্লেখ করেছেন।

শায়খ ওয়ালীউদ্দীন আল খতীব র. এর জীবনী

নাম:

খতীব আত তিবরিযি র. এর পুরো নাম হলো আশ শায়খ ওয়ালী উদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ খতীব আল আমবী আত তাবরিযি র.।[১৮] তার মূল নাম ছিলো মুহাম্মদ বা মাহমুদ।[১৯] আর তার কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ এবং উপাধি ছিল ওয়ালীউদ্দীন।

পরিচিতি:

শায়খ ওয়ালীউদ্দীন আল খতীব আত তিবরিযি র. এর বিভিন্ন নাম থাকলেও তিনি সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন খতবী আত তিবরিযি র. হিসেবে।

পিতা:

---

[১৪]. http://ar.wikipedia.org
[১৫]. প্রগুক্ত।
[১৬]. প্রাগুক্ত।
[১৭]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১২ খণ্ড।
[১৮]. মিরকাতুল মাফাতীহ, খণ্ড- ১ম, পৃ. ১৪ মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ ভারত।
[১৯]. মুহাম্মদ টি হায়াতুল মুসান্নিফী গ্রন্থাগারের মতে।

তার পিতা ছিলেন তৎকালীন সময়ের একজন সুবিখ্যাত আলিম হযরত মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আমরী র.।[২০]

শিক্ষাজীবনঃ

সাহিব মেশকাত খতীব আত তিরমিযি র. এর ছাত্র জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ যেটুকু পাওয়া যায় তা হলো তিনি জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় ঐতিহাসিক তাবরিয নগরীতে কাটিয়েছেন। সেখানে তিনি ইলমে হাদীসের ওপর উচ্চতার পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি সেখানকার বিখ্যাত মুহাদ্দেসীনে কিরামের সাহাচার্য গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থের শরাহ শরহুত তিবী এর রচয়িতা আল্লামা তিবী র.।[২১] এছাড়াও তিনি বালাগাত ফাসাহাতের ওপর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। এ কারণে পরবর্তীতে তাকে বালাগাত ফাসাহাতের ইমাম[২২] বলা হয়।

কর্ম জীবনঃ

শায়খ ওয়ালীউদ্দীন আল খতীব আত তিবরিযি র. এর কর্মজীবন ছিল বিভিন্ন দ্বীনি খিদমতে পরিপূর্ণ। তিনি পেশাগত জীবনে একজন খতীব ছিলেন। তার খতীবী জীবন আল্লাহর দরবারে এমনভাবে কবুল হয় যে পরবর্তীতে তিনি খতীব উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি তার কর্মজীবন ঐতিহাসিক তাবারিয[২৩] শহরে অতিবাহিত করে। সেখানে তিনি দরসে হাদিসের পাশাপাশি হাদীস সংকলনেও আত্মনিয়োগ করেন। সে যুগের অনেক বড় বড় আলেম মুহাদ্দীস তার থেকে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলো হযরত ইমামুদ্দীন আসাহী র.।[২৪] এমনিভাবে আলোর বিভিন্ন দ্বীনি খেদমতে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন।

ইলমে হাদীসে তাঁর অবদানঃ

---

[২০]. আমরী হলো পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের সিন্ধু নদীর দক্ষিণ তীরে মহেঞ্জোদাড়োর দক্ষিণে আমরী নামে একটি গ্রাম ছিল যার নামে ঐ শহরটির নাম হয়। ধারণা করা হয় তার পূর্বপুরুষ ঐ অঞ্চল থেকে এসেছে। তাই তাদের নামের শেষে আমরী বলা হয়।

[২১]. এটি মেশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের সর্ব প্রথম শারাহ গ্রন্থ। আল্লামা তিবী র. এটির গ্রন্থকার। তিনি এই গ্রন্থখানার নাম রাখেন الكاشف عن حقائق السنن। এটি মক্কাতুল মুকাররমার মকতাবাতুন নাজ্জার থেকে সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি এমন গ্রন্থ যার থেকে ইবনে হাজার আসকালানী র. স্বীয় গ্রন্থে অনেক তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন (তালিকুস সাবীহ, খন্ড- ১ম, পৃ-২৭)।

[২২]. হযরত আল হুসাইন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আত তীবি র. হিজরি আষ্টম শতাব্দির মুহাদ্দিস ছিলেন। ৭৪৩ হিজরিতে শবানের ১৩ তারিখে ইশার নামাযের আযান হওয়ার পর ইকামতের সময় কেবলামুখী অবস্থায় ইন্তেকালে করেন। (শরহুত তীবী ১ম খণ্ডের ভূমিকায়)।

[২৩]. এটি তাবরিয নামে প্রসিদ্ধ হলেও এর বিশুদ্ধরূপ হলো তিবরিয। এটি ইবানের প্রসিদ্ধ একটি শহর যা পশ্চিম ও উত্তর আযারবাইযানের মধ্যখানে অবস্থিত। এটি সমতল ভূমিপূর্ণ অর্থনৈতিক নগরী। (ইসলামি বিশ্বকোষ তাবরিয অংশ দ্রষ্টব্য)।

[২৪]. ইমামুদ্দীন আসাহী তার কাছ থেকে মিশকাতের সনদ গ্রহণ করেন। (মিশকাত শরীফ পরিচিতি দ্রষ্টব্য)

শায়খ ওয়ালীউদ্দীন র. ইলমে হাদীসে অসামান্য অবদান রেখেছেন। হিজরী পঞ্চম শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বাগাভী র. সাধারণ মানুষের নিকট ইলমে হাদীস কে সহজভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিষয় ভিত্তিকভাবে مصابيح السنة নামক গ্রন্থ সংকলন করেন। গ্রন্থটি তৎকালীন সময়ে ব্যাপক সমাদৃত হলেও পরবর্তী যুগের আলেমগণ এর সনদসহ বর্ণনা থাকায় নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। তখন শায়খ ওয়ালীউদ্দীনের উস্তাদ আল্লামা তিবী র. তাকে এর পুনঃবিন্যাস করতঃ জটিলতা মুক্ত করার নির্দেশ দেন।[২৫] তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করে এটিকে একটি সহজ সাবলীল গ্রন্থ হিসেবে মানুষের সামনে পেশ করেন। যা বিশ্বে সর্বাধিক পরিচিত কিতাব সমুহের একটি হিসেবে গণ্য।[২৬]

রচনাবলীঃ

হযরত খতীব আত তিবরিযি র. এর গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর অন্যতম হলো মিশকাতুল মাসাবিহ প্রণয়ন এবং তার আরেকটি রচনা হলো আল ইকমাল ফি আসমাইর রিজাল।

মনীষীগণের দৃষ্টিতেঃ

হযরত ওয়ালী উদ্দীন খতীব তিবরিয র. সম্পর্কে জগত বিখ্যাত ওলামায়ে কিরাম অনেক প্রশংসা স্তুতি গেয়েছেন।

তার উস্তাদ আল্লামা তিবী র. বলেন, **هو بقية الأولياء وقطب الصلحاء وشرف الزهاد ولاعباد** অর্থাৎ তিনি আওলিয়ায়ে কেরামগণের উত্তরসুরী নেককারদের চালিকা শক্তি, দুনিয়া ত্যাগী ও আবেদীনদের মাথার মুকুট।[২৭]

আল্লামা মোল্লা আলী কারী র. বলেন,

هو البحر العلامة والبحر الفهامة مظهر الحقائق وموضع الدقائق وهو الشيخ التقى والنقى

---

[২৫]. আল্লামা তিবী র. তার নির্দেশের ব্যাপারে বলেন, আমার এই দ্বীনি ভাই রাসূল সা. এর সাথে হাদিসের খিদমতের ব্যাপারে আমরা মাসাবীহ গ্রন্থের পূর্ণতা, সংশোধনী, এই গ্রন্থের রাবীদের পরিপূর্ণ বর্ণনাসহ প্রত্যকটি হাদীসের সাথে বর্ণনাকারী রাবীর নাম এবং মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিসবত স্থাপনের ব্যাপারে একমত হলাম। যখন সে কাজটি সম্পন্ন করল আমি অত্যান্ত আনন্দিত হলাম যে সে তার সময়কে সামর্থানুযায়ী এই কাজে ব্যয় করেছে।

[২৬]. সর্বাধিক পরিচিতি বলতে তিন মাকবুল কিতাব অর্থাৎ তাফসীর শাস্ত্রের জালালাইন, হাদীস শাস্ত্রের মিশকাতুল মাসাবিহ এবং ফিকহ শাস্ত্রে হিদায়া উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (সূত্রঃ শাইখুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ, প্রধান মুহাদ্দীস, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা)

[২৭]. শরহুত তীবী, খণ্ড- ১ম, পৃ. ১৪ (পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত)।

অর্থাৎ তিনি আমাদের এমন নেতা যিনি ছিলেন জ্ঞানের আলো পাণ্ডিত্যের সাগর, হাকীকাতের প্রকাশস্থ, গুপ্ত রহস্যের ভাণ্ডার এবং তিনি ছিলেন শাইখে মুত্তকী এবং অত্যান্ত সচ্ছ চরিত্রের এভাবে যুগের মনীষীরা তার যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইন্তিকাল:

শায়খ ওয়ালী উদ্দীন আল খতীব আত তিবরিযি র. এর মৃত্যু সন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

তালীকুয যবীহ গ্রন্থকার কলেন তিনি ৭৪০ সালে ইন্তিকাল করেন।

আরেকটি মত আছে যে তিনি ৭৩৭ হিজরীতে ইন্তেকাল কারেন। এটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তিনি রিজাল বিতাবটি লেখেন ৭৪০ সালের শেষ দিকে।

আল্লামা যারকানী র. তার গ্রন্থে বলেছেন তিনি ৭৪১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এটিকেই তার মৃত্যুকাল বা ওফাতের সময়কাল হিসেবে গণ্য করা হয়।

মিশকাতুল মাসাবীহ পরিচিতি

অর্থ:

মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবটি মুলত ইমাম বাগাভী র. مصابيح السنة এর পরিবর্তিতরূপ مصابيح السنة অর্থ হলো সুন্নাতের বাতিসমূহ। আর مشكة المصابيح এর অর্থ হলো বাতি রাখার দানি বা পাত্র। মূলত এটি একটি সংকলিত হাদিস গ্রন্থ।

সংকলনের ধরণ:

ইমাম বাগাভী র. মাসাবিহুস সুন্নাত কিতাবে শুধু বাছাই করা হাদীস উল্লেখ করেছেন। কোন সহীহ, যঈফ, মন্তব্য করেননি এবং কোথাও কোন মন্তব্য করলেও তার কারণ বা উদ্ধৃতি তথ্য সূত্র বলেননি।[২৮] শায়খ ওয়ালীউদ্দীন র. মাসাবীহুস সুন্নাহের হাদীস সমূহের শেষে সহীহ, হাসান, যঈফ ইত্যাদি পরিভাষা এবং চয়নকৃত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। সে হিসেবে মোট তের জন হাদিস বেত্তার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ প্রণেতা ছাড়াও রয়েছেন হাদিস বিশারদ ইমাম মালেক র. ইমাম শাফেয়ী র., আহমদ ইবনে হাম্বল, দারামী, দারে কুতনী, বায়হাকী এবং আবুল হাসান রাযিন ইবনে মুয়াবিয়া র. প্রমুখ। তিনি মাসাবীহ গ্রন্থের হাদিস সমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ আরো কিছু হাদিস সংযোজন করেন। তিনি ৭৩৭ হিজরির রমজানের শেষ দিন (জুমাবার) এই সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেন।

[২৮]. হায়াতুল মুসান্নিফীন, পৃ. ৯৮।

গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলিঃ

মাসাবীহুস সুন্নাতে প্রতি অধ্যায়ের অধীনে দুটি পরিচ্ছদ এবং ১ম পরিচ্ছদ সহীহাইন থেকে ২য় পরিচ্ছেদে সুনান থেকে হাদিস আনা হয়েছিল। শাইখে মেশকাত দুটি পরিচ্ছেদের সাথে আরেকটি যুক্ত করেন যেখানে তিনি সিহাহ সিত্তাহ ও অন্য হাদীস গ্রন্থ থেকে সাহাবী ও তাবেয়ীদের হাদীসগুলো সংকলন করেন।[২৯]

সংকলিত হাদীস সংখ্যাঃ

বুসতানুল মুহাদ্দিসীন গ্রন্থকার শাহ আব্দুল আযীয র. তদ্বীয় গ্রন্থে মাসাবীহুস সুন্নাহ গ্রন্থের হাদিসের সংখ্যা ৪৪৮৪টি উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালেক ও এ সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। "মিশকাতুল মাসাবীহ" প্রণেতা এর সাথে আরও ১৫১১টি হাদীস যুক্ত করেন। ফলে সর্বোমোট ৫৯৯৫ টি হয়। কিন্তু মিশকাতের উর্দু শরাহ মাযাহেরে হক প্রণেতা এবং আরবী শরাহ তালীকুস সবীহ প্রণেতা উভয়েই মাসাবীহের হাদীস সংখ্যা ৪৪৩৪ উল্লেখ করেছেন।[৩০] ফলে সর্বোমোট মিশকাতের হাদিস সংখ্যা ৫৯৪৫টি দাড়ায়। তারিখে হাদিস গ্রন্থাকার মিশকাতুল মাসাবীহের হাদিসের পরিসংখ্যানে উল্লেখ করেন যে এতে সর্বোমোট ২৯টি কিতাব, ৩২৭টি বাব এবং ১০৩৮টি ফছল রয়েছে।[৩১]

যেখান থেকে সংকলিতঃ

মিশকাতুল মাসাবীহ একটি সংকলিত হাদিস গ্রন্থ। যে সকল কিতাব থেকে হাদিস সংকলন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

* সহীহ বুখারী
* সহীহ মুসলিম
* জামেউত তিরমিযি
* সুনানে আবু দাউদ
* সুনানে নাসায়ী
* সুনানে ইবনে মাজাহ
* সুনানে দারেমী
* মুয়াত্ত ইমাম মালেক
* মুসনাদে আহমদ

উপরোক্ত নয়টি সহীহ কিতাব ছাড়াও প্রায় সকল হাদিসের কিতাব থেকেই مشكة المصابيح তে হাদিস সংকলিত হয়েছে।[৩২]

---

[২৯]. প্রগুক্ত, পৃ. ৯৯।
[৩০]. প্রগুক্ত, পৃ. ৯৯।
[৩১]. প্রগুক্ত, পৃ. ৯৮।
[৩২]. প্রগুক্ত ও মিরকাতুল মাফাতীহ, পৃ. ৩১, ১ম খণ্ড।

মিশকাতুল মাসাবীহের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহঃ

মিশকাতুল মাসাবীহ একটি সংকলিত হাদিস গ্রন্থ হলেও তার কদর বা জনপ্রিয়তা ছিল অনেক যার কারণে বিভিন্ন ইমাম ও মুহাদ্দীসগণ এর অনেক ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-

الكاشف মুহাম্মদ হুসাইন আলী ইবনে আব্দুল্লাহ তিবী র.

مرقات المفاتيح আল্লামা মোল্লা আলী কারী র.

لمعات التنبيح শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী র.

شرح مشكة মোল্লা আলী তারেমী র.

حاشية المشكة المصابيح জালালুদ্দীন কারলানী র.

تعليق الصبيح মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলবী র.[৩৩]

পরিশেষে বলব মুহিউস সুন্নাহ ইমাম বাগাভী র. ও শায়খ খতীব আত তিবরিযি র. যে নেক উদ্দেশ্য নিয়ে হাদীসের অনবদ্য সংকলন মিশকাতুল মাসাবীহ প্রণয়ন করেন আল্লাহ তাদের সেই ত্যাগ তিতিক্ষা কবুল করে তাদেরকে জান্নাতের উচ্চাসনে সমাসীন করুন। এবং আমাদেরকেও মিশকাতুল মাসাবীহের আলোয় আলোকিত হয়ে উভয় জাহানে সাফল্যমন্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন

[৩৩]. তালীকুস সবীহ ১ম খণ্ড, ২৭ পৃ.।

খতমে মেশকাত অনুষ্ঠানে উস্তাদদের নসীহতমালা

জাহিদ হাসান (মিশু)

উস্তাদগণ পিতৃতুল্য। তাইতো তারা এত অভিজ্ঞ। তাদের কোন মূল্যবান নসীহত আমাদের জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দেয়, জানিনা। এজন্যই অনুষ্ঠান হলেই নসীহতগুলো লিখে রাখার চেষ্টা করি। তেমনি একটা নসীহতপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিলো ১৩/০৪/২০১৫ তারিখ, রোজ: সোমবার রাত। মূলভবনের ৫ম তলায়। এ মহতি জলসায় আমাদের পিতৃতুল্য শিরতাজ উস্তাদরা আমাদের কিছু নসীহত করেন। জীবনে এ নসীহত সমূহকে কাজে বাস্তবায়ন করার নিয়তে কাগজের পাতায় লিখে রেখেছিলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে একটি সুন্দর ও পবিত্র জীবন নসীব করুন। আমিন।

যথা সময়ে পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। হামদ, নাত পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হয় উস্তাদগণের নসীহত।

খতমে মেশকাতের অনুষ্ঠানে আমাদের সম্মানিত ভাইস প্রিন্সিপাল হুজুর জান্নাতে যাওয়ার জন্য ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য করণীয় আমলের কথা বলে। হুজর বলেন: জান্নাতে যেতে হলে দুটি বিষয় অর্জন করতে হবে। বিষয়টি ২টি হল : **تقوي الله** ও **حسن الخلق** আর জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য দুটি জিনিসের হেফাজত করতে হবে। তা হল : **فرج** ও **فهم**

হুজুর আমাদেরকে **كتاب المناسك** পড়িয়েছিলেন।

এরপর রাজাপুরী হুজুর আমাদের জন্য দোয়ার ঝুলি নিয়ে হাজির হন। হুজুর আমাদের জন্য প্রাণভরে দোয়া করেন।

খতমে মেশকাতে হুজুর আমাদের **كتاب الصلوة** ও **كتاب الصوم** এর **باب وجوب الجمعة** থেকে শেষ পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন।

এরপর আমাদের সামনে নসীহত নিয়ে উপস্থিত হন শায়খুল হাদীস মুহাম্মদ আব্দুল শেখ (হেড মুহাদ্দিস হুজুর)। হুজুর আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। হুজুর আমাদের জীবন চলার পথে পাথেয় হিসেবে যে সকল নসীহত উপহার দেন তাহলো : ওস্তাদ যেই বিশ্বাস করে ছাত্রকে তাই বিশ্বাস করতে হবে। এছাড়াও হুজুর আমাদেরকে খাস দোয়ার জন্য খাস আমলদার হওয়ার পরামর্শ দেন। হুজুর বলেন: মাদরাসার ছাত্র না হয়ে ওস্তাদদের ছাত্র হতে হবে।

মেশকাতের খতম এ হুজুরের নিকট থেকে আমাদের **مقدمة** ও **كتاب الإيمان** এর দরস নেয়ার সৌভাগ্য হয়েছে।

পরক্ষণেই উপস্থিত হন পিরোজপুরী হুজুর। হুজুর আমাদের তিনটি নসীহত করেন। যথা-

০১) ওস্তাদদের سيرة ও سورة অনুসরণ করা مواظبة করে নিতে হবে।

০২) মা বাবার খেদমত করতে হবে। তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।

০৩) সদা সর্বদা ওস্তাদদের জন্য দোয়া করতে হবে।

হুজুর খুব আনন্দের সাথে আমাদের كتاب النكاح পড়িয়েছিলেন। হুজুরের ক্লাসে বসে ছাত্ররা এক প্রকার মজা অনুভব করত।

এরপর আসেন দিনাজপুরী হুজুর। হুজুর একজন বড় মাপের আলেম। হুজুর বলেন: ইমাম বুখী র. বুখারী শরীফের ৭৩০৯ টি জায়গায় ﷺ লিখেছেন এ থেকে নবী প্রেমের শিক্ষা নেয়া উচিত। হুজুর আরও বলেছেন "যারা হাদীস পড়ে ও হাদীস পড়ায় তাঁরা আসমান হতে নূর প্রাপ্ত হয়।

এছাড়া হুজুর বলেন : কেয়ামত দিবসে মুহাদ্দিসদের ইমাম হবেন হযরত মুহাম্মদ সা.

হুজুর তার শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও আমাদের كتاب القصاص ও كتاب الحدود এর কিছু অংশ পড়িয়েছিলেন। হুজুরের মধুমাখা কণ্ঠ কখনো ভুলে যাবার নয়।

হাজীগঞ্জ হুজুর, হুজর আমাদের সকলের প্রিয় উস্তাদ। খতমের অনুষ্ঠানে দাড়িয়ে আমাদেরকে মুক্তির জন্য একজন Model কে অনুসরণ করার অনুরোধ করেন। এছাড়াও হুজুর কিছু সংখ্যক আলেমকে Hybrid আলেম বলে আখ্যা দিয়ে তাদের মজলিসের অংশ হতে নিষেধ করেন। হুজর অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের كتاب الرقاق পড়িয়েছিলেন।

এরপরে আসেন সকলের প্রিয় ওস্তাদ পাবনার হুজুর। হুজুর জীবনের সফলতা অর্জনের জন্য খোদাভীতি অবলম্বনের আদেশ দেন। এরপর হুজুর কিছু নসীহত করেন :

০১) আদর্শচ্যুত হওয়া যাবে না।

০২) ফাসেদ আমর হতে বিরত থাকতে হবে।

০৩) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা পোষণ করা।

০৪) ছারছীনা তরীকা অনুসরণ করা।

হুজুর ছাত্রদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে كتاب الاطعمة ও كتاب اللباس এর দরস দিয়েছিলেন।

তুষপুরী হুজুর ছিলেন আদর্শ মানুষ। হুজুর হাদীসের খেদমতে জীবন পরিচালনার অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। হুজুর আমাদের সামনে সহীহ হাদীস পাঠের সওয়াব তুলে ধরেন। হুজুর বেশী বেশী দুরুদ শরীফ পড়ার পরামর্শ দেন। কেননা এর দ্বারা বান্দার

উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। হুজুর আমাদের كتاب الرؤيا ও كتاب الطبر والرقي এর দরস দিয়েছিলেন।

টুমচরী হুজুর একজন সুদক্ষ আলিম। হুজুরের মিষ্টি ব্যবহার ছাত্রদের মুগদ্ধ করেছিল। হুজুর এ অনুষ্ঠানে আসার উদ্দেশ্য হিসেবে দুআ কবুলকেই উল্লেখ করেন। হুজুর আমাদের বলেন: "ছাত্ররা তোমরা علم এর গর্তে আছে। তোমাদের علم এর সাগরে যেতে হবে। علم এর মণিমুক্ত আহরণে আগ্রহী হতে হবে। হুজুর মাদরাসা শিক্ষার বিলুপ্তির কথা উল্লেখ করে আমাদের সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেন।
হুজুর আমাদেরকে كتاب الجنائز এর মত একটি كتاب পড়ানোর দায়িত্ব পালন করেছেন।

চাঁদপুরী হুজুর অনেক নরম মনের অধিকারী। হুজুর আমাদেরকে অনুরোধের স্বরে বলেন: মৌমাছি ১ কি.মি. গ্রাম মধু আহরণে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার কি.মি. থেকে ৪ লক্ষ ৫০ হাজা কি.মি. পর্যন্ত যায়। আমাদেরকে علم অর্জনে মৌমাছির মত কষ্ট করতে হবে।
হুজর كتاب الفتن এর باب فى المعراج থেকে باب مناقب ابى بكر وعمر رضى الله عنهما পর্যন্ত বিশাল অংশ পড়ানোর মতো কষ্টসাধ্য কাজের আঞ্জাম দেন।

গোয়ালগ্রামের হুজুর একজন নবী প্রেমিক ব্যক্তিত্ব। তার নসীহতও ছিল নবী প্রেম সংশ্লিষ্ট। হুজুর বলেন : হাদীস পড়ানোর বা পড়ার খুশি নবীর আশেকেরা পায়। হুজুর এতদিন কষ্ট করে যে সকর জ্ঞানার্জন করেছি সে সকল علم কে আমলে পরিণত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। হুজুর আরও বলেন: নবী প্রেমে যদি চোখের পানি ঝরে তবে এ হাদীসের দরস স্বার্থক হবে। হুজুর অত্যন্ত সুন্দরভাবে, মাজিত চিত্তে আমাদের كتاب فضائل اقران ও كتاب الدعوات এর দরস দিয়েছিলেন।

রহমতপুরী হুজুর রমজান মাসে মেশকাত খতম অনুষ্ঠিত হওয়ার আশা ব্যক্ত করেন।
হুজুর আমাদের باب ماينهى من التهاهر থেকে باب الأمر بالمعروف পর্যন্ত পড়িয়েছেন।
কুয়াকাটার হুজুর মেশকাত খতমের জন্য অনেক কষ্ট করেন। মেশকাত খতমের অনুষ্ঠানে আলেমদের মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। হুজুর আমাদের كتاب الفتن এর (رض) مناقب عثمان থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ান।

নেছারী হুজুর বলেন : মেশকাত খতমের অংশগ্রহণকারী উস্তাদদের উদ্দশে হলো : পরকালীন শান্তি ও আমাদের হেদায়াত। হুজুর আমাদের كتاب الطهارة পড়িয়েছেন।

এরপর নসীহত নিয়ে আসেন সম্মানিত মুন্সীগঞ্জী হুজুর। হুজুর আমাদের বলেন : "যা শিক্ষা করলে তা বাস্তব জীবনে মূল্যায়ন করবে।" এছাড়াও হুজুর ছারছীনার হেড মুহাদ্দিস হুজুরের একটি উক্তি তুলে ধরেন, "যে মেশকাত খতম করবে সে অর্ধেক মুহাদ্দিস"। এছাড়া ভবিষ্যতে কেতাবের شرح দেখে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার নির্দেশ দেন।

এরপর আসেন মুহতারাম শরণখোলার হুজুর। হুজুর তার হাঁসিমাখা মুখে আমাদের বলেন : নাজাত কাননে আমাদের আগমন علم অর্জনের জন্য। জীবনে চলার পথে রাসূল সা. এর অনুসরণের পরামর্শ দেন হুজুর। হুজুর আমাদেরকে كتاب الصلاة এর باب صفة الصلوة এর শেষ পর্যন্ত পড়ান।

আমাদের ইংলিশ স্যার আমাদেরকে বলেন : জীবনে চলার পথে মূল সহায়ক হলো কুরআন হাদীস। বাংলা, ইংরেজী হলো পাশ্ব বা অতিরিক্ত বিষয়।

আমাদের মুহতারাম কাঁঠালিয়া হুজুর। তিনি মেশকাত খতমে সর্বোচ্চ পরিশ্রম করেছেন। তিনি সারারাত মেশকাত পড়ানোর মতো কঠিন কাজের আঞ্জাম দিয়ে আমাদের নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। হুজুর كتاب الصلوة ও كتاب العلم এর باب صلاة الليل থেকে باب الجمعة এর পর্যন্ত পড়িয়েছেন।

দারুননাজাতের কাননের প্রতি বছরের কার্যক্রম মেশকাত খতম। এখানে মেশকাত খতম ছাড়াও বুখারী, তিরমিযি, জালালাইন, হেদায়া, খতম অনুষ্ঠিত হয়। এসব কার্যক্রমের মূলে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন আমাদের প্রিন্সিপাল হুজুর। হুজুর সদা সর্বদা আমাদের জন্য হৃদয় হতে দোয়া করেন। আল্লাহ হুজুরের নেক হায়াত নসীব করুন।

অবশেষে মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ আমরা যেন আমাদের প্রিয় ওস্তাদদের নসীহতগুলো জীবনের পরতে পরতে বাস্তবায়ন করতে পারি। হক আকিদা পোষন করে। হক তরীকা গ্রহণ করে জীবনকে সাজাতে পারি। আল্লাহ পাক তাওফীক দান করুন। আমীন।

নাজাতের চিরস্মরণীয় বাণী

বেলাল হোসাইন

০১) "ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক চিরকালের।" (প্রিন্সিপাল হুজুর)

০২) "জীবনে প্রতিদিন কোরআন তেলাওয়াত করবে, কোনদিন যেন এমন না যায়, যেদিন কোন প্রকার জ্ঞান অর্জন করনি।" (ভাইস প্রিন্সিপাল হুজুর)

০৩) "দ্বীন ইল্‌ম অর্জন ও বিশুদ্ধ আমলের মাধ্যমে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উভয় জাহানের কল্যাণ লাভ করা যায়। এ সুযোগ সাধারণত মাদরাসার ছাত্ররাই বেশি পয়ে থাকে। সকলের মধ্যে এ বিশ্বাস থাকা উচিত।" (রাজাপুরী হুজর)

০৪) "জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও কাজের ক্ষেত্রে পরকালীন মুক্তি ও ইহকালীন পরিস্থিতি ও বাস্তবতা উপলব্ধি করে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। আরো বেশি প্রয়োজন আবেগ ও বিবেকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।" (সেকেন্ড মুহাদ্দিস হুজর)

০৫) "চিন্তাহীন কর্ম, রসহীন আখের ন্যায়।" (দিনাজপুরী হুজর)

০৬) "একজন ভাল মানুষ হওয়ার জন্য ভাল একটি হৃদয়ের প্রয়োজন।" (হাজীগঞ্জী হুজুর)

০৭) "যদি মুখস্ত বিদ্যা ছেড়ে বই পড় বুঝে,
দক্ষতা অর্জন করতে পারবে অনায়াসে।" (কাঠালিয়ার হুজুর)

০৮) "শত সহস্র বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল থাকবে।" (মাদারীপুরী হুজুর)

০৯) "আমি সবার চেয়ে অযোগ্য। তাই, আমার কোন উক্তি নাই" (পাবনার হুজর)

১০) "ভয়ে মরে কাপুরুষ, লড়ে যায় বীর" (তুষপুরী হুজুর)

১১) "জীবনের সফলতার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ কর। কেননা, যে কোন সময় তুমি হোচট খেয়ে পড়ে যেতে পার। আর লক্ষ্য থাকলে ওঠে দৌড় দিতে পারবে।" (ইংলিশ স্যার)

১২) "প্রত্যেক মানুষেরই উচিত ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া। কেননা ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারলে ভবিষ্যতে ভুল এড়ানো সম্ভব।" (বাংলা স্যার)

১৩) "জ্ঞান এক অমূল্য রতন যদি পার তুমি বুঝতে।" (কাশিয়ানী হুজুর)

১৪) "যত চাওয়া সব আল্লাহর কাছে" (রসায়ন স্যার)

১৫) "সুন্দর সত্য, সত্যই সুন্দর।" (বাগেরহাটী স্যার)

১৬) "তুমি জীবনে যা পেয়েছো তার হিসাব কর, না পাওয়ার অভাব গুচিয়ে যাবে।" (রাস্ট্রবিজ্ঞান স্যার)

১৭) "A good friend is like a computer,
He enters in your life,
save himself in your heart
format all your trouble and
never delete your from his heart." (Jalil Sir)

১৮) "ইলম, আমল এবং আখলাকের সাথে সাথে বিনয়ী হও, স্বীকৃতি মিলবেই।" (চৈতার হুজুর)

১৯) "ব্যস্ততাই আমার অবসর।" (ফরিদগঞ্জী হুজুর)

২০) "আজ ইলমী ময়দান শুণ্যের কোটায়। তাই মেধাবীরা এ কোটা পূরণ না করে ভিন্ন পথে ধাবিত হলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে বলে আমার বিশ্বাস।" (টুমচরী হুজর)

২১) "যখন যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় করে চলবে"। (ঝিনাইদাহ হুজুর)

২২) No এর ব্যাখ্যা- Next opportunity.
Fail এর ব্যাখ্যা- First attempt in learning. (চাঁদপুরী হুজুর)

২৩) "উস্তাদদের সাথে যোগাযোগ রাখবে। যখনই দোয়ার হাত তুলবে মা-বাবার সাথে তাঁদের জন্যও দোয়া করবে।" (বাকেরগঞ্জী হুজুর)

২৪) "ইলেকট্রিক যন্ত্রের পিছনে সময় ব্যয় করে মূল লক্ষ থেকে ছিটকে পড়বে না। এজন্য মহা মনীষীদের জীবনী পড়বে এবং উৎসাহ গ্রহণ করবে। তাহলেই সফলকাম হবে।" (গোয়ালগ্রাম হুজুর)

২৫) "জীবনের সফলতায় ইখলাস ও বিনয়ীভাবের কোন বিকল্প নেই।" (রহমতপুরী হুজুর)

২৬) "প্রত্যেক মানুষের একটি গোপনীয় দিক থাকে, জেনে শুনে সেখানে আঘাত করা ঠিক না।" (আই.সি.টি স্যার)

২৭) "চেয়ার কেউ তৈরি করে দেয় না। বরং তৈরি করে নিতে হয়।" (স্মরণখোলার হুজুর)

২৮) "তোমাদের অনেক কিছু আছে তা মূল নয়, তোমার কি আছে তাই মূল।" (আলিফ স্যার)

২৯) "জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তোমরা মনুষ্যত্বকে
জাগ্রত কর, যা তোমাদের স্মরণীয় করে রাখবে।" (নড়াইল স্যার)

৩০) "মনের আবেগ দিয়ে কাব্য লেখা যায়
কিন্তু বাস্তব জীবন বড়ই জটিল।" (গাজী স্যার)

৩১) "কখনো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে চিন্তা করবে না।
তাহলে সকল অবস্থায় সফল হতে পারবে না।" (বোরহান উদ্দীন হুজর)

৩২) "A+" পাওয়া, বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া এবং বড় কোন চাকরী করা। এসবগুলোই সফলতা। তবে সবচেয়ে বড় সফলতা- আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা।" (সাঁথিয়ার হুজুর)

৩৩) "যে নদীর যোগাযোগ সাগরের সাথে থাকে, তা কোনদিন নিঃশেষ হয় না। অনুরূপভাবে যে ছাত্রের সম্পর্ক ওস্তাদ ও সিলসিলার মুরুব্বীদের সাথে থাকে, কোন ধাক্কাই তাকে আদর্শচ্যুত করতে পারে না।" (মুন্সীগঞ্জী হুজুর)

পরশ পাথর

মুহা. আব্দুল্লাহ

প্রিন্সিপাল হুজুর

১. একদিনও যেন জ্ঞান অর্জন ব্যতিত অতিবাহিত না হয়।
২. যখন তুমি শিক্ষা গ্রহণ করবা তখন শিক্ষা দেয়ার নিয়ত করবা।

বাকেরগঞ্জের হুজুর

ছাত্রের পড়া লেখা ব্যতিত অন্য কোন কাজ আছে বলে আমার মনে হয় না।

তুষপুরের হুজুর

ভয়ে মরে কাপুরষ, লড়ে যায় বীর।

কাঠালিয়ার হুজুর

বিজ্ঞান যতই প্রকাশ হয়, কুরআন বুঝা ততই সহজ হয়।

ফরিদগঞ্জের হুজুর

সফলতার একমাত্র চাবিকাঠি সময় নষ্ট না করা।

চাঁদপুরের হুজুর

কল্যাণ পেতে চাও অথচ চলা না কল্যাণের পথে জেনে রেখো কিস্তি চলেনা শুকনা পথে।

জামাতে আলিমের পথচলা

মুহা. ফয়জুল করিম

Education is the backbone of nation একটি জাতির জন্য শিক্ষা মেরুদণ্ডের ন্যায় কাজ করে। বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার মাঝে ইসলামী শিক্ষা অন্যতম। ইসলামী শিক্ষা ছাড়া ইসলামকে সঠিকভাবে জানা ও উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

শিক্ষার অন্যতম একটি স্তর হলো আলিম তথা উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। আলিম ক্লাস হলো আত্মবিশ্বাস আর স্বনির্ভরতা অর্জনের একটি স্তর। লেখাপড়ার জগতে স্বাধীনভাবে বিচরণের সুযোগ তখনোই আসে যখন একজন ছাত্র একাদশ শ্রেণীতে পদার্পন করে। এটাই ছাত্র জীবনের সংগ্রামী বছর। বিজ্ঞ মনীষী বলেন, "একাদশ শ্রেণী কর জয়, জীবনে থাকবে না কোন ভয়।"

একাদশ শ্রেণীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেই অত্র মাদরাসার কাণ্ডারি হযরত মাওলানা আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক (মা.জি.আ.) দারুননাজাত মাদরাসায় একাদশ শ্রেণী তথা আলিম জামাত খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সময় এই মাদরাসার নিয়মিত ছাত্র ছিল আবু সায়েম মুহতারাম বাউফলির হুজুর। মূলত ১৯৯৩-৯৪ সেশনে একাদশ শ্রেণী খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু সেই সময় একাদশ শ্রেণীর কার্যক্রম চালু করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। তবুও অনেক আশা নিয়ে মুহতারাম অধ্যক্ষ মহোদয় একাদশ শ্রেণীর কার্যক্রম চালুর জন্য রেজুলেশনসহ কাগজপত্র বোর্ডে জমা দেয়। সেই সময় মাদরাসা বোর্ডের ইন্সপেক্টর ছিলেন জনাব সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। তিনি তখন আমাদের মাদরাসা ভিজিট করতে আসে। জনাব সৈয়দ মাহবুবুর রহমান ভিজিট করার পরও আমাদের মাদরাসায় একাদশ শ্রেণি চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

১৯৯২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ছিলেন জনাব শহিদুল আলম। তিনি এক সময় ভূমি মন্ত্রণালয়েও ছিলেন। তখন জনাব শহিদুল আলম সাহেবের P.A. ছিল জনাব খলিলুর রহমান। তিনি ছিলেন আমাদের মাদরাসার একজন সদস্য। তার মাধ্যমে আমাদের প্রিয় অধ্যক্ষ মহোদয় শহিদুল হক সাহবের সাথে সাক্ষাৎ করে। তিনি শহিদুল আলম সাহেবের মাধ্যমে বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে আমাদের মাদরাসায় একাদশ শ্রেণীর কার্যক্রম চালু করার জন্য আবেদন জানায়। চেয়ারম্যান সাহেব তার এই দাবীর যৌক্তিকতাকে মূল্যবান মনে করে আমাদের মাদরাসায় একাদশ শ্রেণির কার্যক্রম চালু করার অনুমতি দেয়। সেই অনুমতিপত্রে উল্লেখিত বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের পরিদর্শক সৈয়দ মাহবুবুর রহমানের স্বাক্ষরিত স্মারক নম্বরটি হচ্ছে, রিক ২২৯৪/৫। এক কথায় ১৯৯৩-৯৪ সেশনের দাখিল ক্লাসের নিয়মিত ছাত্র দিয়েই একাদশ শ্রেণির কার্যক্রম চালু হয়।

আমাদের মাদরাসায় একাদশ শ্রেণীর কার্যক্রম চালু করার ক্ষেত্রে জনাব শহীদুল আলম সাহেবের ভূমিকা স্মরণযোগ্য। এছাড়াও আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমার প্রিয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের পিতা মাতার দোয়াও তার গভীর রাতে চোখের পানির কারণেই এত বড় কঠিন কাজ সম্ভব হয়।

বর্তমানে আমাদের মাদরাসায় একাদশ শ্রেণি তথা আলিম জামাতে নুরুল আনওয়ার, শহরে বেকায়া, বালাগাত ও মানতিক, কুরআন ও হাদিস এই সব কিতাবগুলোর মূল কিতাব তথা আরবীতে পড়ানো হয়।

ইসলামকে বুঝতে এবং শিক্ষাকে সম্প্রসারণ করতে বিজ্ঞান শিক্ষা অপরিহার্য। তাই আমাদের মাদরাসায় সাধারণ বিভাগের পাশাপাশি রয়েছে বিজ্ঞান বিভাগ। দেশের প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মতে আমাদের মাদরাসার ছাত্ররা বিজ্ঞান চর্চা করে যাচ্ছে।

ফলশ্রুতিতে আমাদের মাদরাসায় একাদশ তথা আলিম শ্রেণী থেকে পাস করে অনেক ছাত্ররা মেডিকেল, প্রোকৌশল, টেকনোলজিসহ দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

তাছাড়াও অনেক ছাত্র বিদেশে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিসহ বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আরো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এখানে দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষারও সমাহার।

জীবনকে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে ফলাফলেরও অনেক গুরুত্ব রয়েছে। তাই আমাদের মাদরাসার উস্তাদগণ পরীক্ষার ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সেই সুবাধে আমাদের মাদরাসার ছাত্ররা কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় সর্বদা ফলাফলের দিক দিয়ে শীর্ষ স্থান অধিকার করে থাকে।

বর্তমানে আমাদের মাদরাসা একাদশ শ্রেণীতে প্রায় পাঁচ শতাধিক এর অধিক ছাত্র অধ্যয়নরত রয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত সিলেবাসহ আরবী ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে আরবীতে ৩০০ নম্বর (নাহ-ছরফ-আদব) এবং ইংরেজীতে ২০০ নম্বর (ইংরেজী ১ম ও ২য়পত্র পড়ানো হয়।

শিক্ষিত মায়েরাই পারে আদর্শ জাতি উপহার দিতে। তাই ছাত্রীদেরকে ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে আমাদের মাদরাসায় একাদশ তথা আলিম শ্রেণীতেও মহিলা শাখা রয়েছে। যা বর্তমানে স্বতন্ত্র ক্যাম্পাসে পূর্ণ পর্দার সাথে সম্পূর্ণ মহিলা শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত।

Connect With us :

Group page : DSKM Alim Batch 2016

Like Page : DSKM Alim Batch 2016

এই স্মারকটি সরাসরি অনলাইনে পেতে ভিজিট করুন :

www.Amaderpage.com

স্বপ্নময় জীবন গঠনে দারুননাজাত

এ.এম. নূর উদ্দীন হোসাইন

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী বলেছিলেন- কোন জাতিকে উন্নতি করতে হলে আগে চাই আত্মপলব্ধি। সমাজের প্রত্যন্ত একটি ছাত্রকে যদি তার জীবন গড়ার স্বপ্ন কিংবা তাকে দিক নির্দেশনা দিয়ে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখানো যায় এটাই হবে জাতি গড়ার প্রধান কর্ম। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত একটি চ্যালেঞ্জ।

জীবনের বেশ কিছু সময় কাটিয়েছি এই স্মৃতি বিজড়িত প্রতিষ্ঠানে। অন্তিম সময়ে নিজের শূণ্যতা অনুভব করি। তবে এই পুষ্পকানন থেকে পাওয়া কিছু অমূল্য রত্ন সফলতা ও ব্যর্থতার কিছু কথা বলতে চাই।

জীবনে সফলতার জন্য তিনটি জিনিস দরকার- আকাঙ্ক্ষা (Aspiration), নির্দেশনা (Direction) এবং শৃঙ্খলা (Discipline)। এগুলো পর্যায়ক্রমে সফলতার সোপান। আকাঙ্ক্ষা বা Aspiration বলতে বুঝিয়েছি জীবনের সফল কিংবা বড় হওয়ার দৃঢ় ইচ্ছাকে। এটি সফলতার চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকলে পথের নিশানা সহজ হয়। জীবনের প্রত্যেকটি কাজেই ব্যক্তির স্বতন্ত্র ইচ্ছা না থাকলে কখনই সেই কাজ সিদ্ধ হয় না। বড় হওয়া নিজের ইচ্ছারই সফলতা। এজন্য বলা হয়- বড় হওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছাই মানুষকে বড় করে তোলে।

ইচ্ছার ক্রটি কিংবা দৃঢ় ইচ্ছাকে প্রাধান্য না দেওয়া এটি সফলতার প্রধান প্রতিবন্ধক। বড় হওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা না থাকলে সেই সফলতা কামনা কল্পনা প্রসূত। বড় হওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছাকে প্রাধান্য না দিলে সফলতার নাচক করে দিয়ে জনৈক ইংরেজ কবি বলেছিলেন-

যদি মনে কর পরাজিত তুমি
তাহলেই তুমি পরাজিত।
যদি মনে কর তোমার সাহসে কুলা বেনা
তাহলে তুমি প্রতিহত।
জিততে চাও; অথচ ভাবছ পারবে না,
তাহলে কিছুতেই পারবেনা তুমি
যদি ভাব হেরে যাবে তুমি,
তাহলে হেরেই যাবে তুমি!
পৃথিবীতে সফল সেই হয়

প্রবল মনে চায়।
জীবন যুদ্ধে জিতে যাক সেই
যে আমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী, দ্রুতগামী
সেই জিতে যে বলে-
ভয় করি নাকো পারবই আমি।

বড় হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় এই প্রিয় কানন থেকেই পাই। এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই বড় হওয়ার স্বপ্নের প্রেরণা। প্রিন্সিপাল হুজুরের প্রত্যেকটি বক্তব্যই আমাদের স্বপ্নকে জাগিয়ে দেন। স্বপ্ন দেখান। এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আগত অতিথিদের কথাই যথেষ্ট। প্রিন্সিপাল হুজুর এ কাননের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেশ বরণ্যে আলেম ও বড় বড় স্থান দখল করা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গদের আমাদের সম্মুখে আনেন। কিছু দিন আগে আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ভিসি আসলেন। প্রিন্সিপাল হুজুর বলেছিলেন- ভিসি সাহেবকে আনা এই জন্যই যেন ছাত্রদের মাথায় ভিসি ঢোকে। ভিসি হওয়ার স্বপ্ন দেখে। প্রিন্সিপাল হুজুরের এই কর্ম অনুধাবন করলে বুঝা যায়- আমরাও যেন এই রকম দেশ বরণ্যে ব্যক্তিবর্গের মত হতে পারি। সেই জন্যই তাদের দেখিয়ে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখান।

নির্দেশনা বা Direction এটি প্রথমটি অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক, স্বপ্নকে সফলতায় রূপান্তর করতে হলে কোন ব্যক্তি, সমাজ কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে পরামর্শ, নির্দেশনা কিংবা কোন পরামর্শ দেয়ার মত যোগ্য ব্যক্তিবর্গের নিকট নিজেকে সোপর্য করতে হবে। আমার কোন ব্যক্তির, সমাজের কিংবা কোন রাষ্ট্রের সফলতার পিছনে তাকালে দেখতে পাব একজন না একজন কোন নির্দেশক কিংবা কর্ণধার ছিল।

অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা আমাদের এই কাননের প্রিয় উস্তাদ এবং শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল হুজুরের অনুপ্রেরণাই যথেষ্ট হবে। আমাদের প্রিন্সিপাল হুজুর আমাদের সময় যোগ্য এবং বড় স্বপ্ন পূরণের জন্য দিক নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। জীবনে আদর্শ ধরে রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন।

তিনি আমদের আলিম প্রথম বর্ষের অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে উপদেশমূলক কিছু কথা বলেছেন যা আমার হৃদয়ে এখনও জেগে উঠে। তিনি সেসময় দিক নির্দেশনা হিসেবে বলেছিলেন- পরিপূর্ণ মানুষ হতে পবিত্র হৃদয়, সৃজনশীল প্রতিভা এবং সুস্থ শরীরের আবশ্যকতা দরকার। তাছাড়া তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতির ভয়াবহতাও বর্ণনা

করেছেন। এরকম প্রত্যেকটি বক্তব্যই ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হুজুরের কিছু অনুপ্রেরণামূলক দিক নির্দেশনা থাকেই।
আমরা সফলতার তৃতীয় সোপান হিসেবে শৃঙ্খলা বা Discipline কে প্রাধান্য দিয়েছি। শৃঙ্খলাবোধই স্বাধীনতার আনন্দ দেয়। শৃঙ্খলা মূলত ভালবাসার কাজ। শৃঙ্খলার মাধ্যমে কর্মোদ্দিমকে সংহত করে নির্দিষ্ট আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছায়। শৃঙ্খলাহীন ব্যক্তি একসাথে অনেক কিছু করতে চায়। যা কখনই সম্ভব নয়। শৃঙ্খলা ব্যতিত ধারাবাহিক সফলতা অর্জন করা যায় না।

আমি বলব দারুননাজাতের অপর নাম শৃঙ্খলা। এটা আমার ভুল হবেনা। আমার এই ধারণার সাথে অনেকে দ্বিমত পোষণ করতে পারে। হয়ত তিনি একদিনই এখানে এসেছে। ঐদিনই একটু বিশৃঙ্খল ছাত্রকে দেখে এই মত নিতে চাইবেন না। আমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা।

এ মাদরাসার প্রত্যেকটি কাজ ভোর হতে রাতে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেকটি আবাসিক ছাত্ররা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে। বাংলার এমন কোন District নেই যে দারুননাজাততে চিনেনা। তারা সবাই মনে করেন এ মাদরাসা একটি Model একটি আদর্শ একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ আবাসিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এর বাস্তবতা যে আরো সত্যায়িত রয়েছে তা এ প্রতিষ্ঠানের কয়েকদিন না থাকলে বুঝবেনা।

আমাদের জীবনে শৃঙ্খলা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝানো যাবে না। আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পড়েছি যেখানে শৃঙ্খলিত জীবন আদর্শিক জীবন গড়ার সবচেয়ে সুসংহত প্রতিষ্ঠান। উদাহরণ স্বরূপ আমি এ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কার্যক্রমের উদ্ধৃতি দিব। এ প্রতিষ্ঠান যে কতটা শৃঙ্খলিত তা বার্ষিক কার্যক্রম কিংবা এটি ছাত্রদের হাতে নির্দিষ্ট সময় বছরের শুরুতেই দেয়ার কথাই যথেষ্ট হবে। শৃঙ্খলার দৃষ্টি এ প্রতিষ্ঠানকে মডেল ধরতে পারি।

অতএব বলা যায়- বেশির ভাগ মানুষ অকৃতকার্য হয় তাদের বুদ্ধিহীনতার জন্য নয় বরং আকাঙ্খা (Aspiration), নির্দেশনা (Direction) এবং শৃঙ্খলার (Discipline) অভাবে।

জীবনে আমরা এ তিনটিকে যে যতটুকু প্রাধান্য দিব তার সফলতা তত শিখরে। কোন সফল ব্যক্তি ব্যতিত কোন জাতি কাউকে স্মরণ করেননা। সফলতা মানে পরীক্ষা A+

পাওয়া নয়। জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার নাম সফলতা। সাফল্যের অর্থ ব্যর্থতার অনুপস্থিতি নয়- এর অর্থ ব্যর্থতার পাহাড় ডিঙিয়ে চূড়ান্ত লক্ষ্যে সিদ্ধি।
আমাদের মনে এরপরও কিছু হতাশা কাজ করে। যার কারণ অনেক। আমরা ভাল ছাত্র না। আমাদের সমাজের অস্তিত্ব? ভাল যোগ্যতাও নেই। আধুনিক শিক্ষায় আমরা অনেক পিছিয়ে। জীবনে সফল হওয়ার অনেক সুযোগ সময় আছে। আমাদের জীবনের বড় একটি অধ্যায়ের অন্তিম সময় আছে। আমাদের হতাশার এখন কোন কারণ নেই। আমরা যদি এখন হতাশাগ্রস্থ হই তাহলে ভবিষ্যৎ ব্যর্থতার স্বপ্ন দেখব। আমাদের মনে রাখা উচিত- পথ পথিকের সৃষ্টি করেনা পথিকই পথের সৃষ্টি করে"।

আমাদের মধ্যে হীনমন্যতার কারণ হিসেবে আরো একটি ধরতে পারি যে আমরা মাদরাসার ছাত্র। কী-ই-বা হব!! সমাজে আমাদের স্থান?? এর সমাধান হিসেবে আমি আমাদের প্রাণপ্রিয় শ্রদ্ধাভাজন প্রিন্সিপাল হুজুরের একটি উদ্ধৃতি দিব।

গত ১১/০৯/২০১৪ আলিম প্রথম বর্ষের "সামাজিক রীতিনীতি" শীর্ষক সাধারণ জ্ঞান ঘণ্টায় আলোচনার এক পর্যায়ে হুজুর বলেন- স্বাভাবিকভাবে তিনটি কারণে মাদরাসার ছাত্রদেরকে সমাজে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে-

* ইসলাম বিদ্বেষ
* যোগ্যতা
* আচরণ দক্ষতা

হুজুর মাদরাসার ছাত্রদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম কারণ হিসেবে ইসলাম বিদ্বেষতাকে মনে করেছেন। লোকটি যদি ইসলাম, মুসলমান, মসজিদ, মাদরাসাকে অপছন্দ করে তাহলে সে স্বাভাবিকভাবেই মাদরাসার ছাত্রদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখবেনা। তথা নাস্তিকও হতে পারে। এটি একটি কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হিসেবে যোগ্যতা। যোগ্যতা এমন একটি গুণ যার মাধ্যমে ব্যক্তির মান পরিধি করা যায়। হুজুর মাদরাসার ছাত্রদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা তাদের দুর্বলতাকে দায়ী করেছেন। অর্থাৎ মাদরাসার ছাত্ররা আধুনিক শিক্ষায় দুর্বল, সমাজে তাদের অবস্থা, শিক্ষাগত অযোগ্যতার ফলেই হত তাদের সমাজের এই স্থান। তবে এটি আমাদের ছাত্ররা পাল্টে দিয়েছে। আমাদের ছাত্ররা এখন দ্বিমুখি পড়াশুনা করে। সমাজে তাদের একটি স্থান তৈরি হয়েছে।

সর্বশেষ হুজুর মাদরাসার ছাত্রদের আচরণ দক্ষতাকে দায়ী করে বলেন- সমাজে কিছু মাদরাসার ছাত্ররা বিশৃঙ্খল আচরণ করে। তারা যথার্থ আচরণ করতে পারে না ফলে

পুরো মাদরাসার ছাত্রদের দায়ী করে থাকে। কারণ সমাজে এমন কিছু দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ আছে যারা মনে করে মাদরাসার ছাত্ররা কোন দোষ করতে পারে না। তারা কোন ত্রুটি করলে তা মার্জনীয় নয়। এই আচরণ দক্ষতাও এটি একটি কারণ হতে পারে।

হুজুরের এই সুদক্ষ তীক্ষ্ম গবেষণা ধারা অনুধাবন করলে আমাদের হতাশা কিছুটা কাটার কথা। কেননা আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পড়ি যার শিক্ষাদাতারা আদর্শিক তারা ছাত্রদেরকে আদর্শ শিখায়। আদর্শ ছাত্র তৈরি করে। তারা স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করে।

আমাদের এখনই সময় জেগে উঠার। আমাদের একটা বড় অবস্থান তৈরি করা দরকার সমাজে। আমরা যদি এখন হতাশাবাদী হই- আমরা যদি এখন আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারের গভীর রাত মাপি, আমরা যদি বিছানায় বেশির ভাগ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে বিছানায় ঘুমানো বন্ধ করে দেই, আমরা যদি হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার ভয়ে সুস্থতার উপভোগ না করি, আমরা যদি কঠোর শ্রম ব্যতিত সাফল্য লাভ করা যায় না জেনেও বিশ্বাস করি "কোনও ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়"- তাহলে এটা হবে আমাদের স্বপ্নের আমাদের ভবিষ্যৎ সফলতার অন্তরায়।

আমাদের পরস্পর বিনিময়ের সময় হাসি দিয়ে, এই বিশ্বাসটুকু জন্মানো দরকর যে আমাদের প্রত্যেকরই কিছু না কিছু শক্তি প্রতিভা আছে। আমরা সকলেই আশীর্বাদী হওয়া দরকার। আমরা নিজেদের নিজেরা উন্নতি করার জন্য এতটুকু সময় ক্ষয় করা দরকার যেন অপরের সমালোচনা করার মত সময় অবশিষ্ট না থাকে। অনেকে অনেক কিছু বলবে। টিটকারী করবে। আবার অনেকে ভাল পরামর্শ দিবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে "অনেকে পথ দেখাবে, অনেকে সাহায্য করবে, কিন্তু আমার পথে আমাকেই হাটতে হবে"।

"বিদায় সাগরে দিয়েছি সাঁতার
তুমি আমায় করিও পার"

নাজাত কাননে অর্ধ যুগ পেরিয়ে

মুহা. আব্দুল কাইয়ুম (আনিস)

২০০৯ সাল, আমার বয়স তখন প্রায় ১৩ বছর। আমার পরিবার থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হল আমাকে ছারছীনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি করানো হবে। আর আমার মনের ইচ্ছা যে আমি দেশের স্বনামধন্য একটি ভাল মাদরাসায় লেখা-পড়া করে ভাল একজন হক্কানি আলেম হব। সেই অনুযায়ী আমি বাড়িতে নাহু-ছরফ শিখতে শুরু করলাম।

হঠাৎ একদিন আমার মা মনে করলেন যে, মাদরাসা অনেক দূরে। যদি কাছে কোন মাদরাসা পেতাম তাহলে ভাল হত। যেহেতু আমার বাবা অনেক আগেই আমাদের ছেড়ে এই দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে মহান আল্লাহর ডাকে সারা দিয়েছেন। তাই আমার এক আত্মীয়ের সাথে পরামর্শের জন্য গেলাম। পরে তিনি বলেন যে, ঢাকায় সুন্দর একটি মাদরাসা আছে। সেখানে যেমনি লেখা-পড়া ভাল হয় তেমনি আমল-আখলাকের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

এটা শুনে আমি মাদরাসার নাম জানার জন্য খুব উৎসুক হলাম। তিনি বলেন, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা। তিনি আরও উৎসাহ দিয়ে বলেন, এখানে গেলে তুমি ভাল যোগ্য আলেম হতে পারবে। আমি সাহস পেলাম।

অবশেষে ৩০ শে ডিসেম্বর ২০০৯ সাল বিকাল প্রায় ৫.০০ টার দিকে গলাকাটা ব্রিজে এসে নামলাম। সেখানে এসে বড় বড় অক্ষরে মাদরাসার সুন্দর নামটা দেখে আমার অনেক ভাল লাগল। আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলাম মাদরাসার দিকে। মাদরাসার গেটের সামনে আসতেই বিশাল ভবন ও ক্যাম্পাস দেখে আরও ভাল লাগল।

এরপর এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ভাই বেরলভী হলটা কোন দিকে? তিনি বললেন একাডেমিক ভবন এর পিছনে। সেখানে গিয়ে ১৩ নং রুমে মামার এক বন্ধু ছিল সেখানে ব্যাগ রাখলাম। তারপর মাদরাসার অফিসে এসে ভর্তি ফরম তুললাম, অফিসে ঢুকে প্রথম দেখলাম হাজীগঞ্জের হুজুর চেয়ারে বসে আছেন।

কিছুক্ষণ পর মাগরিব এর আযান দিলে নামায আদায় করতে মসজিদে গেলাম। অনেক সুন্দর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে নামায শেষ হল পরে একজন ছাত্রের মাধ্যমে

জানতে পারলাম পাবনার হুজুর নামাজের ইমামতি করেছেন। তারপর মাদরাসা ঘুরে দেখতে লাগলাম।

রাতে ঘুমানোর আগে পিরোজপুরি হুজুরের সাথে কথা বললাম। অনেক ভাল লাগল। পরদিন ভর্তি পরীক্ষা মনে মনে ভয় পাচ্ছিলাম। ১০ টার সময় পরীক্ষা শুরু হলে আমি রুমে গেলাম। সেখানে গার্ডে ছিলেন বিপিএড স্যার, মাদারীপুরী হুজুর। কোন রকম পরীক্ষা দিলাম। পরে মাদারীপুরী হুজুর ভাইভা নেয়ার জন্য ডাকলেন ভাইভা শেষে আমাকে ভর্তি হবার জন্য অনুমতি পত্র দিলেন। সেদিন ভর্তি হলাম ৭ম শ্রেণীতে। আমার সিট দেয়া হল ৭নং হলে। সেখানে হল সুপার ছিলেন কাঠালিয়ার হুজুর।

পরের দিন প্রথম ক্লাস বাবার জন্য আমি আসলাম মসজিদে সবক অনুষ্ঠান হবে তাই মসজিদে গিয়ে বসলাম। সেখানে প্রিন্সিপাল হুজুরের আলোচনা শুনে আমি অবাক হলাম। হুজুর বলেছিলেন তোমরা অনেকে নতুন। তোমরা সবাই ভালভাবে লেখাপড়া করবে এবং তোমাদের লক্ষে পৌঁছাবে।

তারপর ক্লাসে গিয়ে বসলাম। ভোলার হুজুর আসলেন, হাজিরা নিয়ে তিনি কার্যক্রম দিলেন এবং সেটা পড়তে বলেন এভাবেই চলতে লাগল।
আসাতাযায়ে কেরামগণের পড়ানো, বিচার করা, আদব আমল শিক্ষা দেয়া, ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি উৎসাহিত করা ইত্যাদি।

ওস্তাদদের যেসকল গুণ আমাকে আকৃষ্ট করে, আমার মনকে আকৃষ্ট করে :

* প্রিন্সিপাল হুজুরের অভিভাবকের ন্যায় ছাত্রদের সাথে কথা বলা, মিষ্টি ভাষায় ছাত্রদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করা, প্রতি সময় ছাত্রদের ও মাদরাসার সবার জন্য চোখের পানি বিসর্জন দেয়া সত্যিই বিরল।
* ভাইস প্রিন্সিপাল হুজুরের নরমভাবে ছাত্রদের খবর নেয়া। মসজিদে যোহরের সময় বসিয়ে মাদরাসার নিয়ম শিক্ষা দেয়া।
* হুজীগঞ্জের হুজুরে আমল, আওয়াবিনের নামায, পাগরি বাধা ও সাংগঠনিক কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান।
* কাঠালিয়ার হুজুরের কথায় কথায় ইনশাআল্লাহ বলা, পড়ার ফাঁকে ফাঁকে গল্প বলে মনোযোগ আকৃষ্ট করা।
* পাবনার হুজুরে আরবী পড়ানো আসলেই অনেক মজার। হুজুর যখন ক্লাসে প্রবেশ করেন সকলেই নিশ্চুপ হয়ে যায়। মসজিদে বসিয়ে আমল আখলাক ও মাদরাসার কোন জিনিস অপচয় না করতে বলা।

* মাদারীপুরী হুজুরের গাম্ভির্যপূর্ণ চলাফেরা, হক পথে চলার প্রতি আহ্বান।
* গোলালগ্রাম হুজুরের হাসিমুখে ছাত্রদের সাথে বাক্যালাপ করা।
* MSC স্যার এর বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করা
* ইংরেজি স্যার এর মুখের মাঝে মাঝে হিন্দি কথা শুনা, দেশের জন্য কাজ করার প্রেরণা।
* মাগুরা হুজুরের তাকওয়া, আমল-আখলাক এর প্রতি গুরুত্ব দেয়া। কাছে ডেকে ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করা।
* টুমচুরী হুজুরের হাসিমাখা মুখে হাদিস পড়ানো। নানা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা। ভাল আলেম হতে বলা।
* পিরোজপুরী হুজুরের মুখে বাবাজি ডাকের মাধুর্যতা। এক শব্দের অনেক সমর্থক শব্দ বলা। হুজুর যে কথা সব সময় বলতেন, "বাবাজি কি করি, কি বলি, শুনবা, দেখবা, কিন্তু বলবা না, বাবাজি কিছু বলতে হলে দাঁড়িয়ে যাবে।
* প্রধান মুহাদ্দিস হুজুরের নিয়তের হাদিস তিন দিন পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে পড়ানো।
* বাংলা স্যার সব সময় বলতেন ক্ষমা করা মহৎ গুণ। তিনি সব সময় বলতেন শিক্ষকদের একটা মহৎ গুণ থাকা প্রয়োজন যা আমি মেনে চলার চেষ্টা করি তাহলো মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয় তাই ছাত্ররা ভুল করতেই পারে শিক্ষকদের উচিত তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা।
* বিপিএড স্যার এর স্কাউট চর্চা।
* রাজাপুরী হুজুরের এক শব্দ বারবার উচ্চারণ করে পড়ানো।
* বাউফলি হুজুরে বাবা ডাক।
* গাজী স্যারের কাল্পনিক গল্প বলা, বাস্তবরূপে কৃষি শিক্ষা পড়ানো।
* শরণখোলা হুজুরের হেলে দুলে চলা ও হাসি দিয়ে কথা বলা।
* কুয়াকাটা হুজুরে দ্রুতগতিতে মেশকাত পড়ানো।
* ঝিনাইদহ হুজুরের আমল-আখলাক এর প্রতি গুরুত্ব প্রদান।
* ফরিদগঞ্জী হুজুরের নাহু-ছরফ শিক্ষা করা। বেশি বই কেনা।
  আসলে উস্তাদগণের এই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ আর আমল শিক্ষা দেয়া, লেখাপড়া করানো কখনও ভোলার মত নয়।
* নাজাত কানন এর বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান রেনেসাঁ। যেদিন রেনেসাঁ হত সেদিন ছাত্রদের মনে এত পরিমাণ আনন্দ ভীড় জমাত যা অন্য সময় হতনা।

দারুননাজাত এর শিক্ষাসফর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যান্য বছর যাওয়া সম্ভব হয়নি আমার। কিন্তু এ বছর গিয়েছিলাম শিক্ষাসফরে। এই সফর থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারি। বিশেষ করে।

০১) শৃঙ্খল হয়ে চলা
০২) আচার-আচরণ শেখা
০৩) আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা
০৪) সব জায়গায় নিজেকে মানিয়ে নেয়া
০৫) আল্লাহর নিদর্শন দেখা
০৬) সফর অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত ভালভাবে করা

এবার প্রিন্সিপাল হুজুর বলেন- তোমরা বড় ছাত্ররা সবসময় শিক্ষাসফরে যাওয়ার চেষ্টা করবে। প্রতি মাসে কিছু কিছু টাকা জমিয়ে রাখবে যা দ্বারা তুমি শিক্ষাসফরে যেতে পার।

আর একটি বিশেষ অনুভূতি হল মেশকাত শরীফ খতম করা। মাদরাসার বুখারী, তিরমিজি, জালালাইন, হোদায়া খতম করানো পাশাপাশি আলিম জামাতে মেশকাত খতম করানো হয়।

মেশকাত খতম যখন শুরু হয়েছিল তখন অনেক ছাত্র ছিল কিন্তু যখন তা শেষের দিকে আসে তখন ছাত্র আস্তে আস্তে কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ছাত্র মাত্র ৩০-৪০ জন মিলে মেশকাত খতম করতে সমর্থ হয়েছি।

আসলে আমি ভাবতেই পারিনি যে আলিম জামাতে এত বড় একটা হাদিসের কিতাব খতম করা হবে। যা শুধু নাজাত কাননেই সম্ভব। মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই যে আমি এই খতমে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি।

আসলে এই নাজাত কানন একটি মানুষ তৈরি করার কারখানার মত। ছারছীনা দরবার এর আদর্শে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান যে আদব, আমল, শিক্ষা দেয় তা একজন মানুষের ইহকাল ও পরকাল এ নাজাত পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমি যে চিরদিন এই আদর্শের উপর অটল থাকতে পারি। আর দোয়া করি মহন আল্লাহ তায়ালার দরবারে তিনি যেন এই প্রতিষ্ঠানকে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে এই সুন্নতের উপর অটল থাকে। আমীন।

স্মৃতির পাতায় নাজাত কানন

সুলতান নাছির উদ্দিন

গুণীজনের কাছে শুনেছি, মানুষ তার লেখার মাঝে বেঁচে থাকে। এ রকম একটা চিন্তা মনের দর্পণে উঁকি দিচ্ছিল। তাই লিখতে ইচ্ছে করছিল নাজাতকে নিয়ে। নাজাতকে মনের মাধুরী দিয়ে স্মরণ করব বলে। আমার খুব একটা লেখার যোগ্যতা ও অভ্যাস কোনটাই নেই। তারপরও মনের কথাগুলো যখন স্মৃতির দর্পণে ভেসে উঠে, তখন আর আবেগ ধরে রাখতে পারি না। কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে শুরু করলাম।

স্মৃতির পাতায় যে দিনটি আবছাভাবে উঁকি দেয় তাহলো বৃহস্পতিবার। ২০১৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি সকাল ১১ টায় ক্লান্ত দুপুরে আমার শ্রদ্ধেয় জনক এবং গৃহ শিক্ষক "আব্দুল আলিম" হুজুর সহ প্রিন্সিপাল হুজুরের সাথে আমার ভর্তির বিষয় নিয়ে কথা বলতে আসছি, আর হৃদয়ে আঙ্গিনায় কল্পনা করছি কেমন হবে এ অজানা অচেনা প্রতিষ্ঠানটি। মাদরাসায় প্রবেশ করার সাথে সাথে মনে হচ্ছিল আমি একটি জান্নাতের বাগানের দ্বার প্রান্তরে। সব মিলিয়ে স্বপ্নিল সাজে সজ্জিত এক মনোরম ইলমী পরিবেশ।
প্রথম দৃষ্টিতে প্রিন্সিপাল হুজুরের রুমে। অনুমতির জন্য দাঁড়িয়ে রইলাম। আমরা তিনজন অনেকক্ষণ অবস্থানের পর প্রিন্সিপাল হুজুর আমাদের জন্য ডাকার লোক পাঠালেন। প্রবেশ করেই আমি ও আলিম হুজুর প্রিন্সিপাল হুজুরের সাথে মুসাফাহ করলাম। আব্দুল আলিম হুজুর ভর্তি বিষয় নিয়ে কথা বলতেই কোন জামাতে প্রশ্ন করলেন। আশের নাম উচ্চারণ করলে তিনি খুব কষ্ট হবে বলে পাঠিয়ে দিলেন আমাদের। কিন্তু আলিম হুজুর আমাদের বাসার গাড়িতে উঠিয়ে তার শিক্ষক শরণখোলা হুজুরকে নিয়ে আমার ব্যাপারে কথা বলেন। প্রিন্সিপাল হুজুরের মন সদয় হয়ে আমার পিতাকে দেখা করতে বললেন। আব্বু আমাকে মাথায় গোলটুপি, গায়ে নেসফে সাফ পাঞ্জাবী, যেন নবী করীম সা. এর নমুনায় সাজিয়ে প্রবেশ করলেন প্রিন্সিপাল হুজুরের কক্ষে। তিনি এক নজরেই বলেন ছেলে তো ভাল তাহলে পূর্বের মাদরাসায় সমস্যা কী? আব্বাজান জবাবে বলেন আমল-আখলাকে ঘাটতি।

প্রিন্সিপাল হুজুরের সুপরামর্শে আশের বিজ্ঞান জামাতে ভর্তি হয়ে সিট পেলাম মূল ভবনের তৃতীয় তলায়। সেখানে দায়িত্বে ছিলেন আমাদর প্রিয় শিক্ষক ঝিনাইদহ হুজুর। আব্বু তাঁর সাথে দেখা করাতে নিয়ে গেলেন আমাকে। তিনি আমাকে দেখে

বললেন শিক্ষকের চেয়ে ছাত্রকে বড় দেখা যায়। ছাত্রাবাসে প্রথম দিন। একটু বিষণ্নতা অনুভূত হচ্ছে। যখন মাগরিবের নামাযে মসজিদে এলাম তখন বিষণ্নতার গ্লানি মুছে অংকুরিত হলো এক স্নিগ্ধ পরম অনুভূতি। আহ! কি সুন্দর লেবাস পাগড়ির কালো আবরণে আবৃত গোলটুপি, গায়ে নেসফে সাফ যাদের দেখলে মনে হয় এক ঝাঁক ফেরেশতার দল। সত্যিই এ দৃশ্য আমাকে আবেগাপ্লুত করেছিল। আওয়াবীন, তাসবীহ-তাহলীল শেষে মুনাজাত। আহ! সুখকর দৃশ্য। কচি-কাঁচা কোমলমতি তালিবুল ইলেমের অশ্রুসিক্ত প্রার্থনা।

পরের দিন মাদরাসায় এলাম। প্রথম ক্লাস, অসংখ্য ছাত্রের পদচারণায় নিজেকে খুব ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল। তবুও খাপ খাইয়ে নিলাম নিজেকে। এর জন্য সবচেয়ে বেশি সাহায্যে করেন আমার প্রিয় ওস্তাদ ঝিনাইদহ হুজুর। তার হৃদয় ছিল খুব স্বচ্ছ, সুন্দর এবং পবিত্র। তিনি আমাদের খুব যত্ন নিতেন। আমরা মোশারী ব্যবহার করিনা দেখে তিনিও মোশারী ব্যবহার করতেন না। হুজুরের মায়াভরা আদর আর বন্ধুসুলভ আচরণ সত্যিই হৃদয়পটে যুগিয়েছিল এক অকৃত্রিম ভালোবাসা। আমরা হলে অবস্থানরত অবস্থায় তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আমাদের একদিন বসিয়ে তিনি বলেন আমার অভিপ্রায় ছিল সুন্নাতে নববীর মত পঁচিশ বছর বয়সে বিবাহ করার। সেটার জন্য ছাত্র বয়সে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতাম। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তা কবুল করলেন।

এভাবে দেখতে না দেখতে পেরিয়ে গেল জীবনের একটি বছর। তুষপুরী হুজুর আমাদের শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। তিনি খুব নরম হৃদয়ের অধিকারী। দাখিল পরীক্ষার দ্বারপ্রান্তে তাওয়াক্কুল এর বিপদে আপদে দুরুদে সাইফিল্লাহ পাঠ করবে। পরীক্ষা আরম্ভের আগে পরীক্ষার্থীর জন্য প্রিন্সিপাল হুজুর সবসময় দোয়ার আয়োজন করেন। তেমনী একটি দিন আমার জীবনে স্মরণীয়। সম্মানিত প্রিন্সিপাল হুজুর অনুষ্ঠানের মধ্যমনী। হুজুর পরীক্ষা সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা মূলক নসীহত পেশ করলেন। তোমরা পরীক্ষার সময় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে, কোন রকম অসৎ উপায় অবলম্বন করতে চেষ্টা করবেনা। দেখবে আল্লাহর রহমতের চাদর তোমাদেরকে আবৃত করে রেখেছে। আর পরীক্ষার পর অবসর সময়কে গনীমত মনে করবে। অনুষ্ঠানের মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাফেজ মাওলানা আব্দুস ছাত্তার মা.জি.আ। তাঁর হৃদয়স্পর্শী মুনাজাত বর্ষিত হচ্ছিল রহমতের বারিধারা।

আলহামদুলিল্লাহ! শান্তভাবে পরীক্ষা শেষ হল। এখন অবসর সময়, ঝিনাইদহ হুজরের সুপরামর্শ অনুযায়ী রাজধানীর কোল ঘেঁসে জামিয়া আবু বকর রা.

মাদরাসায় এক আরবী কোর্সে ভর্তি হলাম। যা আমার জীবনে এক টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে, সশ্রদ্ধ সালাম নিবেদন করছি সে মাদরাসার বড় হুজুর আমাদের প্রিয় আল্লামা বোরহান উদ্দিন রব্বানী দা.বা. সহ সকলকে। আল্লাহ তাদের ইলেমের খেদমতকে যেন আখেরাতের নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করেন।

কোর্স শেষ। কদিন পরই ফলাফল প্রকাশিত হবে। কি এক কৌতুহলী সুর কানাকানি করছে। হৃদয়কাশে প্রজাপতির পাখনা ঝাপটিয়ে প্রশ্নাকুল চোখে জিজ্ঞেস করছে কি বন্ধু! কেমন ফলাফল....? কি এক হতাশার জালে আবদ্ধ আমি। যাই হোক, বাড়ি গিয়েই ফলাফল জানব। কারণ, পরীক্ষার পর আব্বু ও আম্মুর কাছ থেকে দোয়া নেওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। ঠিক করলাম আম্মুর পরম স্নেহে ফলাফল জানব। ফলাফল প্রকাশিত হবে। তখন ঘণ্টার কাটা ঠিক ১.০০ টা পেরিয়ে ২.০০ টার দিকে ধাবমান। ঠিক এমনই মুহূর্তে হতাশাপূর্ণ হৃদয় নাজাত কাননের দ্বার প্রান্তরে। সিরিয়ালের শেষ প্রান্তরে অপ্রত্যাশিত রেজাল্ট পেয়ে আম্মুকে ফোনে জানিয়ে প্রান ভরে দিলাম। ঝিনাইদহ হুজুরকে না পেয়ে ফোনে রেজাল্ট দেওয়া মাত্রই ঐ প্রান্ত থেকে ভেষে আসে সুমধুর কণ্ঠে বলেন আলহামদুলিল্লাহ! আর অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে উত্তর দেন "তোমরা আমার কাছে না থাকার কারণে এদিকে বাসা নিয়ে নিলাম।

প্রিন্সিপাল হুজুরের সম্মুখে মিষ্টি পেশ করার পর বলেন তোমার আম্মু খুশি হয়েছে তো। প্রথম দিন তোমাকে নিয়ে কত আশা নিয়ে এলেও আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। এ থেকে শিক্ষা লাভ করা যায় তিনি কত মহত্ব ও জ্ঞানের অধিকারী।

আলিম জামাতে ভর্তি চলছে। প্রিন্সিপাল হুজুর ও ঝিনাইদহ হুজুরের সুপরামর্শে সাধারণ বিভাগ নিলাম। তিনি বলেন আগে ছিলে ৩য় তলায় এখন যাবে ৫ম তলায়। শ্রদ্ধেয় চাঁদপুরী হুজুর এ হলের দায়িত্বে। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। স্নিগ্ধ মমতাভরা হাস্যোজ্জ্বল বদনে সব সময় তিনি আমাদের তদারকি করতেন। আরবী, ইংরেজী এমনকি সাহিত্যেও তিনি ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। হুজুরের নসীহত সুন্দর প্রবাদ বলতেন যা জীবনের পাথেয় হিসেবে কাজ করবে। হুজুর তার সম্মানিত উস্তাদের পবিত্র মুখ নিঃসৃত তকরীর সম্বলিত পঞ্চাশটিরও বেশি জীবন্ত ডায়েরীর সাথে প্রতিনিয়ত কথা বলেন- আমরা হলে থাকা অবস্থায় ৫ মার্চ রোজ বৃহস্পতিবার হুজুর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

আলিম ১ম বর্ষ শেষ হওয়ার পর ২য় বর্ষের ক্লাস টিচার ছিলেন বাকেরগঞ্জী হুজুর। তিনি ছিলেন একজন আল্লাহর খাস গোলাম। ক্লাসে একদিন বলেন আমি আল্লাহর কাছে অন্য কিছু চাইনি বরং এটাই চেয়েছি ইলেমের মারকাযের একজন গোলাম বা খাদেম। হুজুর ছিলেন একজন অমায়িক চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছাত্রদের উপর আইন-কানুনে কঠোর ছিলেন তেমনি স্নেহের দিক থেকে সবচেয়ে কাছের মানুষ। পুষ্প কাননের স্মৃতিময় শেষ দিন হুজুর আমাদের তার কঠোর নীতির কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি কোন মানুষ অন্যায় করবে সেটা দেখতে পারেন না। এ অভ্যাসটি ছিল ছাত্র জীবন থেকে। আমাদের উদ্দেশ্য করে বলেন কোন ছাত্র আমার আচরণে যদি বেশি কষ্ট পাও তাহলে আমার জন্য বেশি দোয়া করবে। আর যদি দোয়া না কর তাহলে মনে করবো তোমরা আমার উপর এখনো রাগ করে আছ।

চলে যাবার কথা মনে পড়লে হৃদয় বিগলিত হয়ে অশ্রুসিক্ত হয়। কালের পরিক্রমায় ঘনিয়ে এল আমাদের বিদায় লগ্ন, বিদায়ক্ষণে একটি কথা বলতে চাই- হে দারুননাজাত হৃদয়ের পাতায় চিরদিন তোমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষকদের জন্য দুআ করব। আল্লাহ যেন হাশরের ময়দানে জান্নাতের উচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত করেন। আর আমি আমার প্রাণাদিক শিক্ষক ও ছাত্র ভাইদের নিকট দোয়া চাই- আল্লাহ তায়ালা আমাকে যেন এই হক সিলসিলার সাথে মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম রাখেন। আর আমি যেন ইসলামের একজন একনিষ্ঠ গোলাম হতে পারি। আমীন।

স্মৃতির পাতায় থেকে

এ.এম.মুক্তাদিরুল হক

সর্বপ্রথম আমি সেই মহান সত্ত্বার কাছে আমার সমস্ত আবেগ অনুভূতি উজাড় করে দিয়ে শুকরিয়া পেশ করছি, যেই সত্ত্বা আমাকে একটি কুসংস্কার মুক্ত পরিবেশ এবং নেক আমল, সুন্নাতের ধারাবাহিকতাপূর্ণ একটি স্থানে কিছুদিন অবস্থান করে ইলমে নববীর মধু আহরণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীর সবার জন্য এই সুযোগ জোগাড় করে দেন-না। এই নেয়ামত তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আর আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই নিয়ামত এবং সুযোগ দান করেছেন সে জন্য জানাই হাজার শুকরিয়া।

স্মৃতির ডায়েরি যদি কখনও খোলা হয় সেখানে দেখব দারুননাজাত অম্লান হয়ে আছে তার স্মৃতিগুলো নিয়ে। আমার জীবনের সাথে মিশে আছে দারুননাজাত। হৃদয়ের গভীর পাথরে খোদাই করা এক নাম। জীবনের স্মৃতির পাতা থেকে কখনও মুছে যাবে না এই নাম। দুর্গম পথে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

দারুননাজাত ভর্তি হব কোনদিন ভাবিনি হয়ত স্বপ্নও দেখিনি। তবুও না ভাবা না দেখা বিষয়টিই বাস্তব হলো। দারুননাজাতের সুনাম সুখ্যাতি অনেক শুনেছি। পত্রিকার পাতায় নাজাত কাননের ছাত্রদের হাসি দেখেছি। যাই হোক নাজাত কাননে আসলাম। সুউচ্চ একাডেমিক ভবন, বিশাল মসজিদ, বিভিন্ন রুমে গিয়ে কথা বললাম। হুজুরকে দেখই মনে হল ইনি সাধারণ মানুষ নন। তার আচরণে মুদ্ধ না হয়ে পারলাম না। প্রিন্সিপাল হুজুর হাসি মুখে খুব সুন্দর কথা বলেন। এমন মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই পাওয়া যায়। এরপর ভর্তি হলাম দারুননাজাতে।

শুরু হলো জীবনের নতুন দিগন্ত। জীবনে আসতে লাগল মধুময় দিন, যা পূর্বে কখনও আসেনি। সেদিন থেকে নিয়মিত ক্লাস করেছি দারুননাজাতে। আমি সেদিন থেকে আসছি নাজাত কাননে। প্রভাতে সূর্য উদয় হয় আর সন্ধ্যায় অস্ত যায় এভাবে মাত্র কয়েকটি দিন পার হতে না হতে দুটি বছর বিদায় নেয়ার পথে। এত তাড়াতাড়ি সময় কেটে যাবে ভাবতেও পারিনি। দারুননাজাতের সুখময় পরিবেশ

বারবার ঘড়ির কাটার দিকে তাকাতে হয়নি। তাই মনে হয় সময় তাড়াতাড়ি চলে গেছে। দারুননাজাতের ছাত্রদের দেখলে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। নাজাত কাননে অনেক ফুল ফুটতে, শত বাধা-বিপত্তির মাঝেও জীবনে সফলতা আনতে দেখেছি। মধুময় তাদের আচরণ। দারুননাজাতের ছাত্রদের পরিচয়, পোশাক, আমল-আখলাক, চলাফেরায় পাওয় যায় মাধুর্যতা। হাজার হাজার ইলম পিপাষুর মিলনমেলা দেখা যায় দারুননাজাতে। এরাই হবে অনাগত দিনের কর্ণধার। ছাত্রদের সততা, সহমর্মিতা ইলমের জন্য ত্যাগ স্বীকার অবাক করে দেয় আমাকে। আমার দেখা দারুননাজাত একটি ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমি দেখেছি জীবনে পথ চলার সবকিছু শিক্ষা দিত এই প্রতিষ্ঠানে। ছাত্রদের আমল-আখলাকের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা হয়। দেখেছি ছাত্রদেরকে উদার মানসিকতায় গড়ে তুলতে। শিক্ষা সংস্কৃতিতে জ্ঞান বিজ্ঞানে দারুননাজাত। আমি দেখেছি দারুননাজাত জ্ঞানের সমুদ্র। হয়ত আমি সমুদ্র থেকে বেশি কিছু আহরণ করতে পারিনি। সেটা আমার ব্যর্থতা। যারা পেয়েছে তাদের জীবন ধন্য। দারুননাজাতের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে বিরল। নাজাত কাননে আমার জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য স্মৃতি হল খতমে মিশকাত ক্লাসে অংশগ্রহণ করা।

দেখলেই মনে হয় নক্ষত্র বা তার চেয়েও বেশি। হয়ত ভাবছেন কাদের কথা বলছি। আর কারও কথা নয় আমি নাজাত কাননের শিক্ষকগণের কথা বলছি। তাদেরকে আকাশের তারকার সাথে তুলনা করলে ভুল হবে না। নাজাতের শিক্ষকগণ সবাই যেন অন্ধকার রাতে এক একটি নক্ষত্র। প্রাণ প্রিয় শিক্ষকগণ ইলমের ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান বিলানোর জন্য সব সময় আন্তরিক। নাজাতের শিক্ষকদের আন্তরিকতা কলমের ভাষা দিয়ে আমার পক্ষে বোঝানো অসম্ভব।

বিদায় শব্দটা শুনলেই মন প্রাণ আঁতকে ওঠে। কি আছে এ শব্দের মধ্যে? একদিন এসেছি নাজাত কাননে। হয়ত একদিন চলে যেতে হবে, এটাই কি বিদায়? অল্প কিছুদিন পর হতেই বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে। মনে পড়ে যায় দারুননাজাতের মধুময় স্মৃতি। মনে পড়ে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদর জীবনের সফলতা বয়ে আনার বাণী। মনে পড়ে নাজাতের শিক্ষার্থীদের অনেক কথা। এসব স্মৃতি ফেলে যেতে কষ্ট হয়। দারুননাজাত থাকবে আমার জীবনে চির স্মৃতি হয়ে। ভুলবনা কোন দিন। চিরদিন মনে থাকবে নাজাতের কথা।

হে দারুননাজাত তুমিতো জাতি গড়ার এক মহান প্রতিষ্ঠান। তোমার কথা ভুলে যাবার নয়। তুমি আছো হৃদয়ের গভীরে। তোমার নিয়ম-কানুন অনুসারে হয়তো চলতে পারিনি। পথ চলতে হয়ত ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে। তোমার পরশে এসে আমি জীবনকে ধন্য মনে করছি। ভুলে যেও সকল ভুল।

হে আমার প্রিয় শিক্ষকগণ! আপনাদের পায়ের ধূলায় তৃপ্তিময় হয়েছে আমার জীবন। আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার কাছে নেই। আপনারা তুলনাহীন। আপনাদের স্মৃতি চিরকাল থাকবে। আপনারা থাকবেন মনের গহীনে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে। সেই নক্ষত্রের আলোয় আমি দূর্গম দুষ্কর গিরি পারি দেব কখনও পিছিয়ে যাব না। যদি পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে যাই তখন আপনাদের আলোয় আমি নব জাগরণ নিয়ে জেগে উঠব।

হে আমার প্রিয় শিক্ষকগণ! পৌঁছে গেছি আজ বিদায়ের দ্বার প্রান্তে। নাজাত কাননে চলার পথে অনেক অপরাধ করেছি। আপনাদের সব কথা মেনে চলতে পারিনি। আপনারা কষ্ট পেয়েছেন। আজ আমি ক্ষমাপ্রার্থী দয়া করে সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আজ আমি দোয়া প্রার্থী সামনে দুর্গম পথ এই পথ পাড়ি দিয়ে সফলতা আনতে হবে। তাই আপনাদের নিকট আমার দু'আ ভিক্ষা।

হে মহান প্রভু! হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা! তুমি আমাদের চলার পথ সহজ করে দাও। চিরদিন সৎপথে চলার তৌফিক দাও। তুমি আমাদের ক্ষমা কর। তোমার দয়া ব্যতিত আমরা পথ চলতে অক্ষম। সর্বোপরি হে মহান রাব্বুল আলামিন! তোমার প্রিয় রাসূল সা. এর ওসীলায় দারুননাজাত, নাজাতের শিক্ষকদের সহ আমাদেরকে তোমার পথে কবুল করে নাও।

জীবনের পথ চলায়

এস.এম. আমিন

আমার পথ চলায় শুকরিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট। যিনি আমাকে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় একটি দ্বীনি মাদরাসায় অধ্যয়নের সুযোগ করে দিয়েছেন।
আমার পথ চলায় কি লিখবো জানিনা, আমি কোন সাহিত্যিক বা কবি নই। আর আমার খুব একটা লেখার যোগ্যতা ও অভ্যাস কোনটাই নেই। তারপরও আমার পথ চলায় স্মৃতির আয়নায় ভেসে উঠে হৃদয়ে লুকায়িত কথাগুলো। তখন আর বসে থাকতে পারলাম না।

আমার পথ চলায় নাজাত :
২০১১ সালে জে.ডি.সি সমাপ্তের পর নাজাত কাননে আবেগ ভরা হৃদয়ে বড় ভাই আমাকে এবং আমার মেঝো ভাই মুমীনকে নিয়ে অগ্রসর হলেন। দিনটি ছিল ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ সাল। পড়ন্ত বিকেল বেলায় গলাকাটা পুল থেকে হাঁটতে হাঁটতে চোখ পড়লো মাদরাসার বিশাল গেইটের দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখি বরাবর একট ব্যানার। ব্যানারটিতে লেখা ছিল-

এসো নবীন দলে দলে
ছাত্র হিযুবুল্লাহর পতাকা তলে।

লেখাটি পড়ে মনের আশার আবেগে আরো বেড়ে গেল"। এরপর ভাইয়া মাদরাসার অফিসে গিয়ে ফরম নিয়ে তা পূরণ করে ভর্তি করেন। শুরু হল আমার পথ চলা নাজাতের ঠিকানায়।

আমার পথ চলায় প্রিন্সিপাল হুজুরঃ
প্রিন্সিপাল হুজুর এ জগতের কামেল ইনসান। একজন সতিৎকারের মানুষ। হুজুরের কথা-বার্তায়, চলা-ফেরায়, উঠা-বসায় লুকিয়ে আছে এক শক্তি। কি লিখবো, কোন ভাষায় বুঝাবো তা আমার জানা নেই। তারপরও কিছু লিখার ইচ্ছা করেছি, তাই লিখছি- প্রিন্সিপাল হুজুরের নিকট যখন যেতাম তখন বলতেন 'কিছু বলবা'? মাঝে মাঝে দেখা হলে "কেমন আছো?"। সে মুহূর্তে আমার অন্তর কম্পিত হত। নিজেকে পরিবর্তনের অনুভূতি জাগতো। মন্দ কাজ ছেড়ে ভালো কাজে মন বসতো। আর যখন হুজুরের নিকট দোয়ার জন্য বলতাম। হুজুর বলতেন, তোমরা দোয়া কর আল্লাহ যেন আমার দোয়াগুলো কবুল করেন। আমি বিশ্বাস করি, হুজুরের কথাগুলোর প্রতিটি বর্ণ, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্যে লুকিয়ে আছে এক অনুপম আদর্শ। আমার মনের ইচ্ছা হুজরের মতো নিজেকে সাজানো। আল্লাহ কবুল করেন। (আমীন)

আমার পথ চলায় ঝিনাইদহ হুজুর :

ঝিনাইদহ হুজুর হচ্ছেন একজন আদর্শ শিক্ষক। ছাত্রদেরকে পাঠদানের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ছিল তাঁর পাঠদান। ক্লাসে এমন কোন ছাত্র নেই যে তার পাঠদান বুঝতেন না। তার দরসের ধরণ, কথার নিপুন গাঁথুনি কণ্ঠের মধুরতা সকল ছাত্রের হৃদয় কাড়ে। হুজরের খেদমতে দীর্ঘ সময় আমার থাকার সুযোগ হয়েছে। হুজুরের শাসন ব্যবস্থা একবারে ভিন্ন ছিল। হুজুরের কোন ছাত্র যখন ভুল করতো, প্রথমে তাকে উপদেশ দিতেন। যদি না সংশোধন হত এভাবে দুই তিন বার উপদেশ দিতেন। এরপর যদি সংশোধন না হত। তাহলে শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। হুজুর শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে ইনসাফ করতেন। যখন হুজরের রাগ উঠতো সাথে সাথে থেমে যেতেন। হুজুরের থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত হালাল খাবার। হুজুর যদি বুঝতেন অণু পরিমাণ কোন খাবারে সন্দেহ। তাহলে তা খেতেন না। হে আল্লাহ হুজুরের আদর্শ আমাকে আদর্শিত হওয়ার তাওফিক দিন।

আমার পথ চলায় মাগুরা হুজুর :

মাগুরা হুজুরের কথা আমি অধম কি লিখবো? কোন ভাষায় উপস্থাপন করব? তা জানিনা। হুজুর ছাত্রদের হাসি মুখে ক্লাস নিতেন। ছাত্রদের শাসন করলে হাসি মুখে করতেন। ছাত্রদের কোন ভুল হলে সাথে সাথে ধরতেন। তার শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হলে শাস্তি দিতেন অথবা ক্ষমা করে দিতেন।

এখানে বাংলা স্যার এর কথা উল্লেখ না করলে আমার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে আমাদের ক্লাসে প্রায় বলতেন ছাত্ররা ভুল করবেই। আর শিক্ষকের উচিৎ ভুলটা ক্ষমা করে দেয়া তাকে বুঝানো। ক্ষমা না করাটাও একটা ভুল। যে ক্ষমা করে না সে ক্ষুদ্র। আল্লাহ আমাকে এগুণগুলো অর্জন করার তাওফিক দিন।

ছাত্র হিযবুল্লাহ আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। আমি কথা বলতে পারতাম না। এখন দশজনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি। মানুষকে আপন করে নিতে পারি। মানুষের দুঃখ বুঝতে পারি এবং আমি সকলের মাঝে পরিচিতি লাভ করেছি "হিযবুল্লাহ" শুধু তোমার জন্য।

পরিশেষে আমার কামনা :

আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রিন্সিপাল হুজুরের আদর্শে আদর্শিত হওয়ার এবং ছাত্র হিযবুল্লাহর সাথে থেকে জীবন গড়ার তাওফিক দিন। (আমীন)

স্মৃতির আয়নায় নাজাত কানন

এ.এফ.এম. মিহাদুর রহমান সরকার

কি দিয়ে লিখা শুরু করব তা আমি ভেবে পাচ্ছি না। মূলত লেখালেখির অভ্যাস না থাকাই হলো আমার এ অবস্থার প্রধান কারণ। তবুও প্রবল ইচ্ছা আর সীমাহীন আগ্রহ সর্বোপরি আল্লাহর উপর ভরস করেই নাজাতের স্মৃতিচারণে দু'চারটি কালাম লিখার ক্ষুদ্র প্রয়াস চালাচ্ছি। জানি না পাঠকদের কাছে তা কেমন লাগবে?

আমার সেই দিনটার কথা খুব সহজেই মনে পড়ে যায়। যেদিন আমাদের আলিম জামাআতের সবক অনুষ্ঠান মসজিদের নীচতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের মাথার তাজ শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল হুজুর আমাদের নসীহত পেশ করেছিলেন। আমি অবাক নয়নে, অপলক দৃষ্টিতে তার চাঁদমুখটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। অবশেষে, প্রিন্সিপাল হুজুর এর মুনাজাত এর মাধ্যমেই আমাদের সবক অনুষ্ঠানের ইতি ঘটল। অনুষ্ঠান শেষে আমরা সকলেই ক্লাস করার জন্য যার যার শাখায় উপস্থিত হলাম। আর এভাবেই নাজাত কাননে আমার প্রথম ক্লাস এর সূত্রপাত ঘটল। আমরণ, আমি এ স্মৃতি অন্তরে লালন করব। যখনই আমি এ জগত সংসার থেকে আলাদা হই তখনই আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠে নাজাত কাননে আমার বেড়ে ওঠা এই দুইটি বছর। নাজাতের এই ইলমি পরিবেশের কথা স্মরণে আসতেই আমার অন্তর শীতল হয়ে যায়।

নাজাত কাননের কিছু কথা না বললেই নয়। মাদরাসার কিছু কার্যক্রম দেখে সত্যিই আমি আনন্দিত হই! গর্বে আমার বুকটা ভরে যায়। বিশেষত্ব বৃহস্পতিবারে ক্লাসের সাপ্তাহিক জলসা, বুধবারে সাধারণ জ্ঞানের ঘণ্টা, বৃহস্পতিবার রাতে মসজিদে তারবিয়্যাতি ক্লাস ইত্যাদি বিষয় থেকে কত কিছুই না শিখার আছে নাজাত কাননের মধু সংগ্রহকারী যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের জন্য।

মিশকাত শরীফের খতম ছিল নাজাত কাননের দেয়া আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় উপহার। তখনই আমি উপলব্ধি করেছিলাম নাজাত কাননের শিক্ষকগণ ইলমে দ্বীনের খিদমাতে কতটাই না আগ্রহী।

কি রাত, কি দিন, কি সকাল, কি বিকাল, সব সময় তারা ব্যাকুল থাকতেন আমাদেরকে ইলমে নববীর দরস দেওয়ার জন্য। একবার তো এমন হয়েছিল

কাঠালিয়া হুজুর আমাদেরকে সারারাত মিশকাত শরীফের দরস প্রদান করেছিলেন। আমি মরে গেলেও এ বরকতময় রাতটির কথা ভুলতে পারবনা।
'রেনেসাঁ' শব্দটি মাথায় আসলেই আমার মন আনন্দে মেতে উঠে। ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে নাজাত কারনের রেনেসাঁর বিকল্প নেই। তাই নাজাতকে ঘিরে স্মৃতিচারণের সময় একে বাদ দিতে পারলাম না।

দেখতে দেখতে কিছু উপলব্ধি না করবার পূর্বেই নাজাত কাননে আমার দুটি বছর কেটে গেল। একদিন হয়তোবা আমরা এ নাজাত কাননে থাকবনা। তবুও আমরা নাজাত পরিবার থেকে আলাদা হবে না। এটাই আমাদের সকলের প্রত্যাশা হওয়া উচিৎ।

পরিশেষে, মহান প্রভুর নিকট আমার মিনতি তিনি যেন আমাকে নাজাত কাননের আদর্শ অনুযায়ী জীবন বাস্তবায়ন করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হওয়ার তাওফীক দান করেন। আজ এখানেই আমার লিখার ইতি টাবন। তবে শেষ করার আগে নাজাতকে সম্বোধন করে একটি ছোট কবিতা নিবেদন করছি।

হে নাজাত কানন,
ভুলবনা মোরা কভু তোমারে
আছো তুমি মোদের হৃদয়ের বন্দরে।
হে দারুননাজাত,
রাখিও তুমি মোদের স্মরণ
হবে না যতদিন আমাদের মরণ।

হৃদয়ের অনুভূতিতে দারুননাজাত

মুহা. আবু সুফিয়ান

প্রভাতে সূর্য উদয় হয় আর সন্ধ্যায় অস্ত যায়। এভাবে মাত্র কয়েকদিন পার হতে না হতেই আমার জীবন হতে পার হয়ে গেল নাজাত কাননে পদাচরণের দুইটি বছর। এত দ্রুত সময় চলে যাবে তা কখনো ভাবতে পারিনি। অল্প কিছু দিন পার হতে না হতেই পৌঁছে গেলাম বিদায়ের দ্বার প্রান্তে। মনে পড়ে দারুননাজাতের স্মৃতি। যদি কখনো কোন সময় স্মৃতির ডায়েরি খোলা হয় তাহলে তখন সেখানে দেখব নাজাত কাননে বিচরণের প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি।

দাখিল পরীক্ষা সমাপ্তি পরে মা বাবার মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য একরকম দিকভ্রান্ত মরুপথে যাত্রীর ন্যায় ছন্নছাড়া হয়ে খুঁজতেছিলাম এমন একটি আদর্শ বিদ্যা নিকেতন যেখানে পাব ইলমে ওহীর শিক্ষা ও সুন্নাতে নববীর বাস্তবায়ন। মা-বাবার অদম্য অনুপ্রেরণায় এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছায় আমি খুঁজে পাই আমার কাংঙ্খিত ইলমে নববীর মারকায দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা।

আমি যখন আমার বাবার সাথে সর্ব প্রথম মাদরাসার আঙ্গিনায় প্রবেশ করি তখন আমার মনে হলো আমি যেন স্বর্গে প্রবেশ করলাম। আমার মন প্রাণ আনন্দে নেচে উঠে। এই তো আমার সেই কাঙ্খিত প্রতিষ্ঠান। আবার একটু ভয়ও হচ্ছিল এটা ভেবে যে, আমি কি পারব এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হতে। যা হোক মনের মধ্যে এক রকম ভয় নিয়ে আমি মাদরাসার ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি এবং মহান আল্লাহর অসীম কৃপায় পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হই এবং ঐ দিনেই মাদরাসায় ভর্তি হই।

শুরু হলো জীবনের নতুন দিগন্ত। প্রথমে দারুননাজাত আসার পর আমার দিনগুলো খুব খারাপ কেটেছিল। কিন্তু তা আর বেশি দিন নয়। জীবনে আসতে লাগল মধুময় দিন যা আর পূর্বে কখনো আসেনি।

নাজাত কাননের মধুঅন্বেষী হওয়ার পর থেকে যতই দিন যেতে লাগল ততই নতুনভাবে আমি নাজাত কাননকে চিনতে লাগলাম। নামাযের সময় ছাত্রদের মাথায় পাগড়ী, মাগরিবের পর আউয়াবিন নামায, সম্মিলিত দোয়া ও যিকির।

এশার নামাযের পর দুরুদ, জুমার নামাযের পর মিলাদ ও দোয়া, শেষ রাতের তাহাজ্জুদ, কিয়ামুল লাইল, ইত্যাদি দেখে আমার অন্তর বিগলিত হয়ে গেল। এ সৌভাগ্যময় পরিবেশে এসে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কথা শেষ হবার নয়। তাদের একেকজন রাতের আকাশের একেকটি নক্ষত্রতুল্য। তাদের সবাই যেন অন্ধকার রাতের আলোকবর্তিকা। আর এমনতো হবারই কথা। কারণ তারা সকলেই আছেন পিতৃতুল্য অভিভাবক সুযোগ্য প্রিন্সিপাল হুজুরের অধিনে। রাতের তারকা বা চাঁদের আলো দিনের বেলায় দেখা যায় না, কিন্তু আমার প্রিয় শিক্ষকদের ইলমের আলো সর্বদা উজ্জ্বল ও দ্বীপ্তিমান।

নাজাত কাননের নূরও আমাদেরকে পিতৃস্নেহে গড়া শিক্ষকদের মমতাময়ী শাসন হতে বিদায় নেওয়ার কথা ভাবতেই মন, প্রাণ আতকে উঠে। কি আছে এই শব্দের মাঝে? একদিন এসেছিলাম এই নাজাত কারনে, হয়ত একদিন চলে যাব। এটাই কি তাহলে বিদায়?

আজ এই ক্ষণে এসে মনে পড়ে যায়, সম্মানিত প্রিন্সিপাল হুজুরসহ পিতৃস্নেহে শিক্ষাদান করা প্রতিজন ওস্তাদের নসিহত, ছাত্র ভাইদের সাথে কাটানো প্রতিটি সময়, যা আজ শুধুই স্মৃতির কারাগারে আবদ্ধ।

পরিশেষে হে দারুননাজাত! বিদায়ের এই ক্ষণে তোমার আদর, স্নেহ আর ভালোবাসার কথা মনে পড়লে হৃদয়ে বিশাল শূণ্যতা অনুভব করি। তাই হে নাজাত কানন! অশ্রুসিক্ত নয়নে আজ তোমাকে কথা দিলাম- "কোন দিন ফিরে আসতে পারব কিনা জানিনা, তবে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তুমি রয়ে যাবে আমার হৃদয় গহিনে"।

অ্যান ইঞ্জিনিয়ার উইদাউট এ্যানি সার্টিফিকেট

মুহা. রায়হানুজ্জামান খাঁন

এক

বাবা ও ভাইয়া দু'জনই Electrical Engineer। কিন্তু আমি পড়ি দেশের স্বনামধন্য একটি মাদরাসায়। এতদসত্ত্বেও পরিবার, সমাজ আমাকে অবহেলার চোখে দেখতো; একমাত্র কারণ আমি মাদরাসায় পড়ি। তাই মাদরাসা শিক্ষার প্রতি আমার অনীহা ছিল চরম মাত্রায়।

দুই

ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞান প্রযুক্তির প্রতি কেমন যেন একটা চুম্বক প্রায় টান ছিল। কোন কিছু Explore করা, তার Genesis সম্পর্কে জানা তার ফলশ্রুতিতে Experiment টা কিছু invention করার তীব্র ইচ্ছা ছিল আমার। তাই যে কোন ইলেকট্রিক্যল যন্ত্র সামনে পেলেই আমার Screw-Driver দিয়ে খোলার চেষ্টা করতাম। মাঝে মাঝে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যেত। যার ফলে বাবা মায়ের বকা-ঝকা কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের বিরূপ দৃষ্টি অর্থাৎ চোখ রাঙানোর সম্মুখীন হতে হতো। জীবনে কিছু করার তীব্র বাসনা নিয়েছ দারুননাজাতে ভর্তি হয়েছিলাম। তারপর....

তিন

সময়টা সেপ্টেম্বরের শেষদিকে; তখন ঈদুল আযহার ছুঁটিতে বাড়িতে গেলাম। কি কারণে জানিনা, বাবা একটা বেশ জটিল কাজের দায়িত্ব আমাকে দিলেন। কাজটা হলো বাবার চাকরিরত ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ে Power Generation সম্পর্কিত একটি Graphical Design তৈরি করতে হবে। যা হবে সম্পূর্ণ 3D। এ সম্পর্কে পূর্বে বিন্দু পরিমাণ কোন ধারণা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই উপায়ন্তর না পেয়ে Google, Wikipedia, Adobe, Autodesk, Behance সহ অনেকগুলো Graphic-based সাইট ঘাটাঘাটি করলাম। শেষ পর্যন্ত একটি মনে মতো Software খুঁজে পেলাম। তারপর আব্বুর Measurement অনুযায়ী প্রতিদিন ১৮-২০ ঘণ্টার হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমে মোট ১২ দিনে Presentation টি সম্পন্ন করলাম। একজন উচ্চমানের Graphics Designer এর দৃষ্টিতে কাজটা Perfect না। তবু Incomplete অবস্থায় রেখেই Content টি ইন্ডাস্ট্রির মহা ব্যবস্থাপককে Mail করতে হল।

চার

মনে অনেক সংশয় ছিল; ভাবছিলাম কতোটুকু বদনামের ভাগিদার হবো। কিন্তু সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, Presentation টি সবার কাছে এতোটাই গ্রহণযোগ্য হয়েছে যে, পরদিন সকলের কাছে ফাইলটি ছড়িয়ে পড়েছে। আর সবার মুখে প্রশংসা আর সাধুবাদতো আছেই।

পাঁচ

কিন্তু, আমার কাছে এসব প্রশংসা ছিল তুচ্ছ। কারণ, আমি এমন একটি জিনিস পেয়েছিলাম যা ছিল অনেক মূল্যবান। আমার মনে হয় পৃথিবীর খুব কম পুত্রই আছে যারা পিতার কাছ থেকে এ জিনিসটি পায়। আর তা হলো বিশ্বাস ও আস্থা। এখন আমার আব্বু আমার প্রতি এতোটাই সন্তুষ্ট যে, তিনি যে কোন জটিল বিষয়ে আমার সাথে পরামর্শ করেন। কারণ ওনার চোখে এখন আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার, যার প্রতিষ্ঠানিক কোন সার্টিফিকেট নেই।

মোর‍্যাল অব দ্য স্টোরি

মাদরাসার ছাত্র মানেই Rural কিংবা Out-dated নয়। মাদরাসার ছাত্র মনে করে নিজেকে দুর্বল ভাবা অনুচিত। "First deserve, then desire" তাই নিজেকে যোগ্য করলেই আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া সম্ভব। সুতরাং আমি মাদরাসায় পড়ি তা আমার দুর্বলতা নয়। বরং, আমার সবলতা। কারণ আমরা দ্বীনি ইলম অর্জন করছি।

স্মৃতি কথা

মুহা. নাজমুল হাসান

আমাদের এই ছোট্ট জীবনে অনেক কিছু ফেস করতে হয়। পার হতে হয় অনেক সুখ-দুঃখের মুহূর্ত। সব মিলিয়েই আমাদের জীবনের তরীটা কোন এক সময় পৌঁছে যায় কিছু সময়ের শেষ প্রান্তে। তেমনে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের অধ্যায় শেষ হতে চলেছে। আর তা হলো আমাদের আলিম ক্লাস। আজ বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও সত্য যে, দেখতে দেখতে আমাদের আলিম ক্লাসের একাডেমিক ক্লাস এবং অতিরিক্ত ক্লাসের সমাপ্তি হয়েছে। আমরা চাইলেও আর আমাদের জীবনের এই দুটি বছর ফিরে পাবোনা। আর ফিরে আসবেনা জীবন থেকে চলে যাওয়া কোন সময়ই।

আমার প্রতি যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, তোমার জীবনের সবচেয়ে ভাল এবং স্মরণীয় সময় কোনটা? তখন হয়তবা আমি কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই বলে দিতে পারব যে, আলিমে দু'বছর। প্রশ্ন হতে পারে যে, জীবনে তো আরও দশটা বছর পার হয়েছে। তবে এই দুইটা বছর স্মরণীয় কেন? তর কারণ হলো এই দুই বছরেই আমি বুঝতে পেরিছি শিক্ষা কি? বুঝতে পেরেছি শিক্ষার মানে কি? চিনতে পেরেছি অনেক জায়গার অনেক মানবীয় রূপ।

পরিচিত হয়েছি অনেক বাস্তবের সাথে। যার প্রতিটার ব্যাখ্যা খুব বেশি বড় না হলেও ছোট হবে না। আমার মনে হচ্ছে গত কিছুদিন আগেই তো নাজাত কাননে আসলাম। আর দেখতে না দেখতেই পার হয়ে গেল দুইটা বছর। বন্ধুদের অনেক অনুরোধে এবং নিজেরও কিছু আগ্রহের কারণে এই স্মারকের কিছু লেখা স্মৃতিময় করে রাখতে কিছু লেখার এই চেষ্টা।

আমার ধারণা যদি ভুল না হয়, তাহলে আমার মতে নাজাত মাঠের প্রতিটি সময় এবং মুহূর্তই স্মৃতিময়। যার কোনটিই ভুলার নয়। এই নাজাত থেকে আরও অনেক বড় প্রতিষ্ঠান আমাদের এই দেশে আছে। তবে, আমি যা বুঝি সেই সাপেক্ষে বলছি, তাদের টিচার প্যানেল কোন অংশেই নাজাতের চেয়ে ভাল হবে না। কারণ নাজাত ছাড়া আরোও অনেক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা নেয়ার সুযোগে আমার হয়েছে। আমার দুই চোখে যা দেখেছি তাই বলছি কোন বাড়তি প্রশংসা নয়। ছাত্রদের প্রতি এতটা আগ্রহ প্রকাশ করতে আর কোথাও দেখিনি। আমি আর কোথাও পাইনি যে, শত ব্যস্ততার পরও শিক্ষকরা ছাত্রদের প্রতি এতটা কেয়ারফুল হতে।

আমাদের এই বেহেশতের বাগানে যারা শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের কারো বিশ্লেষণ কারো থেকে কম নয়। সবার কথা বলতে গেলে আমার লেখাটাই এক স্মারকে জায়গা নিবে। তাই একজন মানুষের কথা আমার এই স্মৃতিচারণে উল্লেখ করব। যার কাছ থেকে অনেক অজানা জিনিস জানত পেরেছি। যাকে যে কেউ আদর্শ হিসেব গ্রহণ করতে পারে। আর যে তাকে অনুসরণ করবে তার জীবনে আর কোথাও সে হারবে না।

আমার কথাটা কিছুটা শিরিক শিরিক মনে হলেও সত্য যে, আমার মতে সে একজন মানবীয় সংবিধান। যার উচ্চতা ৫ ফুট ২ বা ৩ ইঞ্চি হবে। চোখে কালো চশমা আর মুখ ভরতি ঘন কালো দাড়ি। উনি হলেন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া স্যার। যাকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। দেখেছি তার প্রায় প্রতিটি কাজ। স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যিনি আমায় নাজাত বাগানে এনে এমন একজন ব্যক্তিকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন।

নাজাতের বাগানে এসে আমি অনেক কিছুই পেয়েছি। কিন্তু নাজাতকে কিছুই দিতে পারিনি, পারবও না। পৃথিবীর যেখানেই থাকিনা কেন নাজাতের কথা হৃদয় থেকে কেউ মুছতে পারবে না। নাজাত কাননের প্রতিটি শিক্ষক এবং ছাত্র ভাইদের প্রতি দোয়া ও সম্মান জানিয়ে আমি আমার লেখা এখানেই সমাপ্ত করলাম। আমীন।

স্মৃতির মিনারে দারুননাজাত

মুহা. ইবরাহীম খলিল

দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা। দেশের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি বিদ্যাপিঠ। মানবতার মুক্তি দিশারী, নবীয়ে রহমত, রাসূলে আকরাম সা. এর আদর্শ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যার পথচলা। জাতিকে আলোর পথ দেখাতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দারুননাজাত। সুদক্ষ, সুযোগ্য ও একনিষ্ঠ আল্লাহ ভীরু নবী প্রেমিক মানুষ গড়ার কারিগর এটি।

বাংলাদেশের বুকে অসংখ্য আলিয়া মাদরাসা বিদ্যমান। কিন্তু খুব স্বল্প সংখ্যক আলিয়া মাদরাসা রয়েছে, যে মাদরাসাগুলো দ্বীনের সঠিক খেদমতে নিয়োজিত। দারুননাজাত এগুলোর মধ্যে অন্যতম।

স্বপ্ন ছিল দারুননাজাতে অধ্যয়ন করবো। করুণাময় আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করেছেন। সহ শিক্ষার নোংরা পরিবেশ থেকে জান্নাতী এই উদ্যানে এসে আমি ধন্য। আজ ইলম শূণ্য হয়ে যাচ্ছে আলিয়া মাদরাসাগুলো, নীতি নৈতিকতা হচ্ছে উধাও। সেই মুহূর্তে দারুননাজাত নিয়ে আসলো আশার আলো।

পুষ্পসজ্জিত এ কাননে এসেছি ভ্রমরের বেশে। পুষ্পতুল্য আসাতিজায়ে কেরামগণ ছাত্রদের ব্যাপারে খুবই সচেতন। পিতার মত স্নেহ-প্রীতি দিয়ে আপন করে নিয়েছেন ছাত্রদের। হৃদয় উজাড় করে পাঠদান করেন। দিন-রাত আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাঁরা। সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর পাঠদানে আমি বিমোহিত হয়েছি বারবার।

মাঝে মাঝে নিভৃত চিন্তায় বিভোর হয়েছি। জীবনের প্রথম পড়ালেখা যদি এ মাদরাসায় হতো, কতইনা উত্তম হতো। কতকিছু শিখতে পারতাম। আমার সংকীর্ণ হৃদয়, প্রসারিত হয়েছে দারুননাজাতের সংস্পর্শে এসে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কোথায় পড়? গর্ভের সাথে বলি দারুননাজাতে।

মাদরাসার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবেগ আপ্লুত হয়েছি মুহতারাম প্রিন্সিপাল হুজুরের হৃদয়নিংড়ানো আলোচনায়। এত সুন্দর, মাধুর্য্যপূর্ণ, মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দ্বিতীয়বার শুনিনি কোথাও। হৃদয় নিংড়ানো উপদেশগুলো অন্তরকে বিমোহিত করে বারবার। একদিন মাগরিবের নামায পড়ে যাচ্ছিলাম মাদানীনগর মাদরাসায় অনুষ্ঠিত "ইসলাহী জোড়ে"।

পথিমধ্যে দেখি মুহতারাম প্রিন্সিপাল হুজুর কয়েকজন ছাত্র ভাইদের সাথে নিয়ে সম্মুখে যাচ্ছেন। তখন আমি পিছনে ছিলাম। অনুসরণ করতে লাগলাম হুজুরকে।

আমি অবাক হয়েছি যে দৃশ্য দেখে, তাই বলছি, মাদারীনগর মাদরাসার প্রধান ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে, সাধারণ শ্রোতাদের পাশেই বসে পড়লেন তিনি। মহান মানুষটি ইচ্ছা করলে মঞ্চে গিয়ে বসতে পারতেন, কিন্তু বসেননি। শুধু এই ঘটনাই নয়। আরো কত শিক্ষণীয় ঘটনা রয়েছে এ মহান মানুষটিকে ঘিরে।

প্রতিদিন মুনাজাতে ছাত্রদের জন্য মহান প্রভুর দরবারে অশ্রু ঝরান তিনি। আমার ক্ষুদ্র জীবনের সবচেয়ে প্রিয় প্রিন্সিপাল তিনি। উনার আবেগমাখা নসিহত অশ্রু ঝরে বারবার। দারুননাজাতকে নিয়ে যার অক্লান্ত সাধন ও কঠোর পরিশ্রম। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে দাড় করিয়েছেন এই সুবিশাল প্রতিষ্ঠানকে। সর্বদা চেষ্টা করে যাচ্ছেন করে সাজাতে, যাতে ইলম পিপাসু অতিথি পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ইলম হাসিল করতে পারে। মাদরাসাকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে হয়তো কত রাত নির্ঘুম অবস্থায় কেটেছে, আল্লাহ তায়ালাই তা ভাল জানেন। মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করি, আল্লাহ তায়ালা যেন প্রিন্সিপাল হুজুরকে সুস্বাস্থ্য ও নেক হায়াত দান করেন।
বাংলাদেশের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে এ মাদরাসার সুনাম। সর্বস্থানে দারুননাজাত গর্ভের দ্বীনি প্রতিষ্ঠান।

সুদর্শন, নান্দনিক সবুজ মিনার দুটি চক্ষুশীতল করে দেয়। মদীনার চিত্র ভেসে উঠে দু'নয়নে। সুবিশাল মসজিদটিতে যখন নামায পড়ি আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠে হৃদয়। নামায শেষে যখন সবাই বের হয় দৃশ্যটি নয়ন জড়িয়ে দেয়। মনে হয় যেন এক জান্নাতি দল। সত্যিকারের আলিম হতে দারুননাজাত নির্ভরযোগ্য একটি আর্দশিক বিদ্যানিকেতন। প্রতি বছর এখানে খতমে বুখারী, খতমে তিরমিযি, খতমে জালালাইন, খতমে মিশকাত অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া এ মাদরাসার অধীনে রয়েছে একটি তাখসীসি শাখা। যেখানে দিন-রাত ইল্‌মের চর্চা ও গবেষণা করা হয়। আরবী ভাষার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

মহান আল্লাহর অশেষ করুণায়, আমি দারুননাজাতের নগণ্য ছাত্র হতে পেরেছি। স্মৃতির দেয়ালিকায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে দারুননাজাত। হৃদয়ে গভীরে অমর হয়ে থাকবে এ কানন।

দারুননাজাত একদিন বিচরণ করবে পুরো বিশ্বময়। স্মৃতির মণিকোঠায় আজীবন দাড়িয়ে রবে জান্নাতি এ উদ্যান।

হৃদয়ের মণিকোঠায় নাজাতের স্মৃতিগুলো

মুহা. সাইদুজ্জামান ফাহাদ

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া মহাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ গুলোর নামের তালিকায় যে বিদ্যাপীঠগুলোর নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে, তাদের মাঝে অন্যতম হলো দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা। আমি গর্বিত এবং ধন্য দারুননাজাতের আঙ্গিনায় পাড়ি জমাতে পেরেছি বলে। এই বিদ্যানিকেতনের যে স্মৃতিগুলো জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত আমার মনে দোলা দিতে থাকবে, আমি সেগুলো থেকেই কিছু বর্ণনা করছি- প্রথমেই আমার অভিব্যক্তি হলো বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেই ছাত্রদের রাজনীতির সবক দেওয়া হয়, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পশ্চিমা সংস্কৃতি অনুশীলনে উৎসাহ দেওয়া হয়, শুধুমাত্র নামমাত্র জ্ঞানচর্চা করা হয়, কিন্তু ইলেম, আমল, আদব এবং আখলাক এর সমন্বিত রূপ বাস্তবায়ন হয় না। আর আমি নাজাত কুঞ্জের একটি ভ্রমর হয়ে এজন্যই গর্বিত যে, এখানে পাড়ি জমিয়ে, আমি রাজনৈতিক কোলাহলমুক্ত এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির ধরাছোয়ার বাইরে এসে ইলেম, আমল, আদব এবং আখলাক এর সমন্বিত রূপে সজ্জিত একটি জ্ঞানচর্চার পরিবেশ পেয়েছি। একজন ছাত্র, তার নিজেকে, আত্মপলব্ধি, আত্মপরিশুদ্ধি, দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের মুক্তির পথ একমাত্র নাজাত কাননের মতো শিক্ষা নিবাসেই খুঁজে পাবে বলে আমার বিশ্বাস। কেননা আত্মপরিশুদ্ধি এবং আত্মপলব্ধি আসে একমাত্র ইলেম, আমল, আদব এবং আখলাকের সমন্বিত রুপে। আর এগুলোর সবক দিতে দেখেছি এই নাজাত কাননেই। অন্তত রাজনীতি ও পশ্চিমা সংস্কৃতি মোরালিটির সবক নয়, যা আনে সন্ত্রাস, বর্বরতা এবং নাস্তিকতা। যেগুলো হতে সম্পূর্ণ পূত পবিত্র এই নাজাত কুঞ্জ। মাগরিবের পর জিকিরের তালিম, ইশার পর দরূদ শরীফের অনুশীলন, মহা সমুদ্রের কল্লোলের মতে এতো বিশাল লাইব্রেরীর গর্জন, শিক্ষক এবং ছাত্রদের মিলনমেলা ও তাদের মাঝে যে নিবিড় সম্পর্ক, প্রতি শুক্রবার জুমআর নামাজের পর মীলাদ শরীফের আঞ্জাম, মিশকাত শরীফ এবং সীহাহ সিত্তার সবগুলো কিতাবের খতমের অনুষ্ঠান ও আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক (দা.বা.) এর মতো সৎ, মহৎ, উদার মনের এবং নির্ভীক চিত্তের প্রিন্সিপাল বাংলার যমীনে অন্য কোথাও দেখা মিলবে কিনা সন্দেহ করছি। সর্বোপরি এখানে পাড়ি জমিয়ে নিজেকে এজন্যই গর্বিত ও ধন্য মনে করছি যে ইলেম, আমল, আদব এবং আখলাক এর পূর্ণতা নিজে মাঝে না আনতে পারলেও এ নাজাত কানন থেকে এগুলোর প্রাথমিক সবকের উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে নিজের মাঝে এগুলোর পূর্ণতা বাস্তবায়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখব (ইনশাআল্লাহ)।

অবশেষে বলতে চাই যে, হে নাজাত কুঞ্জ, তোমার শিকড়ে পানি ঢেলে যে সকল যুগ শ্রেষ্ঠ মনিষীরা তোমার শিকড়কে করেছে প্রলম্বিত, যারা তোমাতে আশ্রয় নেওয়া ভ্রমরদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার মাধ্যমে ইলেমের মধু খাইয়ে পরিপুষ্ট রাখেন, শপথ করলাম তাদেরকে জীবনের অন্তিম মুহূর্তের পূর্ব পর্যন্ত স্বরণ করব। তাদের প্রতি উৎসর্গ করলাম আমার হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও আজীবন সম্মাননা। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ গায়ের চামড়া দিয়েও যদি জুতো বানিয়ে দেওয়া হয় তবুও তাদের ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবেনা। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদেরকে আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান দিয়ে রাখব এবং সব সময় দুহাত ভরে তাদের জন্য দোয়া করবো (ইনশাআল্লাহ)

স্বরণে দারুননজাত

হা. মো. আয়াত উল্লাহ আল খোমেনি

মৌমাছি হয়ে এসেছিলাম, সেই দ্বীপ ভোলা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। ইলেম অর্জনের জন্য দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসায়। ২০১৪ ইং সালের ২৭ ই আগস্ট মাসে। জীবনের দুটি বছর কেটে গেল এই নাজাত কাননে। এই দীর্ঘ সময়ে দারুননাজাত যে কত কিছু দিয়েছে তা কি হিসাব করে বলতে পারব? বলা যায় লেখা পড়া, হাতে কড়ি এখানেই হয়েছে। দারুননাজাত থেকে যা কিছু অর্জন করেছি এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে। আদব, আমলও সোহবত।

একজন ছাত্রের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো আদব। এই জন্য, একদিন মাওলানা মুহা. মোফাজ্জেল হোসাইন (মাগুরা হুজুর) বলেছিলেন ছাত্র যদি আদব না শিখে তার ইলেম শিক্ষা করে কোন কাজে আসবেনা। ইলেম শিখতে হলে আগে আদব শিক্ষা করা ফরজ। আদব ছাড়া শিক্ষা লাভ করা যায় না। শরীরের যেমন মাথা জরুরী একজন ইলেম অজনকারী ছাত্রের জন্য আদব শিক্ষা করা তেমন জরুরী। মাছের জন্য যেমন পানি জরুরী, ছাত্রের আদব শিক্ষা করা এমন জরুরী।

রাসূল সা. ছিলেন সবচেয়ে বড় আদবওয়ালা। মাও. মুহা. মুযাক্কির হোসাইন (ঝিনাইদাহের হুজুর) বলেছিলেন একদিন আমাদের আলেমের ক্লাসে "ছাত্রের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তার আমল"। আমল ছাড়া ইলেম অর্জন হয় না। হুজুর উদাহরণ দিয়ে বলছিলেন, ইলেম হচ্ছে "নূর" এটা আলো আলো কখনো অন্ধকারে যায়না। ঠিক তোমরা ইলেম শিক্ষা করতে হলে আমল করা ফরয। তাকওয়াবান হওয়া ফরয। তাহলেই সেই ছাত্র ইলেম অর্জন করতে পারে।

ঝিনাইদাহের হুজুর বলেছিলেন, আমাদের আলিমের শেষ ক্লাসে। ছাত্র কোনদিন ইলেম শিখে উপকৃত হতে পারে না সোহবত ছাড়া। ইলেম শিখে যা কিছু করতে না পারছে তারচেয়ে বেশি শিখতে পাড়ে। একজন ছাত্র যখন তার ওস্তাদের সোহবতে থাকে। হুজুর উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, তুমি ইলেম শিক্ষা করছো, এখন তোমার দরকার তুমি কোন পথে চলবে সেটা কিন্তু তুমি বুঝনা, তোমার ভাল তুমি দেখ না। তোমার ভাল কিন্তু দেখে তোমার ওস্তাদ, এই জন্য সোহবত দরকার। ওস্তাদ দিক নির্দেশনা দিবেন সেই পথে চলতে হবে। ওস্তাদের থেকে শিখা যায় তার কর্ম তার আমল, তার আদর্শ, তার চরিত্র এবং এমনকি ছাত্র যখন ওস্তাদের সোহবতে থাকে তার সারা জীবন শিক্ষা করা অর্জন ওস্তদের দোয়ায়। এই জন্য সোহবতের এত গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রিন্সিপাল হুজুর বলেছিলেন-

ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক চিরকালের
ছাত্রের সফলতা শিক্ষকের নজরে

চাঁদপুরী হুজুর বলেছিলেন, ছাত্রের সফলতা হয় তখন, যখন যে সকলের কাছে প্রিয় হয়। তার ওস্তাদ, তার বাবা, মা, ভাই, ছাত্র ভাই সকলে তার জন্য অনেকটা পথ আগানো হয়ে যায়। হুজুর উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন একজন ছাত্র কখনো তার মা-বাবার দোয়া ছাড়া সামনে আগাতে পারেনা। এই মুরগির বাচ্চা যখন ফোটে তখন তার মায়ের প্রয়োজন হয়। ঠিক তেমনিভাবে একজন ছাত্রের জন্য তার মায়ের দোয়া প্রয়োজন।

আমি ছাত্র তেমন ভাল ছিলাম না। ওস্তাদরা অনেক বেশী ভালবাসতেন, কেন তা জানিনা। তেমন কোন ওস্তাদের সোহবতে থাকার সুযোগ হয়নি। কিন্তু ঝিনাইদাহের হুজুরের খেদমতে ছিলাম কিছুদিন। আমার একটা কথা মনে পড়ে যায়। যখন একদিন আমার জ্বর হয়েছিল হুজুর আমাকে দেখতে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঔষধ খেয়েছো আমি বললাম জ্বি হুজুর খেয়েছি। হুজুর মাদরাসায় চলে গেলেন। অতঃপর হুজুর আমাকে মাদরাসা থেকে এসে বললেন তুমি সুস্থ হয়ে যাবে ঠিক তারপর আমার গায়ের সমস্ত জ্বর চলে যায়। সুবহানাল্লাহ ওস্তাদের দোয়ার কতটা শক্তি।

হল টিচার ছিলেন হাবিবুল্লাহ হুজুর একদিন বলছিলেন- হুজুরদের দোয়া এবং মায়ের দোয়া এগুলো কখনো বিফলে যায় না। এই জন্য সব সময় ওস্তাদের কাছে দোয়া চাইবে, হুজুর উদাহরণ দিয়ে বলতেন যে আমি আমার ওস্তাদের দোয়ার ফসল। হাবিবুল্লাহ হুজুর আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। হুজুর আমাকে অনেক সময় বলতেন তুমি একজন ভালমানের ছাত্রতে পরিণত হবে। তাই বিদায়ের শেষ মুহূর্তে মনে পড়ে গেল একটি কবিতা:

বিদায় ব্যাথায় ফুঁফে ফুঁফে শুধু কেঁপে উঠে বুক।
ক্ষণে ক্ষণে আ র দু'নয়নে বুঝি দেখবনা তব মুখ।
সুন্নাতি পরিবেশ কিতাবপত্র ওস্তাদের সোহবত।
আজ হতে বুঝি হারালাম এই মহা নেয়ামত।
প্রাণাধিক প্রিয় মোর নাজাত বাগিচা,
পড়ে থাকা ধুলি যেন মুখমল গালিচা।
বহে সর্বদা যেন জান্নাতি সমারণ,
কোমল কুসুম করে সৌরব বিকিরণ।
জীবনের শেষ যদি হত এই নাজাতের জমিনে
থাকতোনা কোনো দুঃখ মোর পরকার জীবনে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আদবে, আমলে সোহবতে ও আখলাকে বরকত দান করুণ। আমিন।

নাজাত কাননে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা

ওলিউল্লাহ্ মাহমুদ

পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। আর এরই ধারাবাহিকতায় এক বুক আশা নিয়ে ২০১৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে অত্র মাদরাসায় আলিম জামাতে ভর্তি হলাম। নতুন ক্লাস, নতুন উদ্দীপনা ও নতুন সহপাঠিদের নিয়ে আবার নতুনভাবে শুরু করলাম।

প্রতি বছরের ন্যায় ক্লাস শুরু হল, এ বছরও ক্লাস ক্যাপ্টেন নিয়োগ দেওয়ার জন্য তোরজোর শুরু হল। হঠাৎ একদিন চাঁদপুরী হুজুর আমাকে এবং মাহমুদ ভাইকে তার রুমে ডেকে নিয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি আমাদেরকে তার ক্লাসের জন্য সালার হিসেবে নিয়োগ করলেন ও ক্লাস পরিচালনার জন্য কিছু দিক নির্দেশনামূলক উপদেশ দিলেন। যখন আমাকে ক্যাপ্টেন হিসেবে নিযুক্ত করা হল তখন মনে হলো আমার মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে, কেননা একজন সালার হওয়ার জন্য যে পরিমাণা যোগ্যতা থাকা উচিত তা আমার মধ্যে পরিপূর্ণ ছিল না। আমি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। তাই কিছু বুঝে উঠতে না পেরে প্রিন্সিপাল হুজুরের কাছে গেলাম, গিয়ে তার কাছে সব কথা খুলে বললাম।

সব শোনার পর হুজুর আমাকে অভয় দিয়ে বললেন "ধুর বেটা! দায়িত্ব তো আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত, এটা আল্লাহ তায়ালা সবাইকে দেননা" চালাইয়া যাও, আল্লাহই সাহায্য করবেন।"

হুজুরের উৎসাহ পেয়ে মনের মধ্যে এক প্রকার সাহস ও শক্তির সঞ্চার হল। ভাবলাম, আমরা পৃথিবীতে যা কিছু করি তার সবই তো প্রথমবা। অর্থাৎ পৃথিবীতে কোন মানুষই মায়ের গর্ভ হতে কোন কিছু শিখে আসে না, তারা যা করে তা প্রথমবার করে তার থেকে শিক্ষা লাভ করে।

সালারের দায়িত্ব পালনকালে একটি অভিজ্ঞতা পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরছি। আমরা আলিম ১ম বর্ষ ২০১৫ সালকে স্মৃতি বহুল রাখার জন্য চাবির রিং বানানোর সিদ্ধান্ত নেই। ক্লাস ক্যাপ্টেন হিসাবে দায়িত্বটা বর্তায় আমার উপর। কিন্তু আমি ইতোপূর্বে একটি কলাও দরকষাকষিতে ক্রয় করিনি। তাই মনে ভীতির সঞ্চার হলো। আমি কি পারব কাজটি করতে! তবুও এক বুক সাহস নিয়ে লেগে পড়লাম চাবির রিং বানানোর কাজে। এই কাজে প্রথম প্রথম খুবই কষ্ট হচ্ছিল, বিশেষত এই কাজে যদি ইসমাঈল ভাই আমাকে সহযোগিতা না করতেন তাহলে হয় তো বা কাজটি সুন্দরভাবে করতে পারতাম না।

পরিশেষে চাবির রিংগুলো যখন হাতে পেলাম তখন মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলাম এত ছাত্রের দায়িত্ব নিয়ে চাবির রিং বানানোর কাজটি সত্যিই কষ্টসাধ্য ছিল। এই কাজ করতে গিয়ে একটি ভালই অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে। আর এসব অভিজ্ঞতার পিছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি বলে মনি করি, তিনি হচ্ছে মুহতারাম চাঁদপুরী হুজুর। আজীবন হুজুরের এ অবদানের কথা মনে থাকবে। আসলে পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় প্রতিটি সময়ে শিক্ষা রয়েছে তাই তো কবি বলেছেন "সবার আমি ছাত্র" কেননা যে কোন কিছু থেকেও শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব।

অন্তরের অন্তরাল থেকে

মুহা. মতিউল্লাহ সিদ্দিকি

আলিম জীবনের ক্লাস আজ শেষ হয়ে গেল। হয়তো আর কখনো প্রিয় উস্তাদদের কাছে বসে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবো না। হয়তো আর কখনো অনেক ছাত্র ভাইয়ের সাথে দেখাও হবে না। সত্যিই অন্তরে তপ্ত ব্যাথা অনুভব করছি। আজ সবার শেষে ক্লাস থেকে আমি বের হই। আর ঐ বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকি যাতে বসতাম।

যখন ক্লাস হতে বের হয়ে আমি আমার রুমে আসি তখন মনে পড়ে আমার দারুননাজাতে আলিম ১ম বর্ষে ভর্তি হবার কথা। তবে এখানে ভর্তি হবার খুব একটা ইচ্ছা আমার ছিলনা। ইচ্ছা ছিল ভর্তি যদি নাও হই তবুও একবার দেখার এই মকবুল মাদরাসাটিকে। তাই ভর্তি হবার ৭ দিন আগেই আমি এখানে। এখানে এসে আমার মন কেড়ে নেয় ছাত্রদের আদব শিষ্টাচার। তবে প্রথমেই ভালোলেগেছিল পাবনার হুজুরকে। যাকে কোনদিন দেখি নাই, ও চিনিওনা। এখানকার আমল-আকীদাও আমার মন কেড়েছে যা ফুরফুরার আদলে প্রতিষ্ঠিত। যা আমি আমার প্রাণ হতেও বেশি ভালোবাসি।

এখানে ভর্তি হবার আগে আমিও আমার শ্রদ্ধেয় বাবাসহ মুহতারাম প্রিন্সিপাল হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ করি। তারপর হুজুরের সাথে আমাদের পরিচয় হয়। হুজুর আমাকে বগুড়া বলে ডাকতেন। সত্যিই আমার খুব ভালো লাগত। হুজুরের ডাক শুনে।

তবে কী লিখব আমার প্রাণ প্রিয় শ্রদ্ধেয় উস্তাদদের কথা, তা ভাবতেই আমার চোখ অশ্রু সিক্ত হয়ে যায়। এখানকার ক্লাসের কথা মনে করে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে আমার সবচেয়ে প্রিয় উস্তাদ হলেন শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল হুজুর। শুধু আমিই না সবাই তাঁকে হৃদয়ের সর্বোচ্চ আসনে রাখবেন। আর ভাইস প্রিন্সিপাল হুজুর, কাঁঠালিয়ার হুজুর, পাবনার হুজুর, টুমচরের হুজুর, নেছারী হুজুর, বাংলা স্যার, কুয়াকাটার হুজুর, বায়োলজি স্যার, হাইয়ার ম্যাথ, কেমেস্ট্রি স্যার, ফিজিক্স স্যার, ইংরেজি স্যার তাঁরা আমার খুব প্রিয় উস্তাদ। তবে যাদের নাম লিখতে পারি নাই তারাও কোন অংশে আমার কাছে কম নন। আর মনে পড়ে যায় কলাপাড়ার হুজুরের কথা। হুজুর আমায় খুব ভালোবাসতেন। সর্বদা স্বচেষ্টা করেছি হুজুরের সাথে আদব নিয়ে চলার, হয়তো সেইভাবে পারি নাই যেভাবে দরকার ছিল।

দারুননাজাতের শিক্ষা সফরের কথা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। কাঁঠালিয়ার হুজুরের নেতৃত্বে খাগড়াছড়ি শিক্ষাসফর সত্যিই খুব শিক্ষার ও আনন্দের ছিল। পাবনার হুজুরকে আমার একটু আলাদাভাবে ভালো লাগত। আজ মনে হচ্ছে, আমি ক্লাসে না থাকলে পানবার হুজুর আমাকে ফোন দিতেন ও (মতি) বলে আমাকে খুঁজতেন। আজ হতে আর কেউ খুঁজবেন না এই ভাবে। এটা মনে করে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছিল।

এই মকবুল মাদরাসার প্রায় সকল শ্রদ্ধেয় উস্তাদগণের সাথেই আর পরিচয় আছে। তার জন্য আমার খুব ভালো লাগে। আমি মনে করি হুজুররা যখন দু'আ করবেন তখন আমার চেহারা যদি তাদের চোখে ভয়ে ওঠে, তাই আমার কাছে তা অনেক কিছু।

আমার ছাত্র ভাইদের কথা না বললেই নয় যেমন : রাকিব, ইউনুছ, যাকারিয়া, মাহমুদ, ফজলুল, মাহাদী, ফজলে ও বায়েদ, সোলায়মান, আ: গনি, তাহসিন তারা ছিল আমার খুব ভালো বন্ধু। তবে ক্লাসের সবাই ছিল আমার খুব প্রিয়। অন্য শাখার ওয়ালিউল্লাহ ফখরুল, মাহমুদ, ছানাউল্লাহ প্রায় সবার সাথেই আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। যখন ভাবছিলাম আর হয়তো তাদের পাবোনা, আত্ম মারতে পারবো না তা ভেবে কিছুই ভালো লাগছিল না।

বিজ্ঞান বিভাগে পড়ছি খুব ইচ্ছা ইসলামী আদর্শে ডাক্তার হবার। জীবনে যাই করি কখনোই এই মকবুল প্রতিষ্ঠানকে ভুলতে পারবো না। ভুলতে পারবো না আমার প্রাণ প্রিয় উস্তাদদের কথা। ভোলা যায় না তাদের আদর, স্নেহ শাসনের কথা। সব মিলিয়ে আমার মনে যে কষ্টের ঝড় দোলা দিচ্ছে তা আমার কাছে বিশাল ত্যাগ। আমার আলিম পরীক্ষার্থী ভাইদের প্রতি বলছি "আমি চঞ্চল ছেলে বলে, দিওনা মোরে দূরে ঠেলে, কেউ আমায় যেওনাকো ভুলে। দেখা হলে জিজ্ঞাস করিও মতিউল্লাহ্ কেমন আছো?

সবার কাছে আমার আশা ও জীবনের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দোয়া প্রার্থনা করছি। সর্বশেষ, আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদগণের নেক হায়াত কামনা করছি ও মকবুল এই প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ সাফল্য কামনা করছি। হে আল্লাহ আপনি কবুল করুন। আমীন।

অশ্রুসিক্ত দু'নয়ন

আব্দুল্লাহ আল মামুন

জীবনটা চলছে সারাদিন পড়ালেখা, নামায, যিকির, আমল-আখলাক এভাবেই চলছে নাজাত কাননে সোনালী দিনগুলো আমার। কিন্তু হঠাৎ করে যেন দরজার পাশে উকি দিয়ে যায় ওহে তোমার বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে। এই কর্কট শব্দ শুনে মুহূর্তে কেঁদে উঠলো আমার হৃদয়। অশ্রুসিক্ত হয়েছে দুই নয়ন। সেদিন এসেছি এই নাজাত কাননে। এই নাজাত কাননের ফুলের পাপড়ি দিয়ে সাজিয়েছি নিজেকে। মাথার তাজ পিতৃতুল্য উস্তাদদের সংস্পর্শে থেকেছি, তাদের সাথে সম্পর্ক জুড়েছি। এতে তাদের স্নেহ, মমতায়, আর তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আল্লাহর মেহেরবাণীতে আমি এখন একজন দ্বীনি ইলেম অন্বেষি। কিন্তু আজকের এই বিদায়ের চিঠি কেমন যেন আমাকে প্রিয় উস্তাদদের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। দূরে সরিয়ে দিচ্ছে আমাকে এই মাদরাসার কর্ণধার প্রিন্সিপাল হুজুর এর কাছ থেকে। যিনি আমাকে পড়ালেখা ও বিভিন্ন বিষয়ে দিতেন পরামর্শ ও উৎসাহ। প্রিয় বন্ধুরা আজ আমার এত দুঃখের মাঝেও একটি শিক্ষা খোঁজে পাই তা হলো আজ আমরা এই নাজাত কাননকে ছেড়ে অনেকে অনেক জায়গায় যাবো। এভাবে এই পৃথিবী থেকেও আমাদের সকলকে বিদায় নিতে হবে। ছেড়ে যেতে হবে সবাইকে। তাই আল্লাহর বিধান ও তার রাসূলের আদর্শে আদর্শিত হয়েই এই ধরনি হতে বিদায় নিতে হবে। আসুন আমরা সকলে এই প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। আর এই নাজাত কানন আমাদের এটাই শিখিয়েছে। তাই প্রিয় বন্ধুদের প্রতি আমার আকুল আবেদন আমরা যে যেখানেই যাই আমরা যেন এই নাজাত কাননকে এবং পাশাপাশি এই মাদরাসার সকল উস্তাদকে কখনো ভুলে না যাই। তারা যেন আমাদের হৃদয়ে চিরদিন বেঁচে থাকে। তাহলেই আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হবো। ইনশাআল্লাহ।

দারুনাজাত আমার অভিপ্রায়

আহসান হাবীব

দারুননাজাত মাদরাসা নিয়ে আমি গর্ব করি। এ মাদরাসার ছাত্র হতে পেরে আমি ধন্য। কারণ এ মাদরাসার মত শ্রেষ্ঠ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ইতিহাসে খুব কমই রয়েছে। তাই লিখতে ইচ্ছে করছিল দারুননাজাতকে নিয়ে। আমার লেখার যোগ্যতা বা অভ্যাস কোনটাই নেই। তারপরও মনের কথাগুলো যখন হৃদয়ে ভেসে উঠল তখন আর বসে থাকতে পারলাম না।

আমার দাখিল পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর চিন্তা করতেছিলাম কোথায় ভর্তি হব। তারপর আমি দুটি মাদরাসা নির্বাচন করলাম। তার মধ্যে একটি হল দারুননাজাত আর অন্যটি হল তামীরুল মিল্লাত। কিন্তু দুটি মাদরাসার পরিবেশ সম্পর্কে আমার পূর্ণ জানা ছিল না। তারপর প্রথমে দারুননাজাত আসলাম এবং এখানকার ইলমী, আমলী পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করল। অতপর এখানেই ভর্তি হয়ে গেলাম।

আমি পূর্বের মাদরাসায় পড়া অবস্থায় সব সময় উস্তাদদের মুখে, মিশকাত শরীফ, তিরমিযি, বুখারী শরীফের নাম শুনতাম। কিন্তু নিজ চোখে দেখার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু দারুননাজাতে এসে মিশকাত, তিরমিযি, বুখারী শরীফ শুধু দেখা নয়, মিশকাতের মত কিতাবের খতমে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি।

আমাকে আরেকটি বিষয় খুবই মুগ্ধ করেছে তা হল এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে এক মধুময় সম্পর্ক এবং শিক্ষকদের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ যা অন্য প্রতিষ্ঠানে অনেকাংশে অনুপস্থিত। মাগরিব বাদ আউয়াবিন, যিকির, সাপ্তাহিক আলোচনা, কিয়ামুল লাইল, আখলাকের আলাদা ক্লাস, আমলী পরীক্ষা, এমন এক পরিবেশ কার না ভাল লাগে।

নাজাত থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। তাই বিদায়ের কথা মনে পড়লে হৃদয়টা কেঁদে ওঠে। শিক্ষকদের আদর, স্নেহ, ভালবাসা ও ছাত্র ভাইদের মধুময় আন্তরিকতা থেকে নিজেকে একাকী করে নিতে হবে এই ভেবে। নাজাত কাননের নিকট। আমার সম্মানিত উস্তাদগণের নিকট সর্বোপরি দারুননাজাত পরিবারের নিকট আমি চির ঋণী। এই ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না। তবে দারুননাজাতের জন্য হৃদয় নিঃসৃত ভালোবাসা থাকবে অনন্তকাল ব্যাপি। দারুননাজাত পরিবারের দু'আ নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই চিরকাল।

শোধ হবে না এই ঋণ

মুহা. রায়হান উদ্দিন (রাফি)

প্রবাহমান নদীর স্রোতের মত আলিমের দুইটা বছর কেটে গেল। জীবনের আনন্দের মুহূর্তই এই রকম। বেশি স্থায়ী হয়না, আর স্থায়ী হলেও উপলব্ধি করা যায়না। শেষ সন্নিক্ষণে এসে যখন চিন্তা করলাম কি পেলাম না পেলাম? তখন দুইটা কথাই উত্তর আসল : ১) অনেক কিছুই তো পেয়েছি।

২) চাইলে আরো কিছু পেতাম।

এক. শিক্ষার পাশাপাশি যে তিনটা জিনিস গভীরভাবে পেয়েছি তা হলো : আদর্শ, সম্মান আর প্রতিষ্ঠিত জীবনের পরিকল্পনা। আমাদের ওস্তাদরাই বলেন- দারুননাজাত শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় বরং এটা একটা আদর্শ। আর এর জ্বলন্ত প্রমাণও পেয়েছি। কেননা দুই বছর আগে কখনো মাগরিবের নামাজের পর ৬ রাকাত আউয়াবিন পড়ে আল্লাহর ধ্যানে জিকির মশগুল হইনি। কখনো জুমআর রাতে কিয়ামুল লাইল করিনি। কখনো জুমআর নামাজ পড়ে প্রিন্সিপাল হুজুরের মতো ওস্তাদের সাথে আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে অশ্রুসিক্ত হয়নি। আসরের নামাজের পর প্রান্ত বিকেলে গোরস্থানে গিয়ে নীরবে মৃত্যুর কথা ভাবিনি। আর এই আদর্শের ছোঁয়ায় এগুলো তখন জীবনের অংশ হয়ে গেছে।

দুই. এই নাজাত কানন ছেড়ে যখন বাড়িতে যাই তখন এর উসীলায় অনেক কদরও পাই। সমবয়সী পথে ঘাটে কারো সাথে দেখা হলে সালাম দেয়। মুসাফা বিনিময় করে। মুরুব্বিরা ভক্তি সহকারে জিজ্ঞেস করে কেমন আছো বাবা? মনে পড়ে দুই বছর আগের কথা যখন মসজিদে যেতাম নিজেকে অন্য দশজনের কাতারে রাখতে হতো। আর এখন ইমাম থাকলেও বলে, খোকা আজকে নামাজ তুমিই পড়াও। একজন ছাত্রের এর থেকে বড় সম্মান আর কি হতে পারে।

তিন. দুই বছর আগে আমি কখনো ভাবিনি হয়ত আলেম হবো না হয় একটা নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। অন্য দশজনের মতো ভাবতাম কপালে যা আছে তাই হবে। আর "বিদেশ" নামে একটা শব্দতো আছেই। আর যখন এই পরিবেশের ছোঁয়ায় অকপটে স্বীকার করি, উচ্চশিক্ষা ব্যতীত কখনো প্রতিষ্ঠিত জীবন গড়া সম্ভব নয়। বড় প্রতিষ্ঠানই বড় কিছুর পথ দেখায়।

অবশেষে বলি, দারুননাজাত তুমি মোরে করেছো ঋণী, কখনো এই ঋণ শোধ হবে না। দিয়েছো মোরে আদর্শ, সম্মান আর জীবনের পরিকল্পনা, জীবন শেষ অবধি তোমায় ভুলবনা।

স্মৃতি বিজড়িত নাজাত কানন

মুহা. শরাফাত উদ্দীন

কথায় আছে, সব কিছুরই শুরু আছে আবার শেষও আছে। তেমনি, আমাদের জীবন থেকে দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল দু'টি বছর। এ সময়টা দেখতে অল্প হলেও আমার শিক্ষার ক্ষেত্রে, তার পরিধি ব্যাপক। যা গুণ করার নামতাটাও আমার জানা নেই।

আমার জীবন পাঠ্যসূচি ছাড়া কোনো কিছু সম্পর্কে লেখার সুযোগ আমার হয়নি। তাই আমার লেখাটা হয়তো ততটা গুছানো হবেনা। হবেনা অন্য দশটি লেখার ন্যায় চমৎকার। তবুও অনুভূতিটা এক কলম লিখে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছি। দারুননাজাতে আমি আমার শিক্ষা জীবনে শুধুমাত্র আলিম ক্লাস পড়ার সুযোগ পেয়েছি। এর আগে গ্রামের মাদরাসাই নবম-দশম ক্লাস শেষ করেছি। যখন দাখিল পরীক্ষা শেষ হলো, ফল প্রকাশের প্রায় তিন মাস বাকি। এ তিন মাসে প্রতিদিনই ভাবতাম ভর্তি হবো কোথায়। তবে খুব করে ভাবতাম ভালো কোন কলেজে। কিন্তু, সময় যখন খুব কাছাকাছি আসল, তখন মনের ভাবনাটাকে কনভার্ট করে মাদরাসার দিকে মনোনিবেশ করলাম। তবে নাজাতে নয়। ইচ্ছা ছিল মিল্লাতে। কিন্তু, বাবা ছারছীনার মুরিদ হওয়ার কারণে অনিচ্ছা সত্যেও জীবন তরীটা ভিড়াতে হলো বাঘের মুখে। কথাটা একটু অদ্ভূত লাগলেও সত্য। এত শাসন নিয়ম আমার ভালো লাগত না।

তারপরও করার কিছু ছিল না। মেনে নিতে হলো প্রতিকূল অবস্থা। মনের কুচিন্তাটা দূর হলো কাঁঠালিয়া হুজুরের একটা গল্পে। তবে বিষয়টা ছিল নতুন বউয়ের শ্বশুর বাড়িতে এডজাস্টিং। হুজুরের কথার পরে মনটা যেন শীতল হয়ে গেল। যেমন করে সাপুরিয়ারা সাপকে কাঠের বক্সে বশ করে রাখে।

স্মৃতি কথা

মুহা. মাহমুদুল হাসান

আমার পাঁচ বছরের দারুননাজাত। আজ বিদায়কালে জীবনের স্মৃতিতে স্পষ্ট হচ্ছে বারবার শুধুই দারুননাজাত। জীবনের দুর্গম পথ পাড়ি দিতে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে দারুননাজাত।

ভেবেছিলাম ভর্তি হবো ঝালকাঠি এন.এস. কামিল মাদরাসার জামাতে তাহীলীতে। কিন্তু ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত দারুননাজাত মাদরাসা যেখানে তাখসীসী জামাত আছে, এটা শুনে দূরে না যেয়ে চলে আসি এখানে। প্রথমে আমার শ্রদ্ধেয় বাবা মাদরাসাটি দেখতে আসেন। ভালো পড়াশুনা এবং আমল আখলাকের গুরুত্ব দেখে বাবা আমাকে এখানেই ভর্তি করাবেন এই সিদ্ধান্তে স্থির হন। যথা নিয়মে ভর্তি পরীক্ষা দিই এবং সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ এবং ভর্তি হই।

বিভিন্ন সময় শ্রদ্ধেয় কাশিয়ানী হুজুর আমাকে পড়াশুনার ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দিতেন। তিনি ছিলেন বাবার পূর্ব পরিচিত।
শুরু হল নতুন দিগন্ত। প্রভাতে রবি উদয় হয় আর সাঁঝে অস্ত যায়। মাত্র কয়েকদিন পার হতেই চলে আসে JDC পরীক্ষা। কৃতিত্বের সাথে পাস করি। একইভাবে দিন কেটে চলে আসে দাখিল পরীক্ষা। এতেও কৃতিত্ব ধরে রাখি। গোল্ডেন A+ অর্জন করি। (আলহামদুলিল্লাহ)

আলিমের দিনগুলি এত তাড়াতাড়ি কেটে যাবে ভাবতেও পারিনি। দারুননাজাতের ছাত্রদের দেখলে মনে হয়, এরাই আগামী দিনের নেতৃত্ব দানকারী।
আমার দেখা দারুননাজাত এত ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মধ্যে আছে ছাত্রদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, আন্তরিকতা, শিক্ষণীয় শাসন এবং স্নেহের পরশ মিশানো আদর। আমার প্রিয় শিক্ষকদের দু'জনের কথা উল্লেখ করছি। ইংলিশ স্যার, যিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও আন্তরিক। পড়ানোর ক্ষেত্রে তার মধ্যে আছে একটি চমৎকার অভিনয় যার মাধ্যমে সহজেই ক্লাসে মনোযোগী হয়ে যেতাম। উচ্চ আওয়াজে ক্লাস নিতেন এবং আবেগ মাখা ভালবাসা দিয়ে পড়া বুঝাতেন।

এসব এখন শুধুই স্মৃতি। 'বিদায়' শব্দটি শুনলে মনটা কেঁপে ওঠে। কি বা আছে এই শব্দে? কেমিস্ট্রি স্যার, যিনি কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম পরামর্শদাতা এবং ধৈর্যশীল ব্যক্তি। একদিন পড়া বুঝতে না পাড়ার কারণে তিনি আমাকে বললেন এই গাধা। সঙ্গে সঙ্গে পড়াটি বুঝে যাই। সুবহানাল্লাহ। শিক্ষকের গাধা বলার মধ্যেও কত বরকত। তাছাড়াও যাদের সাহচার্যে জীবন ধন্য তারা হলেন- ফরীদগঞ্জী হুজুর, তুষপুরী হুজুর, টুমচরী হুজুর প্রমুখ।

এভাবে প্রত্যেক শিক্ষকই আমার মাথার তাজ সমতুল্য যাদের ঋণ শোধ করবার মতো নয়। প্রিন্সিপাল হুজুরের সুদক্ষ পরিচালনায় এই নাজাত কানন এগিয়ে যাচ্ছে কঠিন সময়েও। জুমাবার মসজিদে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে এ মহান মনীষী যে মোনাজাত পরিচালনা করেন তা অন্যতম স্মৃতি। জীবনেও ভুলবো না।

মিশকাত ক্লাস আমার হৃদয়ের গহীনে লুকিয়ে থাকা এক স্বপ্নের ক্লাস। মিশকাত খতমের ক্লাসের মতো সৌভাগ্যের কথা চিন্তাও করিনি। বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ায় পড়ার চাপের কারণে অনেক ক্লাসই মিস হয়ে যায়। যেদিন ক্লাস সমাপ্ত হয় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। চোখের কোণায় পানি এসে যায়। হে আল্লাহ, যদিও থাকতে পারিনি নিয়মিত তবুও বরকত এবং শাফায়াতুন নবীর সা. দরজা বন্ধ করিও না। ভুল অপরাধ ক্ষমা কর।

পরিশেষে আমার শিক্ষকবৃন্দ ও সহপাঠীদের কাছে আমার মা-বাবা ও আমার জন্য দোয়া চাই যেন উভয় জগতে সফলতার স্বর্ণ শিখরে পৌঁছতে পারি। হে নাজাত কানন, জানি না কোনদিন তোমার বুকে ফিরে আসবো কিনা তবে কিছুতেই তোমার স্মৃতি ভুলবো না।

আমি ও দারুননাজাত

মুহা. আব্দুল কাইয়ুম

দাখিল পরীক্ষার পর উচ্চ শিক্ষার আশায় ঢাকায় আসি। দারুননাজাত মাদরাসার কথা কোন দিন শুনিনি। যখন ঢাকায় আসি তখন মাদরাসার খোঁজে বের হই। আমার পরণে ছিল গেঞ্জি ও প্যান্ট। খোঁজাখোঁজির পর মাদরাসায় পৌঁছে গেলাম। মনে করেছিলাম এই মাদরাসা গ্রামের কোন মাদরাসার মতই হবে। মাদরাসার আকার দেখে খুব অবাক হলাম এবং ভালো লাগল। কিছুক্ষণ পর মাদরাসার অফিসে ঢুকলাম এবং সালাম দিলাম। অফিসে ঢুকার পর একজন স্যারের সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমার সালাম গ্রহণ করলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "স্যার ভর্তি ফি কত? আমি স্যারকে দেখে খুব অবাক হই। দারুননাজাত এর শিক্ষক হয়েও তার মুখে কোন দাঁড়ি নেই। আমার পরণে ছিল শার্ট, প্যান্ট। সে বলল, "যাও ১২ তারিখে এসো" পরে ১২ তারিখে এসে ভর্তি হলাম। তবে মেধা যাচাই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে। এরপর বাড়ি চলে গেলাম। অনেক দিন পর বাড়ি থেকে আসলাম। আসার আমাকে রিয়াজুল জান্নাত- ০১ হলে দেওয়া হলো। সেখানে আমাদের জেলার অনেক ছাত্রদের দেখতে পেলাম। আমি খুবই সাচ্ছন্দবোধ করলাম তাদেরকে দেখে। এরপর থেকে নিয়মিত ক্লাস শুরু হয়। আমি প্রতিদিন ক্লাস করলাম। মাদরাসায় আসার পর থেকে এ পর্যন্ত অনেক ঘটনা ঘটেছে আমার সাথে। যা বর্ণনা করলে শেষ হবার নয়। ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের যে আদর শাসন আমি দেখেছি। তা আমার জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। নিজেকে খুব গর্বিত মনে করি, যখন দেখি আমার গায়ে পাঞ্জাবি, পায়জামা, টুপি। আর দারুননাজাতের একজন ছাত্র।

জীবনের স্বপ্ন, স্বপ্নের জীবন

মুহা. ছানাউল্লাহ

স্বপ্ন যদি না হত জীবন হত ধূ-ধূ মরুভূমি, কিংবা শুকিয়ে যাওয়া নদী, বেদনা ও যন্ত্রণা এবং অভাব ও বঞ্চনার এ জগতে। জীবনে মানুষ বেঁচে আছে শুধু স্বপ্নকে অবলম্বন করে। ঝড় আসে, তুফান আসে, সাজানো বাগান উজাড় হয়ে যায়, তবু জীবনের গতি থেমে যায় না। কারণ জীবনের ধ্বংসলীলার মাঝেও মানুষ স্বপ্ন দেখে জীবনের। কিন্তু, জান কি হে বন্ধু? কোথায় স্বপ্নের বাস্তবতা? কিসে জীবনের সফলতা? কেবল ত্যাগ আর সাধনার মাঝেই খুঁজে পাই আমরা স্বপ্নের বাস্তবতা এবং জীবনের সফলতা। যে ত্যাগ তিতীক্ষার কোন পুঁজি পাওয়া যায় না। সে স্বপ্ন বাস্তবের বিশাল প্রান্তরে কিছুতেই ঠাঁই পায় না। যে স্বপ্নে অলসতার জয়জয়কার, সে স্বপ্নে সফলতার হাহাকার। যে স্বপ্নে উদাসীনতার জয়ধ্বনি, সে স্বপ্নে বিজয়ের আহাজারি। শোন হে বন্ধু! যে শুধু ফুলের সুবাস নিতে চায়, কিন্তু ফুলের সঙ্গে থাকা কাটার আঘাত সইতে জানে না, সে কখনো ফুলের সুবাস গ্রহণ করতে পারবে না। সে কখনো সূর্যের আলোয় আলোকিত হতে পারে না। সুতরাং যে স্বপ্নের বাস্তবতা দেখতে চায়, জীবনের সফলতা অর্জন করতে চায়, অবশ্যই তাকে অলসতা ত্যাগ করতে হবে, বিলাসিতা বিসর্জন দিতে হবে এবং অবিরাম সাধনা চালিয়ে যেতে হবে তবে পাবে সে সফলতার হাতছানি। তাহলে এসো হে বন্ধু, আমরা স্বপ্ন দেখি, সেই স্বপ্ন যে স্বপ্নের ফুল ফোটে বাস্তবের বিশাল চত্বরে, আমরা স্বপ্ন দেখি সেই সবুজের, যে সবুজের আন্দোলন সবাইকে মোহিত করবে। এসো হে নবীন, আমরা স্বপ্ন দেখি এক সুন্দর সকালের, যেখানে রাতের অন্ধকার থাকবে না, থাকবে শুধু ভোরের রাঙ্গা সূর্যের মিষ্টি হাসি। যেখানে ঘাসের ডগায় জলকণাগুলো সূর্যালোকে ঝলমল করবে। সবকিছু ধোয়া ধোয়া হবে। কোথাও কোন অবিলতা থাকবে না, থাকবে শুধু পবিত্রতা ও শুচি-শুব্রতা। এসো হে তরুণ, ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত, আমরা আনিবো রাঙ্গা প্রভাত, আমটা টুটাব তিমির রাত।

কখনো কি হবে সাক্ষাৎ

মুহা. রাশেদ

এটাই সত্য কথা যে, মানুষ চিরদিন এক সাথে বাস করতে পারে না। কারণ সকল মানষের জীবনের লক্ষ্য এক নয়। কারণ সকল মানুষের জীবনের লক্ষ্য এক নয়। সকল মানুষের চিন্তাও এক নয়। একেকজন মানুষের জীবনের লক্ষ্য একেক রকম। অপর একজন মানুষের সাথে সাদৃশ্য পাওয়া বড়ই কঠিন। তেমনি, একেকজন ছাত্র ভাইয়ের জীবনের লক্ষ্য একেকরকম। কারো লক্ষ্য হলো যোগ্য আলেম হয়ে দেশ ও জাতির সেবা করা। আবার কারো লক্ষ্য হলো দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও মাদরাসা শিক্ষার জাগরণ গড়ে তোলা। আবর কারো লক্ষ্য হলো পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার মাধ্যমে বাঙালি জাতির শিক্ষার কথা প্রমাণ করা, আর মাদরাসা শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব জাতিকে জানিয়ে দেওয়া। তাই একেকজনের একেকটা লক্ষ্য থাকবেই। আর তাদের দ্বারা এটা সম্ভব, যাদের প্রচেষ্টা রয়েছে সর্বোচ্চ। আর তাদের দ্বারাই জাতির স্বপ্ন পূরণ হবে। যাই হোক আর কি সম্ভব হবে এই কাননে সকল ছাত্র মিলে ওস্তাদের কথা শুনে শিক্ষা করা? না এটা সম্ভব নয়। তাই বল, ভুলে যাওয়া কি যাবে এই কাননের কথা? না কখনোই নয়। ভুলে যাওয়া কি যাবে মোর মাথার তাজ, যারা শিক্ষা দিয়েছেন তাদের কথা? না মোটেও নয়। ভুলে যাওয়া কি যাবে উস্তাদের স্নেহের কথা? না হবে না এটা। তাদের স্নেহের কথা মনে পড়বে চিরদিন। আর কখন কি সম্ভব হবে এই কাননে সাপ্তাহিক জলসার উপস্থিত হওয়া? আর কখনো হবে কি মিশকাত শরীফ খতমের ক্লাসে হাজির হওয়া? আর কি পাব না উস্তাদদের স্নেহ মমতা, আর ভালোবাসা? ভুলে কি যাওয়া যাবে জামায়াতের সাথে নামাযা আদায়ের কথা? প্রশ্ন থেকেই যাবে মোদের হৃদয়ে চিরকাল!

বিদায়ের ইতি পরিসমাপ্তি

মুহা. নাজমুল ইসলাম

বিদায়ী বার্তাটা কানে শোনা মাত্র বুকটা হুহু করে কেঁদে উঠলো। সুদীর্ঘ দুটি বছর ধরে যে সব রুহানী পিতা ওস্তাদগণের স্নেহ পরশের ছোঁয়ায় থেকে বিদায় বর্ষা ধারায় উষ্ণ হৃদয় সিক্ত করতাম। বাস্তবতার নির্মম কষাঘাত আজ আমাকে ছিন্ন করেছে তাদের মায়াময় সংস্পর্শ থেকে। প্রতিক্ষণ যে সব সহপাঠিদের সাথে বসে মাথার তাজ ওস্তাদগণের মুখ নিসৃত মধুমাখা কণ্ঠে হেদায়েতের আলোকবর্তিকা স্বরুপ হৃদয় গ্রাহ্যি পাঠ দান বুকের মাঝে ধারণ করতাম। যাদেরকে এক মুহূর্ত পাশে না পেলে মনটা অস্থির হয়ে উঠত। তাদেরকে হারাবার সেই বিষাদময় সংবাদ আমাকে বিষাক্ত কাল নাগিনীর ভয়াল সোবলের ন্যায় বার বার দংশন করছে। হৃদয়ের পাতায় গাথা হাজারো স্মৃতি তুমুল আলোড়ন তুলে মনে করে দিচ্ছে অতীতের হারানো ঘটনাবহুল জীবনটাকে। ইচ্ছে হচ্ছে বিদায়টাকে বন্দিশালায় অন্ধকার প্রকোষ্টে রুদ্ধ করে অথবা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে চির বিদায় জানিয়ে ওস্তাদ আর সহপাঠিদের বুকে আগলে রেখে সারাটি জীবন কাটিয়ে দিতে। কিন্তু সময়ের নিষ্ঠুর দাবি তা মানবে না। তাই বুকের ব্যথা বুকে চাপা দিয়ে, ব্যাথাতুর হৃদয়ে, আঁখি ছল ছল বদনে বিদায় জানাতেই হচ্ছে।

পরিশেষে বলতে চাই আমার প্রিয় বন্ধুরা যেখানেই থাক যেভাবেই থাক আমায় ভুলনা কভু। আল্লাহ! আমাদেরকে পৃথিবীতে সফলতা ও পরজীবনে সুশীতল জান্নাতের সুনিবিড় ছায়ায় একটু জায়গা করে দিও। আমিন।

হৃদয় নিংড়ানো অনুভূতি

মোঃ সোলায়মান

কোনো জীবনের শুরু মানেই তার একটি শেষ আছে। এ থেকে আমরা কেউ রেহাই পাব না। জীবনের বিভিন্ন সময়ে, স্তরে-স্তরে আমাদের সামনে একে রকম অনুভূতি নিয়ে উপস্থিত হয় "বিদায়" নামক শব্দটি। বিদায় শব্দটি কখনও বিদায় হওয়ার নয়। ক্ষুদ্র এ জীবনের কত মানুষের সাথেই তো পরিচয় হয়েছে, কতজনের সাথে মনের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করেছি, কতজনের ভালবাসা পেয়েছি। হৃদয়ের অতল গহীনে গড়ে উঠেছে কতনা হৃদ্যতা! মনে পড়ে কতজনায়, কত স্মৃতি এ স্মৃতি অনুভূতি কলমের কালিতে লেখা সম্ভব নয়। কতজনের সাথে হৃদয়ের মিলনে বন্ধুত্ব হয়েছে। তাদের থেকে বিদায় নেয়ার পরে অনেক বছর অতিবাহিত হল আর দেখা হল না। মনের একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও না। শিক্ষার কোন বিদায় হয় না। কিন্তু শিক্ষা স্তরের বিদায় হয়। জীবনের এই ক্ষণকালে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর থেকে বিদায় নিচ্ছি। এ বিদায় শিক্ষা জীবনের জন্য চির বিদায় নয় বরং আগামীর জন্য একটা অনুপ্রেরণা। এ জ্ঞান সাধনা যেন স্বার্থক হয় আমাদের জ্ঞান পিপাসু প্রত্যেক ছাত্রের। এ বিদায় যেন দাগ কেটে যায় হৃদয়ে গহীন অন্তরায়। তোমাকে মনে পড়ে বারবার হে বিদায়! হে বন্ধু ! হে নাজাত।

বিদায়

মুহা. আনজার শাহ

পৃথিবীর সবচেয়ে বাস্তব ও কঠিন শব্দ, এর বাস্তবতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। বিদায়ের এই বাস্তবতাকে ঘিরেই অতীত হয়ে যায় কিছু স্মৃতি, কিছু স্বপ্ন, আর সেই স্মৃতি ও স্বপ্নকে ধরে রাখতে মানুষের চেষ্টার কমতি নেই। মানুষ ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীতে আসে, তবুও মানুষ রেখে যেতে চায় জীবনের চিহ্ন। স্মৃতি রেখে যাওয়ার আর স্মৃতি হয়ে থাকার আগ্রহটা মানুষের স্বভাবগত একটি বিষয়। তবে সফলতার মানদন্ডে একজন মানুষ তখনই সফল হবে যখন তার রেখে যাওয়া স্মৃতি, তার জীবনের চিহ্ন আর কর্মের সুফল কল্যাণ বয়ে আনবে সৃষ্টিকুলের।

প্রকৃত বিদায়ের এক আগাম বার্তা নিয়ে আমরা আজ দারুননাজাতের চৌকাঠ পেরিয়ে যাচ্ছি। আসাতিযায়ে কেরামের নিঃস্বার্থ ভালবাসা আন্তরিক দোয়া আর তাঁদের সঠিক নযরিয়া আজ আমাদের অবলম্বন, যাদের তত্ত্বাবধানের উছিলায় আল্লাহ তায়ালা আমাদের পদস্থলন থেকে দূরে রেখেছেন। হে আল্লাহ! এই ছায়া আমাদের জন্য দীর্ঘায়িত করুন। আমীন।

Connect With us :

Group page : DSKM Alim Batch 2016

Like Page : DSKM Alim Batch 2016

এই স্মারকটি সরাসরি অনলাইনে পেতে ভিজিট করুন :

www.Amaderpage.com

কিভাবে কুরান মানব জাতির পথ নির্দেশিকা

মুহা. আনওয়ার হোসাইন

যুগে যুগে মানুষ পথ চলার জন্য বিভিন্ন দর্শন ও মতবাদ আবিষ্কার করে। মানব জাতিকে পথ দেখানোর জন্য দার্শনিক সক্রেটিস, এরিস্টটল এবং প্লেটো আদর্শ রাজা ও দার্শনিক রাজার জয়গান গেয়েছেন। দার্শনিক রাজার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তাদের কাল্পনিক রাজার সাক্ষাৎ তারা পাননি।

এ ছাড়া ও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দার্শনিক মানব জাতিকে পথ দেখানোর জন্য বিভিন্ন মতবাদ আবিষ্কার করেন। সতের শতকের দিকে ইতালিবাসীকে পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে দার্শনিক মুসোলিনী খণ্ড বিখণ্ড ইতালিবাসীকে জাতীয়তাবাদের দিকে আহ্বান করেন যা কেবল জাতি পুঁজার সংকীর্ণ মতবাদে পরিণত হয়। জাতীয়তাবাদের মূল বক্তব্যই হচ্ছে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু এতে জাতি পরিচালনার কোন দিক নির্দেশনার অস্তিত্ব নেই।

যদি জাতীয়তাবাদকে প্রশ্ন করা হয়-

কিভাবে আমি আমার জীবন পরিচালনা করব?
মানুষের সাথে কিভাবে কথা বলব?
প্রতিবেশীর সাথে কেমন ব্যবহার করব?
কিংবা কিভাবে পারস্পরিক লেনদেন করব?

এসব প্রশ্নের কোন উত্তর জাতীয়তাবাদের কাছে নেই।

আবার ঊনিশশতকে অর্থনৈতিক মুক্তির শ্লোগান তুলে নাস্তিক্যবাদী মতবাদে বিশ্বাসী কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফেডরিক এঙ্গেল (১৮২০-১৮৯৫) সমাজতন্ত্রের গোড়া পত্তন করেন। এ মতবাদের মূল কথা হচ্ছে মানব জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি। কিন্তু মানুষ কেবল অর্থনৈতিক জীব নয়। এ মতবাদ ও মানব জাতিকে তার জীবন পরিচালনার কোন দিক নির্দেশনা দিতে পারেনি। যদি জানতে চাওয়া হয়, কিভাবে আমি আমার জীবন পরিচলনা করব? কিভাবে আমাকে পথ চলতে হবে? পিতা-মাতার সাথে কিরকম আচরণ করব? ইত্যাদি প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না সমাজতন্ত্র।

অতিসম্প্রতি বিশ্বব্যাপী শ্লোগান উঠেছে গণতন্ত্রই মানুষের মুক্তির পথ। কিন্তু গণতন্ত্র কেবলমাত্র একটি নির্বাচন পদ্ধতি বৈ কিছুই নয়। এতে ও মানব জাতির জন্য কোন দিক নির্দেশনা নেই।

আমি কি খাব, কিভাবে খাব, কিভাবে অর্থনৈতিক লেনদেন করব, কিভাবে সামাজিক কাজকর্ম করব, যদি গণতন্ত্রকে এ জাতীয় প্রশ্ন করা হয় তাহলে এর উত্তর নীরবতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ এগুলো সবই মানব রচিত মতবাদ।

অপর দিকে ইসলামের মূল গাইডবুক আল-কুরআনকে যদি জীবন পরিচালনা সংক্রান্ত অথবা জীবনের যে কোন বিভাগের সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয় তাহলে তার সুন্দরতম উত্তর পাওয়া যায়।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– مارفرطنا فى الكتاب من شئ

অর্থাৎ আমি এ কিতাবে কোন কিছুই বাদ দেইনি। (সূরা আনয়াম: ৩৮)

এতে বুঝা যায় সকল মুগের সকল মানুষের যে কোন বিষয়ের সমস্যার সুন্দরতম সমাধান একমাত্র কুরআনই দিতে পারে। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক, বিয়ে, তালাক লেন-দেন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। যেমন মানুষ প্রথমত তার মনেরভাব প্রকাশ করে কথা বলার মাধ্যমে।

- যদি আল কুরআনকে প্রশ্ন করা হয়, আমি কিভাবে কথা বলব? তাহলে, কুর-আন উত্তর দেয়– يأيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

"অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং কথা বল সহজ সরলভাবে (অর্থাৎ কোমলভাবে)। সূরা আহযাব: ৭০

- যদি প্রশ্ন করা হয় আমি কিভাবে পথচলব?

তাহলে কুরআন উত্তর দেয়– الذين يمشون على الارض هونا

অর্থাৎ যারা জমিনের ওপর বিনম্রভাবে পথচলে "অর্থাৎ বিনম্রভাবে চলা ফেরা করে। (সূরা ফোরকান: ৬৩)

- পথ চলতে গেলে কেউ যদি গতিরোধ অথবা দুর্ব্যবহার করে তখন আমি কী করব?

কুরআন উত্তর দিচ্ছে– واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما

যখন কোন অজ্ঞ (মূর্খ) ব্যক্তি সম্বোধন করে কিছু বলে (অর্থাৎ বিতর্ক) করে তাহলে তোমরা বলো সালাম। অর্থাৎ (তোমরা তার সাথে শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করবে) সুরা ফোরকান: ৬৩

- কেউ আমার সাথে এমন আচরণ করছে যে কারণে আমার ক্রোধের সৃষ্টি হয়েছে এখন আমার করণীয় কী?

কুরআন বলছে– الكاظمين الغيظ। তারা তাদের রাগকে সংযতকারী (অর্থাৎ তুমি তোমার রাগকে সংযত কর। (আল ইমরান: ১৩৪)

- দুর্ব্যবহারের মাত্রা এমন যাতে আমার প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা রয়েছে এমতাবস্থায় আমি কী করব?

কুরআন বলছে– **والعافين عن الناس والله يحب المحسنين**

"তারা মানুষকে ক্ষমাকারী (অর্থাৎ তুমি মানুষকে মাফ করে দাও) নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীকে ভালোবাসেন।" (আল ইমরান: ১৩৪)

- যদি কুরআনকে প্রশ্ন করি, আমি কি খাব, কিভাবে খাব?

কুরআন সাথে সাথে উত্তর দিচ্ছে– **كلوا واشربوا ولاتسرفوا**

অর্থাৎ " তোমরা খাও এবং পান কর, কিন্তু অপচয় করনা" (আরাফ: ৩১)
অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন- তোমরা হালাল ও পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ কর।

- যদি কুরআনকে প্রশ্ন করা হয় কোন কোন খাবার নিষিদ্ধ?

তাহলে কুরআন উত্তর দিচ্ছে-

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الاما ذكيتم

অর্থাৎ তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ ব্যতিত অপরের নামে জবাইকৃত পশু। অর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, উচু হতে নিচে পতিত হয়ে মৃত জন্তু, শিংয়ের আঘাতে মৃত জন্তু এবং যা হিংস্র পশু খেয়েছে তবে তোমরা যা জবাই করতে পেরেছো তা ব্যতিত। (সূরা মায়েদা: ৩)

- যদি প্রশ্ন করি পিতা-মাতার সাথে কি রকম আচরণ করব?

তাহলে কুরআন বলেদেয়- **وبالوالدين احسانا**

অর্থাৎ পিতা-মাতার সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার কর। (আল ইসরা:২৩)

- যদি কুরআনকে প্রশ্ন করি স্ত্রীদের সাথে কিরূপ আচরণ করব?

তাহলে কুরআন উত্তর দেয়– **وعاشروهن بالمعروف**

অর্থাৎ তোমরা স্ত্রীদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ কর। (সূরা নিসা: ১৯)

- যদি কুরআনকে প্রশ্ন করি আমার বন্ধু দরকার, কার সাথে আমি বন্ধুত্ব করব?

কুরআন উত্তর দিচ্ছে- **يايهاالذين امنوا التقوا الله وكونوا مع الصادقين**

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথী হও। (সূরা তাওবা: ১১৯)

অর্থনৈতিক ব্যপারে যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে কুরআন উত্তর দেয়-احل الله البيع وحرم الربوا তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে এবং সুদকে হারাম করা হয়েছে। (সুরা বাকরা: ২৬৫)

এভাবে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনই মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক। যাতে রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান এবং উত্তম জীবন ব্যবস্থা। রাসূল সা. জীবনের শেষ প্রান্তে ঐতিহাসিক আরাফার ময়দানে বিদায় হজ্জের ভাষণে বর্তমান ও আগামীর উদ্দ্যেশে বলেন-

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি তোমরা যদি তা অনুসরণ কর (আঁকড়ে ধর) তাহলে কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। তার একটি হচ্ছে আল-কুরআন আর অপরটি হচ্ছে আমার সুন্নাহ।

মুসলমানদের পাওয়ার হাউস অর্থাৎ শক্তির উৎসই হচ্ছে আল কুরআন। এশক্তির কারণে মুসলমান আল্লাহ ব্যতিত আর কারো সামনে মাথা নত করে না। আল্লাহ ব্যতিত আর কারো নির্দেশ পালন করে না। জীবন বিলিয়ে দিতে পারে তবুও বাতিলের সাথে আপোস করে না।

উল্লেখ্য যে, ভারতীয় উপমহাদেশে জন্ম হয়েছিল তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ, টিপু সুলতান ও খানজাহান আলী প্রমুখ সাহসী আল্লাহর সৈনিকের। ইংরেজ শাসকরা এদের অনেককে অন্যায়ভাবে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। দ্বীপান্তরিত করেছে। শত অন্যায় ও নির্যাতনের মুখে ও মুসলমানদেরকে ভরকে দেয়া যায়নি। বরং শতগুণ ইসলামী চেতনা নিয়ে ফাঁসির কাষ্ঠে হাসিমুখে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। তাদের এ শক্তির উৎসই হচ্ছে আল কুরআন।

প্রসঙ্গত ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদেরকে কঠিনভাবে দমন নির্যাতন করার পরেও কেন বার বার তারা আবার জেগে ওঠে? কোথায় এ শক্তির উৎস? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ব্রিটিশ কলোনিয়াল সেক্রেটারী গোল্ডস্টোনকে দায়িত্ব দিয়ে উপমহাদেশে পাঠিয়ে ছিল ইংরেজ সরকার। দীর্ঘ জরিপ ও গবেষণা শেষে গোল্ডস্টো পার্লামেন্টে যে রিপোর্ট জমা দেন, তার সারাংশে একটি মন্তব্য জুড়ে দেয়। তার ভাষায়-

So long as the muslim have the Quran we shall be unable to dominaet them. We must either take it from them or make them lose their love of it.

অর্থাৎ আমরা মুসলমানদের উপর বিজয়ী হতে পারবনা। যতদিন তাদের কাছে কুরআন থাকবে। আমাদেরকে হয় এটি তাদের কাছ থেকে কেঁড়ে নিতে হবে অথবা তাদের মন

থেকে এর প্রতি ভালোবাসা মুছে দিতে হবে। আজ একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, তারা আমাদের হাত থেকে কুরআন কেঁড়ে নিতে পারেনি, তবে আমাদের হৃদয় থেকে কুরআনের ভালোবাসা মুছে দিতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয়।

কুরআন আমাদেরকে দুর্বল কিংবা হতভাগ্য করার জন্য নাযিল হয়নি। কুরআন এসেছে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিনত করা জন্য। আজ সে কুরআন অনুসরণ হয়না বিধায় আমরা মুসলানরা নির্যাতিত, নিপীড়িত নিস্পেষিত। এর একমাত্র কারণ হল কুরআনের পূর্ণ অনুসরণ না করা।

আল্লাহ পাক বলেন-

افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فماجزاء من يفعل ذالك منكم الا خزى فى الحيوة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون (سورة البقرة)

অর্থাৎ তোমরা কি এ কিতাবের কিছু অংশ মেনে নিয়েছ এবং কিছু অংশকে অবিশ্বাস করছ (ছেড়ে দিয়েছ)? যে ব্যক্তি এহেন কাজ করে তাদের দুনিয়ার জীবনে রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তির মাঝে নিপতিত করা হবে, তোমরা যা করছ আল্লাহ তায়ালা সেসব বিষয়ে মোটেও উদাসীন নন। (সূরা বাকারা: ৮৫)

ماأنزلنا عليك القرآن لتشقى-অন্যত্র আল্লাহ বলেন-

তোমার প্রতি কুরআন এজন্য নাযিল হয়নি যে তুমি এটা পাওয়া সত্ত্বেও হতভাগ্য হয়ে থাকবে। (সূরা ত্বহা: ২)

ড. ইকবাল বলেন-

"ওয়ে যামানা মেঁ মুয়াযযায থে
হামেলে কুরআনে হোকার
আওর তোমখার যলিলে হোয়ে
তারেখে কুরআনে হোকার"

অর্থাৎ সম্মানিত হয়েছেন তারা কুরআন বহন করে, অপমানিত লাঞ্ছিত তোরা কুরআন ত্যাগ করে।

আল্লাহর দেয়া কিতাব অর্থাৎ পথনির্দেশিকা অনুসরণ করা হলে আকাশ থেকে রিযিক বর্ষণের এবং জমিন থেকে খাদ্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন-

ولوانهم اقاموا التورات والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوامن فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون

তাওরাত, ইঞ্জিল এবং অন্যান্য যেসব কিতাব তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল তারা যদি তা অনুসরণ করে চলত তবে তাদের প্রতি আকাশ হতে রিযিক বর্ষণ করা হত এবং জমিন হতে খাদ্যদ্রব্য ফুঁড়ে বের হতো। সুরা মায়েদা: ৬৬)
কিন্তু আল্লাহর নির্দেশিকা অমান্য করার কারণে আল্লাহ আমাদের উপর দুঃখ কষ্ট দারিদ্রতা ও লাঞ্ছনা ইত্যাদি চাপিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন- **وضربت عليهم الذلة المسكنة وباؤوا بغب من الله**
অর্থাৎ লাঞ্ছনা এবং পরমুখাপেক্ষিতা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর গজবে তারা পরিবেষ্টিত পড়েছিল। (সূরা বাকারা: ৬১)

১. আল কুরআন রহমত, প্রভাব বিস্তাকারী ও সতর্ককারী:
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন-

وننزل من القرأن ماهو شفاء ورحمة اللمؤمنين ولا يزيد الظالمين الاخسارا
আমি কুরআনে এমন সব বিষয় অবতীর্ণ করেছি, যাতে মুমিনদের (মানসিক এবং শারিরীক রোগের) জন্য রয়েছে নিরাময়। আর এ কুরআন যালিমদের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনা। (সূরা বনী ইসরাইল: ৮২)

২. কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত:
تقشعرمنه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذالك هدى الله يهدى به من يشاء
অর্থাৎ যারা তাদের রবকে ভয় করে (এই কিতাব পাঠ ও শ্রবণ করে) তাদের লোম শিউরে উঠে। তারপর তাদের দেহমন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্বরণে নিবিষ্ট হয়। এটি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত, যাকে ইচ্ছা আল্লাহ এ হিদায়াত দিয়ে থাকেন। (সূরা যুমার: ২৩)

৩. কুরআন ঈমান বাড়িয়ে দেয়:
واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون
অর্থাৎ যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা বেকলমাত্র তাদের প্রভুর ওপরই ভরসা করে। (সূরা আনফাল: ২)

৪. আল-কুরআন বিনয়ী করে দেয়:
لوانزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

অর্থাৎ আমি যদি এ কুরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম তবে দেখতে পেতে পাহাড় আল্লাহর ভয়ে নুয়ে পড়েছে এবং ফেঁটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। আমি মানুষের সামনে উপমা এজন্য পেশ করছি যাতে করে তারা চিন্তাভাবনা করে দেখে। (সূরা হাশর: ২১)

মহানবী সা. বলেছেন, যেই ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং মুখস্ত করে আর এতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে মেনে চলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার আত্মীয় স্বজনদের মধ্য থেকে এমন ১০ জনের জন্য তার সুপারিশ কবুল করবেন, যাদের প্রত্যেকের জন্য দোযখ নির্ধারিত ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা আমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি যে, সামান্য একটু কাপড় দিয়ে যদি কুরআনশরীফের একটি গিলাফ তৈরী করা হয় আর একখন্ড কাঠ দিয়ে একটি রেহাল তৈরি করা হয় আর তা কুরআনের সংস্পর্শে থাকার কারণে আমরা তাকে কতইনা সম্মান করে থাকি। ঠিক তদ্রুপ এই কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক যদি অটুট রাখতে পারি এবং আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত তার শাসন বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে কত মর্যাদার অধিকারী হব তা একটু ভেবে দেখার বিষয়।

كلكم راع ولدكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

সুন্দর করে কথা বলা এক প্রকার আর্ট

মুহা. মাহী উদ্দিন ফয়সাল

বিশাল বিশ্বের প্রভু বিচার দিবসের বিভু
চির মহান মা'বুদ এর প্রতি লাখো কোটি সুজুদ;
সরওয়ারে কায়েনাত জগত সমূহের রহমাত
চির মহীয়ান নবীজীর সা. প্রতি লক্ষ কোটি দরূদ।

দৈনন্দিন জীবনের মনের যথার্থ ভাব প্রকাশের লক্ষ্যে আমরা একে অপরের সাথে কথা বলি। হৃদয়ের অনুভূতি উপমা ও অনুপ্রাস দ্বারা ব্যক্ত করার জন্য স্বরযন্ত্র থেকে উৎসারিত শব্দ- সমষ্টি-ই ভাবের উন্মেষ ঘটায়। অন্তরনিহিত চিন্তা, চেতনা ও আবেগ-উচ্ছ্বাস এবং আবেদন-নিবেদন বিপুল প্রসারী কথার রেণুতে প্রকাশ পায়।

আল-কোরআন এবং নবীজীর সা. হাদীস কথা বিনিময়ের যে সৌজন্যমূলক কৌশল শিক্ষা দেয় তা কাল উত্তীর্ণ শিক্ষা হিসেবে বিদিত। অর্থাৎ প্রতিদিনের সংলাপ মহিমান্বিত হয়ে ওঠে কোরআন সুন্নাতে বর্ণিত প্রকাশভঙ্গির তাৎপর্যগত আদর্শের মাধ্যমে। যেমন বড়দের সাথে, পিতামাতা এবং ওস্তাদদের সাথে কথা বিনিময় করতে হবে শ্রদ্ধাজড়িত কণ্ঠে। প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধবের সাথে বাক্য বিনিময় হতে হবে সম্প্রীতির সুরে। আর ছোট, এতীম এবং দাস-দাসীর সাথে সংলাপ হবে স্নেহমাখা কণ্ঠে। কথা বলার এরূপ স্তর বিন্যাস প্রতিষ্ঠিত হলে মানব পরিবেষ্টিতে সমাজে সম্প্রীতি মূলক নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। যেমন আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন-

وقل لعبادى يقولوا التى هى احسن

অর্থ: আর আমার বান্দাদের বলে দিন তারা যেন এরূপ কথা বলে যা উত্তম। (বনী ইসরাঈল- ৫৩)

وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتمى والمسكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمنكم إن الله لايحب من كان مختالا فخورا–

অর্থ: পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন, এতিম-মিসকিন, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সুন্দর ব্যবহার করবে। আল্লাহ তায়ালা দাম্ভিক আত্ম গরীমাকে মোটেও পছন্দ করেন না। (নিসা-৩৬)

وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالو الدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما اوكلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربينى صغيرا–

অর্থ: আর আপনার প্রভু প্রদেশ করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করা যাবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদের সামনে "ওহ" শব্দটি ও উচ্চারণ করবে না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ে কথা বলবে না। বরং শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলবে। তাদের সমীপে নম্রভাবে অবনত হয়ে থাকবে। আর আমার কাছে নিবেদন করতে থাক, হে প্রভু! তাঁদের প্রতি দয়া বর্ষণ কর যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে রহমতের কোলে লালন পালন করেছে। (বনি ইসরাঈল ২৩-২৪)

তাছাড়া মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলা এবং সুন্দর আচরণ করার জন্য রাসূল সা. ও হাদীস শরীফে উৎসাহ প্রদান করেছেন। নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদীস উল্লেখ করা হলো।

عن عبد الله بن عمرو رض الله عنه عن النبى ﷺ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه وايده.

Abdullah-Ibn-Amar reported that the Holy Prophet (S.A.W) said, "A real muslim is one from whose tongue and hands the other muslims are safe and sound".

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, "প্রকৃত মুসলমান হচ্ছে সে ব্যক্তি যার জিহ্বা এবং হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ। (বুখারী)

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قل رجل للنبى ﷺ : يارسول الله كيف لى ان اعلم إنا احسنت واذا أسأت فقال النبى ﷺ انا سمعت جيرانك يقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعت ليقولون قد اسأت فقد اسأت–

অর্থ: ইবনে মাসুদ রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবীজীর সা. নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি ভাল করি না মন্দ করি তা কিভাবে জানব? নবীজী বললেন, যখন তোমার প্রতিবেশীরা বলবে, তুমি ভাল (কাজ) কর তখন তুমি প্রকৃতই ভাল লোক। আর তারা যদি বলে তুমি মন্দ (কাজ) করে থাকো। তাহলে সত্যিকার অর্থেই তুমি মন্দের প্রতি আকৃষ্ট। (ইবনে মাজাহ)

عن انس رضى الله عنه انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبى ﷺ يفعله–

অর্থ: Hazrat Anas-Bin-Malik (R.A) says that once he passed by some children and saluted them by offering greetings of peace and said, the Holy Prophet (S.W) also acted like wise.

অর্থ: হযরত আনাস রা. বলেন, একদা তিনি ছোটদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন নবীজী সা. এভাবে ছোটদের সালাম দিতেন। (মুসলিম)

সুন্দর করে কথা বলা এক প্রকার আর্ট (শিক্ষা)। এ আর্ট আয়ত্বে থাকলে জয় করা যায় মানব সমাজ। সর্বোপরি বিশাল বিশ্বের মালিক আল্লাহ তায়ালাকে আর্ট সমৃদ্ধ ভাষায় ডাক দিলে সাথে সাথে সাড়া পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল-কোরআন স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর বিশিষ্ট নবী এবং বান্দা হযরত আইয়ুব আ. কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। শরীরে এমনভাবে পচন ধরা শুরু হয়, যার প্রেক্ষিতে পচনশীল অংশে পোকা এসে যায়। এমতাবস্থায় জনপদের অধিবাসীরা তাকে লোকালয় থেকে বিতাড়িত করে দেয়। ফলে তিনি এক নির্জন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী রহিমা কেবল তাঁর দেখা শুনায় নিয়োজিত ছিলেন। তখন হযরত আইয়ুব আ. এর জিহ্বাটা শুধু ভাল ছিল। জিহ্বা নাড়া চাড়া করে আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ, হামদ এবং যিকির করতেন। এভাবে সাত বছর আট মাস অতিবাহিত হয়।

অবশেষে জিহ্বায়ও পচন ধরা শুরু করে। আর তিনি জিহ্বা নাড়াচাড়া করতে পারেন না। তারপর হযরত আইয়ুব আ. হৃদয়ের সকল আবেগ উজাড় করে মহান প্রভুকে যে ভাষায় ডাক দিয়েছিলেন তা ছিল অনন্য ভাষা শৈলী। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وايوب اذ نادى ربه انى مسنى الضر وانت ارحم الرحمين–

And remember Ayub, when he appealed to his lord,"Truely distress has seized me but you are the most Merciful of those that are Merciful.

অর্থ: স্মরণ করুন, যখন আইয়ুব (আ:) তাঁর প্রভুর কাছে মিনতি পেশ করলেন, হে আমার প্রভু, আমি ভীষণ কষ্টে পতিত হয়েছি কিন্তু তুমিতো সকল দয়াবানের উপর শ্রেষ্ঠ দয়াবান।"

অথচ বলা উচিত ছিল আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছি' আমাকে শেফা দান করুন। এভাবে না বলে তিনি কথাকে কৌশল গত ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করলেন। আর তৎক্ষনাত মহান প্রভু সাড়া দিলেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

فاستجبناله فكشفنا مابه من ضر واتينه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا.

So we answered his call and we removed the distress that was on him and we restored his family to him (that he had lost) and the like there of along with them as a mercy from ourselves.

অর্থ: অতঃপর আমরা তাঁর নিবেদনে সাড়া দিলাম এবং তাঁর সকল দুঃখ কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের ফিরিয়ে দিলাম এবং এক বিশেষ রহমত দ্বারা তাঁকে ধন্য করে দিলাম। (আম্বিয়া- ৮৪)

সুন্দর করে কথা বলা এক প্রকার আর্ট। এ আর্ট আয়ত্ব করার জন্য তিনটি বিশেষ গুণ অর্জন করতে হয়। যেমন :

১) কোরআন সুন্নাহ থেকে জ্ঞান অর্জন।
২) নিবিড় ধৈর্য্য ধারণ
৩) আত্মসংযম অবলম্বন

পরিশেষে বলা যায় যে, আলোচ্য আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের মন জয় করার অন্যতম মাধ্যম হলো সুন্দর আচরণ এবং সুন্দরভাবে কথা বলা। তাই আমরা যেন আমাদের সুন্দর আচরণের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করতে পারি আল্লাহ তায়ালা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন। আমীন।

সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির বিকৃতি

মো: মাহদী হাসান

বাংলা অভিধানে সংস্কৃতি বলতে বোঝানো হয় ধর্মীয় সংস্কৃতিকে। ইংরেজি অভিধানে সংস্কৃতি হচ্ছে- কোন জাতির সভ্যতা ও কৃষ্টি, মার্জিত রুচি ইত্যাদি। জাতির দীর্ঘদিনের জীবনাচরণের ভেতর দিয়ে যে মানবিক মূল্যবোধ সুন্দরের পথে, কল্যানের পথে এগিয়ে দেয় তাই সংস্কৃতি। অর্থাৎ পৃথিবীর সব জাতির সংস্কৃতি প্রকাশ পায় তাদের ধর্মীয় আচরণে, মার্জিত রুচির পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং তাদের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

মুসলিম প্রধান বাংলাদেশেও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে প্রাচীনকাল হতে। পূর্বে গ্রামের সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই ধর্মের প্রতি বিশেষ আগ্রহ, শ্রদ্ধ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়েছে। বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তি, মা-বাবা ও দাদা-দাদীকে নামায-রোজা পালন করতে দেখে ছোটরাও তা পালনে উদ্ধুদ্ধ হত। মক্তবে ছোটদের ধর্মীয় শিক্ষার নিয়ম চালু ছিল। সে সময়ে মানুষের পোশাকেও ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। ফলে গুরুজন ও মুরব্বীদের এসব আচার-আচরণ লক্ষ্য করে তারা তা অনুসরণ করত। তাদেরকে ধর্মীয় আদব-কায়দা, নৈতিক শিক্ষায় বলীয়ান করে তোলা হত। আর বর্তমানে প্রগতিবাদীরা ধর্মীয় বিষয়কে ঐচ্ছিক মনে করে, তাদের শিশুদের ভর্তি করিয়ে দেয় কিন্ডার গার্ডেনে। যেখানে ধর্মীয় বিষয়কে উপেক্ষিত করা হয়। ফলে তাদের নৈতিক উন্নতির বিষয়টি ভাটা পড়ে থাকে। যার ফলে এ ধরনের শিশু হতে ভবিষ্যৎ কি আশা করা যায় তা ফুটে উঠে জেমস বার্নাড লয়ের উক্তিতে। তিনি বলে 'তুমি যদি তোমার সন্তানকে তিনটি R শিক্ষা দাও (1) Reading (2) Writing (3) Arithmatic আর যদি Religion (ধর্মীয় শিক্ষা) না দাও। তাহলে তুমি ৫ম একটি R পাবে তাহলো Raseality (বর্বরতা) বর্তমানে তাই হচ্ছে।

পূর্ব পুরুষদের নিকট হতে জানা যায়, আগে মহিলারা রাস্তায় বের হলে পর্দার সাথে বের হত। তাদের বোরকা এতই ঢিলেঢালা ছিল যে উহার মধ্যে তাদের শরীরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না অথচ বর্তমানে বোরকা ব্যবহার হয়ে গেছে একটি ফ্যাশন। বর্তমানে বোরকা ব্যবহারকারী মহিলাদের অধিকাংশই বোরকা এত সংক্ষিপ্ত যার মাধ্যমে শরীরের অঙ্গসমূহ স্পষ্ট হয়ে যায়। তা এত দৃষ্টি কাড়ানো ও নকশা করা যার ভিত্তিতে তাদের দিকে মানুষের দৃষ্টি পড়বেই।

দেখে মনে হয় বর্তমানে যেন অধিকাংশরা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই বোরকা ব্যবহার করে। এ ধরনের বোরকা ইসলামী সংস্কৃতির বিকৃতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। পর্দা হল : একজন হতে একজনের এমন দূরত্ব বজায় রাখা যার মাধ্যমে একে অপরের প্রতি কোন যৌন প্রভাব বিস্তার না হয়। বর্তমানে একজন মেয়ে ঠিকই বিশ্ববিদ্যালয়ে বোরকা পরিধান

করে যায়। আবার বন্ধুদের হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। এটা কোন পর্দা নয় বরং পর্দার নামে প্রহসন।

নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত মুসলিম সমাজের প্রিয় সংস্কৃতির প্রধান অংশ। বর্তমানে ফরজ ইবাদত নামাযকে ঐচ্ছিক মনে করে অনেকে তা আদায় করে না। কিন্তু যখন কোন বিপদে পড়ে বা কেউ অসুস্থ হয় বা ভূমিকম্প হয় তখন মসজিদে ভীড় দেখা দেয়। জেনে রাখা দরকার, ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোকন হলো নামায।

যাকাতকে অনেকে জরিমানা মনে করে। দান-খয়রাত করে তা অন্যের নিকট গর্বের সাথে বলে। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে বিশাল বিশাল গরু কিনে কোরবানী দিয়ে বুঝিয়ে দেয় তারা কত টাকার মালিক। অথচ ইসলামী সংস্কৃতি হলো : দান করা হবে এভাবে যে এক হাত দান করলে অপর হাত টের পাবে না। অন্যের জানার প্রশ্নইতো উঠে না। বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থাকে মেরুদণ্ডহীন করা হচ্ছে। পাইকারীভাবে ছাত্ররা জিপিএ ৫.০০ পেয়েই যাচ্ছে তবে নৈতিক শিক্ষা, চারিত্রিক উৎকর্ষতার বিকাশ, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলো উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে। যার মাধ্যমে শিক্ষককে মারধর করতে দ্বিধা করছে না ডিজিটাল যুগের ছাত্ররা। অন্যদিকে আদব-কায়দা, আদর্শ মানুষ গড়ার কারখানা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মাদরাসার বিরুদ্ধে চলছে, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র। বলা হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানে নাকি সন্ত্রাস তৈরি করা হয়, এখানে নাকি জঙ্গি তৈরি করা হয়। যারা এসকল কথা বলে আমরা তাদের শুনিয়ে দিতে চাই যে, সমাজে এখনো যতটুকু ধর্ম-কর্ম পালিত হচ্ছে, আদব-লেহাজ পালন হচ্ছে, মানুষে মানুষে সম্প্রতির বন্ধন হচ্ছে তার প্রায় সবই হচ্ছে আলেম সমাজের জন্য, যারা মাদরাসায় শিক্ষিত। কারণ তারা সমাজকে অপরাধমুক্ত করতে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে, পরকালমুখী করার জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। নবী করিম সা. বলেন, "পৃথিবীতে যতদিন পর্যন্ত 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির হতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত কেয়ামত হবে না। (মুসলিম শরীফ)

শিল্পাঙ্গনে, চলচ্চিত্রাঙ্গানে এসে পড়েছে বিদেশী নোংরা সংস্কৃতির কালো থাবা। সারা দেশে প্রতাপের সাথে চলছে হিন্দি, ইংরেজি গান। যে কিন্ডারগার্ডেনে ধর্মীয় শিক্ষা আবশ্যক নয়। সেখানে সঙ্গীত শেখা নাকি আবশ্যক। যে দেশে শিক্ষা, গবেষণা, সুনাগরিক তৈরিতে কোন অগ্রগতি নেই, সে দেশেই আবার নাচ-গানের পিছনে অনুদানও বিনিয়োগের শেষ নেই। যে দেশের মানুষ তাদের ক্ষুধার যন্ত্রণায় ঈমান বিকিয়ে দিতে চায়, সেখানকারই এক শ্রেণির লোকেরা ৫০ হাজার টাকার দামে কনসার্টের টিকেট কিনে, বিরাট অংকের টাকা দিয়ে খেলার স্টেডিয়ামে যায়। যে দেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। যে দেশের লোকদের মধ্যে এক শ্রেণী লোক আছে যারা

কেবল নিছক আনন্দের জন্য ক্রিকেট খেলায় কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে। ইহাই হচ্ছে, 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া'।

বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, পত্রিকা খুলেই আগে খেলার ও বিনোদনের পেজের উপর হুড়মুড় খেয়ে পড়ি। কিন্তু মুসলমান হিসেবে ইসলামী ভাবধারার কতগুলো বই বা মাসিক পত্রিকা আমরা কিনি বা পড়ি? পড়ালেখা বাদ দিয়ে, প্রতিষ্ঠানকে ফাঁকি দিয়ে খেলা দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকি। আমাদের অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, মসজিদে বা মাহ্ফিলে আমরা এগিয়ে সামনের দিকে বসতে চাই না। কিন্তু ঠিকই স্টেডিয়ামে নিজেকে প্রথমে কাতারে থাকাকে পছন্দ করি। ১০০ টাকা শপিং মলে খুব ছোট মনে হলেও, মসজিদে দান করার ক্ষেত্রে তা খুব বড় অংকের টাকা মনে হয়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত দিয়েছি, তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছি আবরণ স্বরূপ। আর দিনকে বানিয়েছি তোমাদের কাজের জন্য। (সূরা নাবা) হাদীস শরীফে, বিনা প্রয়োজনে এশার পর কথা বলার নিষেধাজ্ঞা আছে। তবে বিজাতীয় সংস্কৃতি আমাদেরকে তার উল্টো করার নির্দেশ দিয়েছে। অনেকে রাতকে অহেতুক গল্প-গুজব, পরনিন্দা, সমালোচনা উত্তম সময় ধরে নিয়েছে। নতুবা বন্ধুদের সাথে অযথা ঘুরে বেড়ানো, কনসার্টে যাওয়া, থার্টি ফাস্ট নাইট উদযাপন, দল বেঁধে পার্টিতে যাওয়ার জন্য রাতকে বেছে নিয়েছে। যারা বাহিরে যায় না, তারা হয়ত ইন্টারনেটে বিজাতীয় অশ্লীল সিনেমা দেখছে, অথবা সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউবা ভিডিও ডাউনলোড করছে। নয়ত ফেইসবুকে প্রিয়তমার সাথে চ্যাটে ব্যস্ত। কেউবা টিভির পর্দায় চোখকে আলগে রেখেছে নয়ত রেডিওর ইয়ারফোনে কানকে ব্যস্ত রেখেছে। এই হল আমাদের তরুণদের অবস্থা।

আপনি তো চিন্তা করবেন, এগুলো তো ভালই আমাদের আনন্দ দেয়, বিনোদন দেয়, মন প্রফুল্ল রাখে। কিন্তু আপনি এদিকে চিন্তা করতে পারেননা যে, এসব অপসংস্কৃতি আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ সময়কে নষ্ট করে দিচ্ছে। যাকে গনীমত ভাবা উচিত। আপনি ইহাকে ব্যয় করছেন একটি অনর্থ কাজের পিছনে। আরেকটি সম্পদ চরিত্রকে যে, নিন্মসীমায় নিয়ে যাচ্ছে। তার দিকে কেন ভ্রুক্ষেপ করেননা? অথচ পরিপূর্ণ মুমিন হতে হলে উত্তম চরিত্র আবশ্যক। এসব কাজগুলো তো আপনার শরীরেরও বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। সব বুঝেও আমার কোন হিসেবে বিকৃত সংস্কৃতিকে কাছে আনতে চাই? এসকল কাজে ইহকালে-পরকালে অকল্যাণ ব্যতীত আর কিছু আনে না।
সব মিলে মনে হয়, আমরা যেন ভুলে যাচ্ছি, আমরা আত্ম পরিচয় কি? আমাদের ধর্ম কি? আমাদের সংস্কৃতি কি? আমাদের ভবিষ্যৎ কোথায়? আমরা কোথায় চলছি?
আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জেনে বুঝে সঠিক বিষয়ের উপর আমল করার তাওফীক দিন। (আমীন)

ইলম ও আলেমদের সম্মান

মো: রকিবুল্লাহ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদের এই ফেতনা ফাসাদের মাঝে ইলম অর্জন করার তাওফীক দিয়েছেন। আর শত কোটি দরূদ ও সালাম সেই মহামানবের প্রতি যিনি সারা বিশ্বের জন্য হেদায়েত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। আর সালাম বর্ষিত হোক তার সাহাবিদের প্রতি যারা নিজের জীবন বাজি রেখে ইলমের দ্বারা বহন করেছেন।

আমাদের জেনে রাখা দরকার। শিক্ষার্থী যদি ইলম, আলেম ও শিক্ষককে সম্মান না করে তবে সে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না এবং এর দ্বারা উপকৃত হবে না। এই জন্য বলা হয়েছে যেই ব্যক্তি উপরের স্তরে পৌঁছেছে সে কেবল সম্মান করেই পৌঁছেছে। আর যে নিম্নস্তরে পৌঁছেছে সে অসম্মানের কারণেই হয়েছে। সম্মান করা নফল ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। আমরা দেখতে পাই যে মানুষ গুনাহ করলেই কাফের হয়ে যায় না বরং গুনাহকে অবজ্ঞা করা অস্বীকার করা ইত্যাদি হলে মানুষ কাফের হয়। অর্থাৎ (সম্মানিত বিষয়কে অসম্মান করা) মানুষ تعظيم তথা সম্মান প্রদর্শন করার কারণে একবারে নিম্নস্তরে থেকে উঁচু স্তরে পৌঁছতে পারে। আবার সম্মান পরিহার করার কারণে নিম্ন স্তরে চলে যায়।

আর শিক্ষককে সম্মান করা ইলমকে সম্মান করার অন্তর্ভূক্ত। হযরত আলী রা. বলেছেন যিনি আমাকে একটি অক্ষর শিক্ষা দিয়েছেন আমি তাঁর গোলাম হয়ে গেলাম। ইচ্ছা করলে তিনি আমাকে বিক্রিও করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে আমাকে গোলামও পরিণত করতে পারেন।
একটি কবিতা -
আমি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সংরক্ষণযোগ্য সবচাইতে বড় ও অপরিহার্য অধিকার মনে করি শিক্ষকের অধিকার।
যা একটি অক্ষর শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়স্বরূপ তাকে সম্মান হিসেবে এক হাজার দিরহাম হাদিয়া দেওয়া উচিত।

কারণ দ্বীন বুঝার জন্য তুমি যে বিষয়ের দিকে মুখাপেক্ষী সে বিষয়ে তোমাকে যিনি একটি অক্ষর শিক্ষা দিয়েছেন তিনি তোমার ধর্মীয় পিতা।

ইমাম শাদীদুদ্দীন আশ্-শিরাজী বলতেন আমাদের গুরুজন বলেছেন যে ব্যক্তি তার সন্তান আলেম হওয়ার কামনা করে, তার কর্তব্য, অখ্যাত ফকীহগণের দিকে লক্ষ্য রাখা, তাদের সম্মান করা, তাদের খাদ্য দান করা। এর ফলে তার ছেলে যদি আলেম না হয় তাহলে অবশ্যই তার নাতি আলেম হবে।

শিক্ষকের সামনে (অতি নিকট দিয়ে) হাঁটা চলা না করা, তিনি যে স্থানে বসেন সেখানে না বসা, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর সামনে কথা না বলা। বেশি কথা না বলা, তাঁর বিরক্তির সময় তাকে কিছু জিজ্ঞেস না করা। সময়ের প্রতি লক্ষ রাখা, তাঁর দরজায় করাঘাত না করা। বরং তার বের হওয়ার অপেক্ষা করবে। আল্লাহর নাফরমানী না হয় এমন সবক্ষেত্রে উস্তাদের নির্দেশ পালন করবে। কারণ আল্লাহর নাফরমানী করে মানুষের অনুগত্য করতে নেই। যেমন রাসূল সা. বলেছেন যে,

ان شر الناس من يذهب دينه لدنيا غيره

সর্বনিকৃষ্ট লোক সে ব্যক্তি, যে পরের পার্থিব স্বার্থের জন্য নিজের দ্বীন বরাদ্দ করে।

শিক্ষকের সন্তান ও তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন ব্যক্তিদেরকে শ্রদ্ধা করাও শিক্ষককে সম্মান করার অন্তর্ভূক্ত। শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দিন র. বর্ণনা করতেন, বুখারীর একজন বড় ইমাম দরসের মজলিসে পাঠদানের আসর বসতেন এবং পাঠদানের সময় কখনো কখনো দাঁড়িয়ে যেতেন, ছাত্ররা জিজ্ঞেস করল কারণ কী? তিনি বলেন আমার উস্তাদের ছেলে সাথীদের সাথে বাইরে খেলা করেছে। আবার কখনো কখনো মসজিদের দরজার নিকট চলে যায়। তাঁকে দেখলে আমি আমার উস্তাদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাই।

ছাত্রের উপর উস্তাদের এতই হক যে তা আদায় করে শেষ করা যাবে না তাই আমরা উস্তাদের সামনে এবং পিছনে সম্মান প্রদর্শন করবো। কাজী ইমাম ফখরুউদ্দিন বলেন, আমি এতো সম্মানের অধিকারী হয়েছি উস্তাদের খেদমত করে। আমি ৩০ বছর তার খাবার রান্না করি কিন্তু তা থেকে আমি কিছুই খাইনি। ইমাম শায়খ শামছুল আ-ইম্মাহ আল হুলওয়ালী বলেন, এক সময় কোন দূর্ঘটনায় বুখারীর বাইরে যাই এবং একটি গ্রামে অবস্থান করি তখন আমার ছাত্র কাজী ইমাম আবু বকর আযযার নজী ছাড়া অন্য ছাত্ররা আমার সাথে দেখা করতে আসে। পরে তার সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি তাকে বলি তুমি কেন আমার সাথে দেখা করনি তখন ছাত্র বলল আমি মায়ের খেদমতে ছিলাম তখন উস্তাদ বলল তুমি (মায়ের খেদমত করার দরুন) তোমার হায়াত বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে ঠিকই কিন্তু জ্ঞানের সৌন্দর্য তোমাকে দান করা হবে না আর তার অবস্থা ঐ রকম হয়েছিল কেননা তিনি প্রায় সময় গ্রামে অবস্থান করতেন। যার দরুন তার দরস দেওয়ার ব্যবস্থা হয়নি। সুতরাং (এটাই প্রতিয়মান হয়) যার নিকট থেকে উস্তাদ কষ্ট পাবে, সে ইলমের বরকত থেকে বঞ্চিত হবে এবং সে ইলম দ্বারা বেশি উন্নতি করতে পারবে না।

০১। নিঃসন্দেহে শিক্ষক ও চিকিৎসক উভয়েই কল্যাণ কামনা করবেন না, যদি তাদের সম্মান করা না হয়।

০২। অতএব, তুমি তোমার রোগ নিয়ে ধৈর্য ধারণ কর, যদি রোগের চিকিৎসাকারীর সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকো, আর তোমার অজ্ঞতা নিয়ে তুমি খুশি থাকো। যদি তোমার শিক্ষকের সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকে।

উল্লেখ্য আছে যে, খলিফা হারুন অর রশিদ একবার দেখল তার ছেলে উস্তাদের পায়ে পানি ঢালছে কিন্তু তা ধুয়ে দেয় নাই তখন তিনি আসমাইরকে রাগ প্রকাশ করে বললেন আমি আমার ছেলেকে পাঠিয়েছি তাকে আপনি ইলম ও আদব শিক্ষা দিবেন। সুতরাং কেন আপনি তাকে এক হাতে পানি ঢালতে এবং অপর হাতে আপনার পা ধুয়ে দিতে আদেশ করেন নাই।

লক্ষণীয় যে, তৎকালীন রাজা বাদশারা কি পরিমাণ ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। যে নিজের সন্তানকে উস্তাদের খেদমতে নিয়োগ করেন। অথচ বর্তমানে কোন ছাত্র দিয়ে খেদমত নিলে তা যদি অভিভাবক জানতে পারেন তাহলে তারা রাগ করেন এমনকি অনেক সময় উস্তাদের চাকরী পর্যন্ত চলে যায়। এটা বড় পরিতাপের বিষয়। এই জন্যই তো কিছু ছাত্র গড়ছে আর কিছু গড়ছে না।

কিতাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও ইলমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার পর্যায়ভূক্ত। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কর্তব্য পবিত্রতা ছাড়া কিতাব স্পর্শ না করা। শামছুল আইম্মাহ বলেন আমি পবিত্রতার কারণে ইলম হাসিল করেছি। কারণ আমি পবিত্রতা ছাড়া কাগজ (কিতাবের) স্পর্শ করিনি, তিনি একবার পেটের অসুখে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি এক রাত্রে সবকের পুনরালোচনা করেছিলেন। সেই রাত্রে তিনি ১৭ বার অযু করেন। তার ফলে তিনি নূর নবীজির দিদার লাভ করেন।

ইস্কানদার যুলকারনাইন এর ঘটনা :

তিনি তার কোন উস্তাদকে দেখলে এতো বেশি সম্মান করতেন যে, একবার মন্ত্রি তাকে বলল হুজুর আপনি আপনার উস্তাদদের কে কেন এত সম্মান করেন? আপনি একজন বিশ্ব শাসনকর্তা। তখন ইস্কানদার বললেন আমরা সকলে মানুষরূপে জন্মের পূর্বে আসমানে রুহের জগতে ছিলাম এবং বাবার উসিলায় আমরা দুনিয়াতে আসছি। কিন্তু উস্তাদের মাধ্যমে দ্বীনি শিক্ষার উসিলায় আজ আমাদের মর্যাদা আল্লাহর অলী হিসেবে গণ্য হয়ে আসমানে আলোচনা হয়। কিন্তু চিন্তা করার বিষয় যে উস্তাদের জন্য এতো কামিলিয়াত অর্জন করেছি। আর তাদেরকে সম্মান না করে কাদের সম্মান করব? রাসূল সা. বলেছেন যিনি তোমাদেরকে দীন সম্পর্কীয় একটি অক্ষর শিক্ষা দিয়েছেন তিনি সারা জীবন রুহানী পিতা হয়ে গেলেন।

হযরত ইমাম আবু হানিফা র. একবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একজন বলল, হুজুর বলেনতো কুকুর কখন বালক হয়? তখন তিনি বলতে পারল না? তখন পাশে এক মুছি ছিল সে বলল হুজুর কুকুর যখন পা তুলে প্রশ্রাব করে তখন কুকুর বালক হয়।

এরপর তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন মুছির সামনে দিয়ে জুতা নিয়ে হাটতেন না। এই যদি তাদের অবস্থা হয় তাহলে বর্তমানে আমাদের কী করা উচিত?

উস্তাদের অবহেলা :

একবার এক হিন্দু গণিত শিক্ষক ক্লাসে পড়াচ্ছেন। তখন তিনি একটু ভুল করেছেন। তখন এক ছাত্র নিজেকে বড় মনে করে উস্তাকে বলল আপনি ঐ জায়গায় ভুল করেছেন। তখন ঐ হিন্দু শিক্ষক তাকে কিছু বলেনি। পরবর্তীতে সে ছাত্র পাগল হয়ে গেছে। তখন তার পিতা-মাতা তার অনেক চিকিৎসা করেন কিন্তু কোন লাভ হল না। তখন একজন হুজুরের পরামর্শ ছিল যে আপনার ছেলে কোন ব্যক্তির সাথে হয়তো অন্যায় করেছেন। তখন তার মা-বাবা তার ছাত্র ছাত্র ভাইয়েল থেকে জানতে পারলো যে সে একদিন হিন্দু স্যারের সাথে অন্যায় করেছে। তখন তারা ঐ উস্তাদকে খুঁজতে বাহির হল কিন্তু তিনি আর এদেশে নেই পরে জানতে পারল তিনি কলকাতা গেছে। তখন ছেলেকে নিয়ে মা-বাবা ঐ উস্তাদের কাছে যায় এবং তার কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে ছেলেটা ভালো হলো। একটুখানি চিন্তু করেন উস্তাদের সাথে বেয়াদবি করার কারণে কী পরিণতি হয়েছে। তাই আমাদের সবসময় সচেতন থাকতে হবে যাতে উস্তাদ কোন ভাবে কষ্ট না পায়।

আলেমদের মর্যাদা :

এই সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তা লিখলাম না। একটি ঘটনা এই সম্পর্কে ভারতের দেওবন্দ মাদরাসার এক ছাত্র সব সময় দেরি করে আসত। তখন উস্তাদ তাকে শাস্তি দিলেন। কিন্তু তবুও সে দেরিতে আসে। তখন উস্তাদ তাকে বলল বাবা তুমি সব সময় দেরি করে আস কেন? তখন ছাত্র বলল হুজুর আমি সব সময় বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি করে বাহির হই কিন্তু তারপরও দেরি হয়ে যায়। তখন উস্তাদ বলল তুমি আমাকে বল সত্য করে কেন তোমার দেরি হয় তখন বলল হুজুরে আমি যখন বাহির হই তখন কিছু লোক এসে আমার পায়ের নিছে নূরের পাখা বিচিয়ে দেয়। আমি সেই পাখাগুলি তুলে আসতে দেরি হয়ে যায় আমাদের চিন্তা করা দরকার আমরা কী দুনিয়ার পিছনে দৌড়াব না পরকাল কিভাবে পাওয়া যায় তার জন্য দৌড়াব অবশ্যই আমাদের ভাবা দরকার।

সবশেষ রাসূলের বাণী :

তিনি বলেন যদি তোমরা পার তাহলে আলেম হয়ে যাও। যদি তা না পার তাহলে আলেমের ছাত্র হও। যদি তাও না পার তাহলে আলেমদের নিকটবর্তী হও তাদের সোহবতে থাক। যদি তাও না পার তাহলে আলেমদেরকে মহাব্বত কর, তাদের সম্মান কর। কিন্তু পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো না।

শিক্ষকতা চিরন্তন নেয়ামত ও বিরাট সৌভাগ্য

জাহিদ হাসান (মিশু)

কোনো ব্যক্তিই অন্যের সাহায্য ব্যতীত কোন কিছু শিখতে পারে না। যদি নিজে নিজে শিখেও তবে তা হয় অন্যের অনুকরণে। সরাসরি কোনো মাধ্যমে ছাড়া অন্যের সাহায্য ব্যতীত কোনো বিদ্যা অর্জনই সম্ভব নয়।

মনীষীরা বলেন: সমাজে একজন শিক্ষকের ভূমিকা একজন মালীর সমতুল্য। একটা বাগানের সুন্দরতা যেমন মালীর পরিপূর্ণ দৃষ্টি ব্যতীত হতে পারে না ঠিক তেমনি শিক্ষা-দীক্ষাও শিক্ষকের পূর্ণ দৃষ্টি ব্যতীত হতে পারে না। কবির ভাষায়-

"পাঠশালারই গুরু যিনি, আজব কারিগর
মানবতা গঠন করা নিত্য পেশা তার"।

শিক্ষক শিক্ষা দীক্ষার মৌলিক উপাদান। যা ব্যতীত শিক্ষা দীক্ষা কল্পনা করা যায় না। শিক্ষক যেন সমাজের কেন্দ্রবিন্দু ও মেরুদণ্ড। যাকে কেন্দ্র করে সর্ব প্রকারের বিপ্লব সাধিত হয়। এজন্য মনীষীদের মতামত এই যে "শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সিলেবাস একটি ত্রিভূজের তিন বাহুর সমতুল্য"। এখানে শিক্ষক ব্যতীত ত্রিভূজটি পরিপূর্ণ হচ্ছে না। সুতরাং এখানে মনীষীদের উক্তি থেকে বুঝা যায় সমাজ গঠনে শিক্ষক কতটা প্রয়োজনীয়। শিক্ষকের কাজ হচ্ছে মানুষকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক শিক্ষা দেয়া আর এ শিক্ষাটা হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

শিক্ষক হচ্ছেন সংশোধনকারী, মুরুব্বী, পথ প্রদর্শক। ইসলাম শিক্ষককে মহান ব্যক্তিত্ব ও শ্রদ্ধাভাজন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইসলাম শিক্ষককে রুহানী পিতা সাব্যস্ত করেছে। হয়রত ওমর রা. শিক্ষকদের দেশের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনার আসীনে সমাসীন করেছেন। শিক্ষকের পদ মর্যাদা নির্ণয় করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তিনি কুরআনে বলেন : **الرحمن علم القران** এবং রাসূল সা. ও হাদীসে শিক্ষকের মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন- **خيركم من تعلم القران وعلمه** যে কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয় সে সর্বোত্তম।

আল্লাহ তায়ালা জিন ও ইনসানকে হেদায়াতের জন্য ১ লক্ষ ২৪ হাজার পয়গম্বরকে শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ পাঠিয়েছেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সা. কে। নবী করীম সা. বলেছেন- "আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"
হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন- "যিনি আমাকে একটি হরফ শিখিয়েছেন তিনি আমার মনিব"
মনীষীরা বলেছেন- ইলম কারো ঠোট থেকে অর্জন করবে। প্রভাবেই তোমাদের উৎকৃষ্ট ও নির্ভেজাল ইলম অর্জন হবে। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কিতাব হতে ইলম অর্জন করে তার **علم** পূর্ণতা আসে না।
শিক্ষকতা পেশা সকল পেশা হতে সম্মানজনক ও উৎকৃষ্ট পেশা। পৃথিবীর মানুষ যত পেশায় নিয়োজিত আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পেশা হল শিক্ষকতা।

আপনি যদি মানুষের কল্যাণমূলক শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত থাকেন তবে আপনার শোকর করা উচিত। কারণ আপনার ফজীলত এত বেশী যে, আপনি সকল সৃষ্টির দুয়া পাচ্ছেন আর ফেরেশতাগণ আপনার উপর শান্তি বর্ষণ করছেন। ইসলামে যেই সব স্থানে শিক্ষার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে শিক্ষকের ফজীলত বর্ণনা করা হয়েছে। তাদেরকে ورفه الانبياء বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হুজুর সা. ও সাহাবাদের একটা বিশেষ সংখ্যা শিক্ষক হিসেবে সমাজে প্রভাব ফেলেছিলেন। এমন একটা সময় ছিল যে সময় শিক্ষক ব্যতীত জ্ঞানার্জন কল্পনা ও করা যেত না। মনীষীরা বলতেন "যার কোনো উস্তাদ নেই তাঁর উস্তাদ শয়তান", তারা এ কথাটি বলতেন এ অর্থে যে, শূন্য মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানায় পরিণত হয়।

আদর্শ শিক্ষকের ব্যাপারে মহানবী সা. বলেছেন- আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর ফেরেশতাগণ শান্তি বর্ষণ করেন। গর্তের পিপীলিকাও তাঁর জন্য দোয়া করে।
এর দ্বারা বুঝা যায় "উস্তাদের মর্তবা কত উর্ধ্বে। তাই বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নেয়ামত হল علم। আর যারা এই علم এর ধারক, বাহক, প্রচারক তাঁরা আরও বড় নেয়ামত এতে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। যদি তাঁর আদর্শ ঠিক থাকে।
হুজুর সা. সাহাবা রা. কে এমন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তা কবির ভাষায় তুলে ধরা হল:"যারা ছিলেন বিপথগামী পথ দেখালেন অন্যদের কীসে ছিল দৃষ্টি! যাহা সজীব করলো মুর্দাদের।"

সকল শিক্ষককের রাসূল সা. কে আদর্শ মানা উচিত। যারা মেনে চলে তারাই আদর্শ শিক্ষক। বর্তমানে এই সভ্যতা নামে অসভ্যতা, শ্লীলতার নামে অশ্লীলতা, বেহায়াপনার, অজ্ঞতার যুগে এসে আমরা শিক্ষকতাকে একান্ত হীন পেশা হিসেবে মনে করি। কিন্তু না, এটা আমাদের চিন্তা জনিত ভুলত্রুটি ছাড়া কিছুই না। কেয়ামত পর্যন্ত শিক্ষকের মর্যাদা অটুট থাকবে। শিক্ষক সে যতই নিচুস্তরের বা পদের হোক না কেন, সে আমাদের শিক্ষক। তারা আমাদের জীবন গঠনে সহায়ক। আল্লামা ইকবাল শিক্ষকদের এমন এক স্থপতির সাথে তুলনা করেছেন যে মানবাত্মা নির্মাণ করে থাকে। তিনি কবিতার ভাষায় বলেন-

"স্থপতিরা শুধু করে নির্মাণ গৃহ, স্থাপনা আর
শিক্ষকরা করে বিনির্মাণ মানুষের আত্মার"।

এছাড়াও একজন গবেষক বলেছিলেন :

"ওস্তাদজীর হৃদয় যদি স্নেহ প্রেমভরা থাকে
মানুষ বানাতে পারেন তিনি ভবঘুরে যে তাকে"

শিক্ষকদের মর্যাদা শুধু ইহকালেই নয় পরকালেও বিদ্যমান। পরকালে রয়েছে তার জন্য অপার শান্তি। অসীম সুখ সাচ্ছন্দ্য।
সর্বশেষে, মহান আল্লাহ যাতে আমাদেরকে শিক্ষকতা নামক পেশার সঠিক মর্তবা অনুধাবন করে শিক্ষককে সে অনুযায়ী সম্মান করার ও শিক্ষকতা পেশাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হতে বিরত থাকার তওফীক দান করেন। (আমীন)

অশ্লীল পত্র পত্রিকার ভয়বহতা

মাহমুদ হোসেন

এ যুগের মুসলমানরা মহা বিপদে পতিত হয়েছে। তাদেরকে চর্তুদিক দিয়ে ফিতনা ফাসাদে ঘিরে রেখেছে এবং অনেক মুসলমানই সে ফিতনার সহজ শিকার হয়ে যাচ্ছে। তাদের গুনাহ ও অসৎ কাজগুলো প্রকাশ পাচ্ছে। তারা মানুষকে নির্ভয়ে নির্লজ্জভাবে গুণাহের দিকে আহ্বান করছে। এসব ভয়াবহ কাজ খুব বেশী আকারে হওয়ার কারণ হলো আল্লাহর দীনকে অবজ্ঞা, তার নির্ধারিত সীমা রেখা ও শরীয়তের প্রতি অসম্মান এবং আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নে বহু মুসলমানের অবহেলা। সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থেকে বিরত থাকা। আল্লাহর দরবারে খাস তাওবা, তার আদেশ-নিষেধকে সম্মান প্রদর্শন, অজ্ঞলোকদেরকে এসব কাজ থেকে ফিরিয়ে আনা ও সঠিক অবকাঠামোতে নিয়ে আসা ছাড়া এসব মুসিবত ও ফিতনা থেকে মুসলমানদের রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নেই। কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী ও অসৎ কাজের দালাল চক্র, অবাধ যৌনচার ও অশ্লীল কাজ ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে সবচেয়ে ভয়াবহ ফিতনা সৃষ্টি করছে। তা খুব ক্ষতিকর ও মারাত্মক। অশ্লীল কিছু পত্র-পত্রিকা, মাগাজিন ও সাময়িকী প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ-নিষেধের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

তারা এসব পত্রপত্রিকার পাতায় উলঙ্গ ও যৌনসুড়সুড়িমূলক অশ্লীল ছবি ছাপিয়ে যৌন উত্তেজনা ও নানারকম অন্যায়ের দিকে মানুষকে আহ্বান করছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, এসব পত্র পত্রিকা অপকর্ম, পাপাচার, যৌন উত্তেজনা এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের হারামকৃত কাজের প্রচার-প্রসার করছে ও এসব কাজে উদ্ধুদ্ধ করছে। তাদের এসব অশ্লীল ও পাপাচার কিছু ধরন নিম্নরূপ:

০১। পত্র পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের কভার পাতায় এবং ভিতরের পাতায় উলঙ্গ ছবি ছাপানো।

০২। নারীকে অতি সাজ-সজ্জা করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে ফিতনায় প্ররোচিত করা।

০৩। দুশ্চরিত্র অশ্লীল কথাবার্তা, লজ্জা, সম্মান বহির্ভূত গদ্য ও পদ্য ছাপানো হয় যা উম্মাহের আখলাককে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

০৪। ভালোবাসার অশ্লীল ঘটনা, উলঙ্গ নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকার ছবি ও সংবাদ ছাপানো।

০৫। এসব পত্র পত্রিকা প্রকাশ্য বেহায়াপনা নারী-পুরুষের অবাধ মিলন ও পর্দার বিধানকে উচ্ছেদ করতে প্রকাশ্য উঠে পড়ে লেগেছে।

০৬। উলঙ্গ-অর্ধ উলঙ্গ পোশাক পরিচ্ছেদের প্রতি মুমিন নারীদেরকে উৎসাহিত করে তাদেরকে উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা ও পাপাচারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

০৭। এসব পত্রপত্রিকা নারী-পুরুষের গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন ও চুম্বনরত ছবি প্রকাশ করে।
০৮। এসব পত্র পত্রিকার লেখালেখি ও প্রবন্ধগুলো যুবক-যুবতীর সুপ্ত যৌন বাসনাকে জাগিয়ে তোলে, ফলে তারা লালসা, পথভ্রষ্টতা, পাপাচার, অন্যায় ও অবৈধ প্রেম ভালবাসায় পতিত হয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

কত যুবক-যুবতী যে এসব পত্র পত্রিকার কারণে ভালবাসার প্ররোচনায় পড়ে স্বাভাবিক জীবন ও ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই।
এসব পত্র পত্রিকা অনেক মানুষের চিন্তা চেতনা থেকে শরীয়তের বিধি বিধান ও সুস্থ স্বাভাবিক মৌলিক সহজাত প্রবৃত্তিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এসব পত্রিকা মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তা চেতনার মধ্যে কুপ্রভাব বিস্তার করার কারণে অনেকেই গুনাহ, পাপাচার ও আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করছে।

এসব পত্র পত্রিকার উপরোল্লিখিত কুপ্রভাব ও অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে সৌদি আরবের একাডেমিক গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এসব পত্র পত্রিকার প্রকাশ প্রচার-প্রসার বাজারজাতকরণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে-

প্রথমত : প্রথমত এসব পত্র পত্রিকা প্রকাশ করা হারাম। চাই তা সাধারণ পত্রিকা হোক বা নারীদের পোশাক পরিচ্ছেদ সজ্জিত আলাদা পত্রিকা হোক যারা এসব কাজ করবে তারা নিম্নোক্ত আয়াত অনুযায়ী গুনাহ ও অন্যায় হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين امنوالهم عذاب أليم فى الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لاتعلمون.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাত রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন তোমরা জান না। [সূরা নূর : ১৯]

দ্বিতীয়ত : এসব পত্র পত্রিকায় প্রকাশনা, প্রচার-প্রসার সম্পাদকীয় বা সাংবাদিকতা করা বা যে কোন ধরনের সহযোগিতা করা হারাম, অন্যায় কাজে সহযোগিতার শামিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

ولاتعاونوا على الاثم والعدوان واتقو الله ان الله شديد العقاب

অর্থাৎ আর মন্দকর্ম ও সীমালঙ্গনে পরস্পরের সহযোগিতা করোনা। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আযাব প্রদানে কঠোর। [সূরা যায়েদা, আয়াত : ২]

তৃতীয়তঃ এসব পত্র পত্রিকার বিজ্ঞাপন ও প্রচারের কাজ করাও হারাম। কেননা এসব করা অন্যায় কাজের দাওয়াত দেওয়ার শামিল। আর রাসূল সা. বলেছেন-

عن ابى هريرة (رض) ان رسول الله ﷺ قال : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل اجور من تبعه لاينقض ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه لاينقض ذلك من اثامهم شيئا–

অর্থাৎ: আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন- রাসূসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি হেদায়াতের আহ্বান জানায় তার জন্য সে পথের অনুসারীদের পুরস্কারের অনুরূপ পুরস্কার রয়েছে। এতে তাদের পুরস্কার থেকে কিছু মান ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে আহ্বান জানাবে তার উপর সে পথের অনুসারীদের গোনাহের অনুরূপ গোনাহ বর্তাবে। এতে তাদের গোনাহসমূহ কিছুমাত্র হালকা হবে না।

চতুর্থত : এসব পত্র পত্রিকা বেচাকেনা করা ও এর দ্বারা উপার্জন করা হারাম। কেউ ইতোপূর্বে এসব কাজ করলে তাকে তাওবা করতে হবে এবং অন্যায় পথে উপার্জিত অর্থ থেকে মুক্ত হতে হবে।

পঞ্চমত : মু'মিনের উচিত আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগত্য ও ফিতনা ফাসাদ থেকে বিরত থাকতে এসব নোংরা পত্র পত্রিকার দিকে চোখ মেলে না তাকানো। কেননা মানুষ গুনাহ থেকে মুক্ত নয়। শয়তান তাকে যে কোন সময় বাধা দিতে পারে কেননা রাসূল সা. বলেছেন শয়তান বনী আদমের শিরা উপশিরায় চলাচল করে।

ষষ্ঠত : মুসলিম শাসকদের উচিত মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া, দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতিকর এসব কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখা। তাদেরকে এসব ক্ষতিকর পত্র পত্রিকা প্রকাশ প্রচার থেকে বিরত রাখা। এটা আল্লাহ ও তার দীনের স্বার্থেই করা উচিত।

সকল প্রশংসা আল্লাহ দরুদ ও সালাম রাসূল সা. তার পরিবার ও সাহাবীগণের উপর বর্ষিত হোক।

মৃত্যুর ক্ষুধা

মোঃ নাঈমুর রহমান

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কালামে পাকে এরশাদ করেন যে, প্রত্যেক প্রাণীরই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাই প্রিয় বন্ধুরা! আমরা কেউই এই ধরায় চিরদিন বেঁচে থাকতে পারবোনা। আমাদের সকলকে একদিন না একদিন এ ধরা থেকে চির বিদায় নিতে হবে। এই জন্যই কবির ভাষায় কবি বলেন-

"ইয়া দুনিয়া বেঅফা হায়,
অহী আখের ঠিকানা
করি আগে রওয়ানা হায়,
কুরি পিছনে রাওয়ানা।

অর্থাৎ এই দুনিয়াটা একটা বেহুদা জায়গা আর আখেরাতই হইল ঠিকানা। কেউ হয়ত আগে যাবে আর কেউ হয়তো পরে যাবে। তবে যেতে সবারই একদিন হবে। আর এই মৃত্যুর কষ্ট হচ্ছে সবচেয়ে বড় কষ্ট। নিম্নে এই সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

মহান আল্লাহ তায়ালা সূরা কিয়ামায় বলেন- **والتفت الساق بالساق** অর্থাৎ সেদিন পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে থাকবে। অন্যত্র ইরাশাদ করেন- **فلولا اذابلغت الحلقوم** অর্থাৎ এরপর কেন নয়? সেদিন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। হযরত হাসান র. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. মৃত্যু যন্ত্রণার আলোচনা করেছিলেন যে, তাতে তরবারীর দ্বারা তিনশবার আঘাতের সমান কষ্ট হয়। একবার তাকে মৃত্যুর কষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করলেন, সবচেয়ে সহজ মৃত্যুর উদাহরণ এরকম। যেমন- আকণ্ঠ কাটা পূর্ণ একটি গুল্মকে যদি ভেড়ার পশমের স্তুপে ঢুকিয়ে দিয়ে পুনরায় বের করে আনা হয় তবে তার সাথে অবশ্যই পশমও বেরিয়ে আসবে। একবার তিনি মরণাপন্ন রোগীর নিকট গমন করলেন। অতঃপর বললেন- আমি জানি এর কিরূপ কষ্ট হচ্ছে। এর প্রতিটি রগ স্বতন্ত্রভাবে মৃত্যুর যন্ত্রণায় শিকার হচ্ছে।

হযরত আলী রা. লোকদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলতেন, যুদ্ধ না করলেও তোমাদের মরতে হবে, সেই সত্তার কসম। যার হাতে আলীর জীবন, শয্যায় পড়ে মৃত্যুর চেয়ে তলোয়ারের সহস্র যা আমার নিকট অধিক হালকা।

হযরত সাদ্দাদ ইবনে আওছ রা.বলেন- মৃত্যু মুমিনের জন্য দুনিয়াও আখেরাতের সবচেয়ে ভংকর-ভীতি। মৃত্যু যন্ত্রণা করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করা, কাচির দ্বারা টুকরা টুকরা করা, এমনকি চুলার উতপ্ত পাতিলের উত্তাপিত হওয়ার চেয়েও অধিক যন্ত্রণাপ্রদ। মুর্দাকে যদি পূর্ণজ্জীবিত করা হতো এবং সে দুনিয়াবাসীকে তার মুত্যু কষ্টের খরব শোনাতো তাহলে জীবনের সকল সুখ, স্বপ্ন ভেঙ্গে যেত। আরামের ঘুম হারাম হয়ে যেত।

বর্ণিত আছে হযরত ইব্রাহীম আ. এর ওফাতের পর আল্লাহ পাক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার খলীল মৃত্যুকে আপনি কেমন পেলেন? তিনি বললেন, কোন জীবিত পশুর পশমের ভিতর লোহার কাঁটা ঢুকিয়ে পরে টেনে দিলে যে অবস্থা হয়। আল্লাহ পাক বললেন, আমি তো আপনাকে খুব সহজেই মৃত্যু প্রদান করেছি।

ঠিক অনুরূপভাবে হযরত মুসা আ. এর রুহু যখন আল্লাহর দরবারে পৌঁছে গেল তখন তার প্রতিফলক বললেন, হে মুসা! মৃত্যুকে কেমন অনুভব করলে? তিনি বললেন- জলন্ত পাতিলের ভিতর কোন জীবন্ত পাখিকে ছেড়ে দিলে পরে সে উড়েও যেতে পারছে না এবং তার মুত্যু হচ্ছে না যে, তবু তার একটা রক্ষা হয়ে যেতে পারে। আমার অবস্থাটা ছিল ঠিক সেই পাখির মত। অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বলেছেন, আমার এমন লাগছিল যেমন কসাইয়ের হাতে কোন জীবিত বকরীর চামড়া খসানো হচ্ছে।
হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. হতে বর্ণিত আছে রাসূল সা. ইরশাদ করেন, মালাকুল মাউতের থাবা এক হাজার তরবারির আঘাত হতেও কঠিন হবে। (শরহুস সুদুর : ২০)

হযরত নবী করীম সা. বলেছেন- মৃত্যুকালে বান্দা যখন মৃত্যু যন্ত্রণার শিকার হতে থাকে তখন তার দেহের প্রতিটি জোড়া অপর জোড়াকে আসসালামু আলাইকা বলে সালাম জানায়। আর বলে, "তোমরাও আমার মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত এ বিচ্ছেদ ঘটেছে। হে ভ্রাতা! এ হচ্ছে আল্লাহর নবী রাসূলের মৃত্যু কষ্টের অবস্থা।
হযরত নবী করীম সা. বলেন- তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বের হতে পারবেনা যতক্ষণ না সে তার ঠিকানা অবগত হবে এবং যতক্ষণ না তার গন্তব্যস্থল বেহেশত কিংবা দোযখ অবলোকন করবে।

সর্বোপরি আমি একটি কথা বলতে চাই যে, আমরা সবাই একত্রে থাকতে পারবোনা কেউ হয়তো চলে যাবে আবার কেউ হয়তোবা থাকবে মোট কথা আমরা যে যেখানে থাকিনা কেন আমাদের মৃত্যুকে ভয় করা উচিত। কেননা মৃত্যু যে কোন সময় আপনার সামনে উপস্থিত হতে পারে। সতুরাং মুত্যুর জন্য আমাদের প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। আমরা যদি মহান আল্লাহ তায়ালার আদেশগুলো মেনে চলি ও রাসূল সা. এ সুন্নাতের উপর আমাদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করি হয়তো বা আমাদের মুত্যুটা অনেক সহজ হবে। আর এই দারুননাজাত মাদরাসায় থাকতে আমরা যেমন মাগরিবের নামাজ বাদ আউয়াবিন, জিকির আজকার মোনাজাত করতাম, তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তাম, এশরাক নামাজ পড়তাম, ফজর ও মাগরিব বাদ কুরআন শরীফ পড়তাম এই আমলগুলো যেন আমাদের মধ্যে থাকে। তাহলে হয়তো এগুলো আমাদের নাজাতের একটা মাধ্যম হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। আমীন।

শিক্ষা অর্জন : পরহেজগারিতা

মুহা. ইকবাল হোসাইন

শিক্ষা অর্জনের কালে পরহেজগারি অবলম্বন সম্পর্কে কোন কোন আলেম উক্ত ব্যাপারে হাদিস বর্ণনা করেছেন-

عن رسول الله (ص) انه قال من لم يتورع فى تعلمه ابتلاه الله تعالى باحد تلتة اشياء، اما ان يميته فى شبابه اويوقعه فى الرساتيق اويبتليه بخدمة السلطانز فمهما كان طالب العلم اورع كان علمه انفع والتعلم له ايسر وقوانده اكثر–

রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, যে শিক্ষাকালে পরহেজগারি অবলম্বন করেনা, আল্লাহ তায়ালা তাকে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি দ্বারা পরীক্ষায় ফেলবেন। ০১) হয় তো তাকে যৌবনে মৃত্যু দান করবেন। ০২) অথবা তাকে জঙ্গল এলাকায় তথা মূর্খদের মাঝে নিক্ষেপ করবেন। ০৩) তাকে শাসকের সেবক বানিয়ে পরীক্ষায় ফেলবেন।

অতএব শিক্ষার্থী যত বেশী পরহেজগারি অবলম্বন করবে, তার ইলম তত বেশি উপকারী হবে এবং শিক্ষা অর্জন তার জন্য অধিক সহজ হবে ও সে অধিক শিক্ষার সুযোগ পাবে। আর পূর্ণাঙ্গ পরহেজগারিতা হচ্ছে তৃপ্তি ভরে, ভোজন পরিহার করা, অধিক নিদ্রা ও অহেতুক কথাবার্তা থেকে নিজেকে হেফাজত করা। আর, সম্ভব হলে বাজারের তৈরী খাদ্য পরিহার করে চলবে।

কারণ, বাজারের খাদ্য নোংরা ও নাপাক বস্তু থাকারই অধিক সম্ভাবনা রয়েছে এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে উদাসীন করে তুলে। এর কারণ হল অভাবী লোকদের দৃষ্টি সেইখানে পড়ে। কিন্তু তারা তা কিনে খাওয়ার সামর্থ্য রাখে না। এতে তারা অনেক কষ্ট পায় এবং এর বরকত চলে যায়।

বর্ণিত আছে, যে শায়খ ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল ফযল তার শিক্ষা জীবনে কখনো বাজারের খাবার খাননি। তার বাবা গ্রামে বাস করত এবং তার খাবার তৈরি করে প্রত্যেক শুক্রবার তার কাছে নিয়ে আসতেন। একদিন তিনি তার ছেলের হাতে বাজারের রুটি দেখালেন। ফলে তিনি তার প্রতি অসুন্তষ্ট হলেন এবং তার সাথে কথা বলেননি। তখন তার ছেলে বাবার নিকট ওযর পেশ করে বলেন আমি রুটি কিনিনি এবং তা খেতে রাজি নই। কিন্তু তারপর এক সঙ্গী আমাকে তা দিয়েছিল। একথা শুনে তার পিতা বললেন তুমি যদি সতর্কতা ও পরহেজগারিতা অবলম্বন করতে, তাহলে তোমার সঙ্গী এটা করতে সাহস পেত না। আগের যুগের আলেমগণ এইভাবে পরহেজগারী করতেন। তাই তাদেরকে

আল্লাহ তায়ালা ইলম শেখার ও প্রচার করার তাওফিক দান করেছেন এবং এতে করে তাদের নাম কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

একজন যাহেদ (দুনিয়া বিমুখ) ফকিহ এক শিক্ষার্থীকে এই বলে অসিহত করেছেন যে, তোমার কর্তব্য হলো গীবতকারী এবং বাচালের সঙ্গ ত্যাগ করে আত্মরক্ষা করা। তিনি এইও বলেছেন, যে বেশি কথা বলে সে তোমার হায়াত চুরি করে এবং তোমার সময় নষ্ট করে।
ফাসাদ সৃষ্টিকারী, পাপাচারী ও বেকারদের থেকে দূরে সরে থাকাও পরহেজগারীর কাজ। সর্বদা ভালো লোকদের সান্নিধ্যে থাকবে।
শিক্ষার্থীর আরো কর্তব্য হলা কেবলাকে সামনে রেখে বসা এবং রাসূলে কারীম সা. এর কথা মেনে চলা। ভালো লোকদের দোয়াকে গণিমত মনে করা অঅর মজলুমদের বদদু'আ থেকে বেঁচে থাকা।

একটি সত্য ঘটনা :
একবার দুইজন লোক জ্ঞান অর্জনের জন্য সফরে বাহির হল, তারা উভয়ে এক সাথে পড়ত। কয়েকবছর পর তারা তাদের এলাকায় ফিরে আসে। তাদের একজন ফকীহ হয় আর একজন কিছুই হতে পারেনি। এলাকার ফকীহগণ তাদের বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করলেন এবং জানতে চাইলেন কেন এ রকম হল। তাদের যে ফকীহ হয়েছেন সে তাকরারের সময় কেবলাকে এবং যে শহরে পড়ালেখা করেছেন ইলম অর্জন করেছেন সে শহরকে সামনে রেখে বসতেন। অপরজন বসত কেবলাকে পিছনে রেখে।

এই কথা শুনে ফকীহগণ বলল যে ফকীহ হয়েছে সে কেবলাকে সামনে রাখার বরকতে হয়েছে। কারণ এইভাবে বসাটা সুন্নাত। আর সে এই রকম হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হল মুসলমানদের দোয়া। কারণ শহর আবেদ ও ভালো লোকদের থেকে খালি থাকে না। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে নিশ্চয়ই কোন আবেদ রাত্রে তার জন্য দোয়া করেছেন।

শিক্ষার্থী ভাইদের উচিৎ, শিষ্টাচার ও সুন্নাত নিয়ে অবহেলা না করা। কারণ যে ভদ্রতার প্রতি ও সুন্নাতের প্রতি উদাসীন হবে সে ফরজ থেকে বঞ্চিত হবে। আর যে ফরজ সম্পর্কে উদাসীন হবে সে আখেরাত থেকে বঞ্চিত হবে, অনেক আলেম এটা রাসূল সা. এর হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। শিক্ষার্থীদের আরো কর্তব্য হল বেশি বেশি নামাজ পড়া এবং বিনীয়দের ন্যায় নামাজ পড়া কারণ এটা ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এই সম্পর্কে শায়খ নাজিমুদ্দীন উমর বিন মুহাম্মদ আল নাসাফীর কবিতা,

০১) তুমি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী এবং নামাযের প্রতি খুব যত্নবান হও।
০২) শরীয়তের জ্ঞানসমূহ অর্জনে ব্রতী হও ও চেষ্টা করো এবং ভালো কাজের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো। তবেই তুমি বড় ফকিহ হতে পারবে।
০৩) আর আল্লাহর নিকট তার অনুগ্রহের কামনাকারী হয়ে তোমার স্মৃতি শক্তির হেফাজত কামনা কর। কারন তিনিই সর্বোত্তম হেফাজতকারী, তিনি এও বলেছেন-
০১) "আনুগত্য কর, চেষ্টা কর, অলসতা করোনা। আর তোমরাতো তোমাদের পালনকর্তার নিকট ফিরে যাবে।"
০২) "বেশি নিদ্রা যাবে না। কারণ তারাই কম ঘুমায় যারা সৃষ্টির শ্রেষ্ট।"

শেষ কথা হল আলেমদেরকে সম্মান করা। এই সম্পর্কে হযরত আলী রা. বলেন- "যিনি আমাকে একটি অক্ষর শিক্ষাদান করেছেন আমি তার গোলা। তিনি যদি ইচ্ছা করেন আমাকে বিক্রিও করতে পারেন অথবা মুক্তও করতে পারেন। আবার চাইলে গোলামে পরিণত করতে পারেন।"

হযরত আলী রা. এর কথা থেকে বুঝা যায় যে, উস্তাদের কত কদর। তাই আমাদের উচিত হল উস্তাদের জন্য দোয়া করা এমনকি তাদের মৃত্যুর পরও।

আলেম হওয়ার জন্য একটি অসিয়ত :

হযরত শায়খ ইমাম সাদীদুদ্দীন আশ্ শিরাজী বলেতেন, আমাদের গুরুজনরা বলেছেন যে, যারা সন্তানেরা আলেম হওয়ার কামনা করে তার কর্তব্য হল, অখ্যাত ফকীহগণের দিকে লক্ষ্য রাখা, এর ফলে তার ছেলে যদি আলেম না হয় তাহলে তার নাতি অবশ্যই আলেম হবে।

কে আমি? কোথায় আমার গন্তব্য?

মুহা. বায়েজীদ হুসাইন

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সকল জ্ঞানের আধার। অগনিত দরুদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দিশারী আল্লাহর প্রিয় হাবীব রাসূল সা. এর ওপর যার সিনা হতে প্রবাহিত হয়েছে ইলমে নবুওয়তের সুপেয় ঝর্ণাধারা।

প্রিয় বন্ধুরা,

যদিও বলা হয়ে থাকে **لاتنظر الى من قال واندر الى ماقال**

(কে বলছে তা দেখো না, কী বলছে তা দেখো)

এ কথাও অপ্রতুল নয় যে, বক্তার পরিচয় দ্বারাও শ্রোতার অন্তর প্রভাবিত হয়। তবুও আমি আমার হৃদয়ের দুটি কথা আজ বলতে চাই।

আমরা সকলেই জানি একটা এবং স্বত:সিদ্ধ সত্য কথা এই যে, কিন্তু আমি মনে করি খুব কম সংখ্যক তালেবে ইলমই আছেন যারা এই প্রশ্নগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করছেন যাদের অন্তরে দায়িত্ব ও মর্যাদার অনুভূতি আছে যেমন থাকা দরকার তারা গভীরভাবে ভাবেন যা ভাবা দরকার এভাবেই সময়ের শ্রোতে ভেসে চলছে জিন্দেগীর কিশতী।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে এ বিশ্ব জগতে যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের সেরা করার জন্য যেমন মহান রব্বুল আলামিন কুরআনে ঘোষণা করেছেন-

خلق لكم ما فى الارض جميعا

(যমিনে যা কিছু আছে তা তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন)

এখন বড় একটি প্রশ্ন হলো, সব কিছুই যখন মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? তাহলে মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই এর উত্তর পাওয়া সম্ভব, তাহলো মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যাবতীয় গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে শুধু এজন্য যে মানুষ তার প্রকৃত স্রষ্টাকে চিনতে পারবে। রাসূল সা. এর দুনিয়া ত্যাগের মাধ্যমে ইলমে অহীর দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী রাসূল দুনিয়ায় আগমন করবেন না। কিন্তু ইলমে নবুওয়তের ধারাতো তার নিজের স্বকীয় গতিতে চলতে থাকবে। এখন কথা হলো এই মহান কাজের আঞ্জাম দেবেন কারা? এর ধারক বাহক হবেন কারা? এর উত্তর আমরা প্রিয় নবীর পাক যবান থেকে পেতে পারি, রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন- **ان العلماء ورثة الانبياء**

(নিশ্চয়ই আলেমগণ হলেন নবীগণের ওয়ারীশ)

তাহলে নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, হক্কানী ওলামায়ে কেরাম হলো এই উম্মতের কান্ডারী বা পথ প্রদর্শক। অন্যভাবে বলা যায় যে, এই উম্মতের কলব বা হৃৎপিন্ড আর এই কলব সম্পর্কে রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন-

الا ان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله

(শোন! দেহের ভিতরে একটি পিন্ড আছে যখন তা সুস্থ থাকে গোটা দেহ সুস্থ থাকে। আর যখন তা অসুস্থ হয়ে যায়, গোটা দেহ অসুস্থ হয়ে যায়ে। শোনো, সেই পিন্ডটি হলো কলব।)

এখন কথা হলো আমরা যাদের আলেম বলি, সমাজ যাদের আলেম বলে এবং দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত হয়ে যারা প্রকৃত পক্ষেই আলেম পরিচয় অর্জন করেছেন এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেছেন তারাইতো উম্মতের কলব বা হৃৎপিন্ড তারা যদি সুস্থ থাকে তাহলে গোটা উম্মত সুস্থ থাকবে আর তারা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাদের মধ্যে যদি ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে তাহলে গোটা উম্মত আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়বে তাদের মধ্যে ফাসাদ ও বিপর্যয় আরো ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়বে।

প্রিয় বন্ধুরা,

আপনারা আপনাদের আত্মপরিচয় সন্ধান করুন! এবং নিজেদের চিনতে চেষ্টা করুন গভীরভাবে ভাবুন আসলে কে আমি? কোথায় আমার গন্তব্য? সমাজের মাঝে মানুষের মাঝে আমার মর্যাদা কোথায়? জীবনে চলার পথে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর আপনাকে পেতে হবে এবং সেভাবেই জীবন পরিচালিত করতে হবে। কারণ আপনার জীবন দুদিনের জন্য নয় অনন্তকালের জন্য আপনার জীবন ফানা হওয়ার জন্য নয় বাকী থাকার জন্য স্রষ্টার আনুগত্য গ্রহণ করবে এবং স্রষ্টার আদেশ নিষেধ অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করবে এমনভাবে যে সে যেন স্রষ্টার নিকট থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান ও পুরস্কার লাভের উপযুক্ত হতে পারে যারা এটা করবে তাদের প্রতি আল্লাহর দয়ার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে পক্ষান্তরে যারা নাফরমানীর জীবন বেছে নেবে তাদের উপর মহা প্রতাপশালী আল্লাহর গযবের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে।

আসলে বিশ্ব জগত তৈরির উদ্দেশ্য কি? মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? মানুষের প্রতি স্রষ্টার হুকুম কি? আত্ম সমর্পনের পুরস্কার এবং অবাধ্যতার শাস্তি কি?

এগুলো মানুষের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ মানুষের নবী রাসূলের সিলসিলা কায়েম করেছেন যার সুচনা হয়েছিল আদি পিতার মাধ্যমে এবং সমাপ্তি হয়েছে হাবিবুল্লাহর মাধ্যমে। রাসূলের ইন্তেকালের পর তিনি যে বিশাল ইলমে ওহী রেখে গিয়েছেন তা সংরক্ষণের এবং প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রটি একটি বিশেষ এবং উচ্চ স্তর যা উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত আর এই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই হলেন রাসূলের প্রকৃত ওয়ারীশ।

আমাদের মাদারিসগুলো মূলত ঐ সকল যোগ্য মানুষ গড়ার কারখানা যারা কুরআন সুন্নাহর গভীর জ্ঞান অর্জন করার জন্য জীবন ব্যাপি সাধনায় নিয়োজিত এবং ইলমে ওহীর দায়িত্ব পালনে নিজের জীবনকে ওয়াকফ করে দেবেন যেভাবে ওয়াকফ করেছিলেন হযরত মারয়াম বিনতে ইমরান রা. যা পবিত্র কুরআনে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে–

رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى أنك انت السميع العليم

হে (আমার) প্রতিপালক নিশ্চয়ই আমি উৎসর্গ করে দিলাম আমার গর্ভে যা আছে তাকে ইহজাগতিক দায় ও দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে। সুতরাং কবুল করুন আপনি আমার পক্ষ হতে। নিঃসন্দেহে আপনিই সর্বশ্রোতা সর্বোজ্ঞ।

আমার গন্তব্য সে পথের দিকেই যে পথ চির কল্যাণকামী যে পথ মানুষকে তার সত্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় আমার নিয়্যতো এটা হওয়া উচিত।

رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى أنك انت السميع العليم

আমার গন্তব্যতো সেই সুরম্য অট্টালিকার পানে যেখানে সুন্দরী রমনিগণ সোরাহীভর্তি পানপাত্র নিয়ে আমার প্রতিক্ষা করছে। যেখানকার অফুরন্ত নেয়ামতরাজী আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সুতরাং আমি আমার স্রষ্টায় লীন হতে চাই।

মহান প্রভুর গাহে দরবারে দরখাস্ত আমি যেন আমার সঠিক পরিচয় উপলব্ধি করতে পারি। সঠিক পথে পরিচালিত হয়ে **انعمت عليهم** দের কাতারে শামিল হতে পারি। (আমিন)

নজরের হেফাজত

মুহা. সাঈদ আব্দুল্লাহ

আমাদের সমাজে গুণাহর পরিমাণ অতি দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছে। আর এর মধ্যে অন্যতম হলো চোখের গুণাহ। মানবের চোখ দুটি যখন শরীয়তের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তখন এ দু'টি চোখই অধিকাংশ অশ্লীলতার বুনিয়াদ হয়ে দাড়ায়। আর সে কারণেই শরীয়ত বিশেষজ্ঞ মনীষীগণ কুদৃষ্টিকে "উম্মুল খাবায়েস" বা সকল কুকর্মের উৎস মনে করেন।

যেমন- দৃষ্টি হেফাজতের কিছু কথা ও গুরুত্ব :

কুরআনের দৃষ্টিতে নজরের হেফাজত : আল্লাহ তায়ালঅ ইরশাদ করেছেন-

قل للمومنين يغضوا من ابصادهم ويحفظوا فرو جهم ذلك ازكى لهم ان الله خبيرما يصنعون–

অর্থ: মুমিনদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। (সূরা নূর- ৩০)

তাফসীরকারদের গবেষণা মতে, উক্ত আয়াতে ৩টি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে- যেমন :

تاديب (দীক্ষাদান)

تنبية (সতর্কিকরণ)

تهديد (ভীতি প্রদর্শন)

০১) প্রথমাংশে দীক্ষা প্রদান করা হচ্ছে যে, জিনিসগুলো তাদের জন্য জায়েয নেই, সেগুলো থেকে দূরে থাকো। মুমিনের আনুগত্য করাই হলো মুমিনের সৌন্দর্যতা। আর প্রথম কাজ হলো লজ্জাস্থানকে হেফাযত রাখা।

০২) মধ্যমাংশে মুমিনদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, দৃষ্টি নত রাখার দ্বারা অন্তরের পবিত্রতা আসে। গুণাহের ওয়াসওয়াসা পয়দা হয় না। সুখময় জীবন লাভ হয়। পক্ষান্তরে দৃষ্টি হেফাযত না থাকলে অন্তর শান্তি, প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতা থেকে বঞ্চিত হবে। মনের মধ্যে নফস শয়তান আক্ষেপ আফসোস শাহওয়াতের কুমন্ত্রণা আধিক্য হবে। ফেৎনায় পড়ে যাওয়ার আশংকা প্রবল হবে।

০৩) শেষাংশে মুমিনদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, যদি লোকেরা এ হেদায়েত ও পয়গামকে গুরুত্ব না দেয়, তবে এটা মনে রেখ যেন আল্লাহ তায়ালা লোকদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

এ কথাটি মনে রাখতে হবে পুরুষদের ন্যায় অনুরূপভাবে মহিলাদের ক্ষেত্রে, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وقل للمومنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن–

ঈমানদার নারীদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। (সূরা নূর ৩১)

উল্লেখিত আয়াত দুটির বর্ণনাভঙ্গি এ সত্যটি প্রকাশ করে দিয়েছে যে, চোখ যুগল শরীয়তের লাগাম হারা হলে কামভাবে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তখন মানুষের বিবেকের উপর পর্দা পড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে লাঞ্ছনার গর্তে ছিটকে পড়ে। চোখের গুণাহ সৃষ্টি হওয়ার কিছু সাধারণ বিষয় যা আমাদের বর্তমান সমাজে খুব বেশি দেখা যায়। কিন্তু আমরা তা সাধারণ বিষয় মনে করি। যেমন- বিভিন্ন উপায়ে কুদৃষ্টি হয়ে থাকে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো মেয়েদের ঐ সব ছবি দেখা যেগুলো বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকার শোভা বর্ধন উপন্যাসের বইয়ের প্রচ্ছদে ছাপা হয়। বিভিন্ন ফিল্ম ও ছায়াছবিতে মেয়েদের দেখা। খবর শোনার বাহনা দেখিয়ে টিভিতে সংবাদ পরিবেশনকারীনি মহিলাদের ছবি দেখা। ইন্টারনেটে পেশাদার নারীদের ছবি দেখা। সিডিতে নারীতের ছবি দেখা মোবাইলে কোন মেয়ের ছবি দেখা। আনন্দ করতে গিয়ে বিয়ে-শাদীতে তোলা নারী-পুরুষের অবাধ মিশ্রিত ছবি। মাঝে মাঝে নিজে দেখা এবং অন্যকে দেখানো। এভাবে নারীদের ছবি দেখা তো জীবিত সরাসরি দেখার চাইতে বড় ক্ষতিকর ব্যাপার। কেননা রাস্তায় চলাফেরার সময় ভিন নারীর চেহারা-আকৃতি তেমন সুক্ষ্মভাবে দেখা যায় না। যতটা ছবির মাধ্যমে দেখা সম্ভব হয়। এসব থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের দৃষ্টিকে হেফাযত করুক। আমীন।

এছাড়াও কুদৃষ্টির কারণে যে ধরনের ক্ষতি হয-

* ফ্যাসাদের বীজ বপন করা হয়।
* নেক আমলের তৌফিক উঠে যায়।
* মেধা শক্তি দূর্বল হয়ে পড়ে।
* রহমত-বরকত উঠে যায়।
* কুরআন ভুলে যায়।
* গুণাকে হালকা মনে করা হয়।
* এছাড়া বড় ধরনের ক্ষতি হলো।

কুদৃষ্টি করার সাথে সাথেই শয়তান মানুষের মন মস্তিস্কে চড়াও হয়ে যায়। এবং সে নারীর চেহারাকে সুদর্শন চমৎকার ও লোভনীয় করে তার সামনে আসে। তখন ঐ

আকৃতির নারী তার মন-মস্তিস্ককে গ্রাস করে নেয়। আর ব্যক্তি জানে সে তাকে পাবে না। তবুও সে একাকী নির্জনে ঐ কল্পিত প্রিয়ার স্বাদ অনুভব করতে থাকে এবং কখনো তা ঘন্টাব্যাপী হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكر ماواتبع هواء كان امره فرطا–

আর ঐ ব্যক্তির কথা মানবে না যার অন্তরে আমার স্বরণ থেকে উদাসীন এবং সে তার মন চাহিদার অনুসরণ করে এবং তার কাজ কর্ম শরীয়তের সীমাতিক্রম করেছে।
ইমাম শাফেয়ী রা. বলেন-

شكوت الى وكيع سووحفظى
حاوحانى الى تزك المعاصى
فان العلم نور من الهى
ونور الله بعطى لعاصى

আমি ইমাম ওকী র. এর নিকট নিজের মেধার দূর্বলতার কথা উল্লেখ করলে তিনি অসীয়ত করলেন যে, হে তালিবে ইলম। গুণাহর কাজ হতে বিরত থাকো। কেননা ইলম তো আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত নূর, বিশেষ যা কোন গুনাহগারকে দেওয়া হয় না।

উক্ত অংশটুকু স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি ও মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শিক্ষা গ্রহণের চমৎকার সবক।

মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ কামনা আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে চোখের গুণাহ থেকে হেফাযত করে। আমীন।

অপচয়

মুহা. জাকির হোসেন

অপচয় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

كلوا واشربوا ولاتسرهو ان الله لا يحب المسرفين.

অর্থাৎ : তোমরা খাও এবং পান কর কিন্তু অপচয় কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীকে ভালোবাসেন না।

নসিহত তারাই গ্রহণ করে যারা মুত্তাকি। মুত্তাকি ছাড়া কেউ নসিহত গ্রহণ করে না। যেমন: কুরআন পড়ার সময় দুই ধরনের মানুষ আমরা দেখতে পাই।

০১) শ্রবণ করে কিন্তু মানে না।

০২) শ্রবণ করে এবং মানেও।

রাসূল সা. এর সময় দেখা যেত একদল নামধারী মুনাফিক যারা কুরআনের কথা শ্রবণ করত কিন্তু মানত না। আর কিছু লোক ছিল যারা, **سمعنا وأطعنا** শুনত ও আনুগত্য করত। উপরিউক্ত আয়াতটিতে অপচয় ও অপব্যয়ের কথা উল্লেখ করে এই সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়েছেন। আজ অপচয়টা মানুষের এক প্রকার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এই অপচয়টা শুধু ব্যক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং জাতীয় পর্যায়েও অপচয়-অপব্যয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে বললেও ভুল হবে, বরং সারা বিশ্বে আজ অপচয়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই অপচয় হতে পারে পানি, খাদ্য, শক্তি, মেধা, সময়, টাকা-পয়সা, কথার ইত্যাদি।

অপচয় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

১. ان المذرين كانوا اخون الشيطين وكان الشيطين لربه كفورا(بنى اسرائيل). ২৭

২. وان ذات ذالقربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ২৬

০১. অর্থ: নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

০২. অর্থ: আত্মীয় স্বজনকে তাদের হক দান কর এবং অভাবগ্রস্থ ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না।

পানির অপচয় :

আমরা সাধারণ কাজেতো পানি অপচয় করি এবং অনেক নেক কাজেও পানির অপচয় করে গুণাহের কাজে লিপ্ত হই। রাসূল সা. অযু করতেন এক মগ পানি দিয়ে, আর গোসল করতেন ৩ মগ পানি দিয়ে। হিসাব করে দেখা যায় এক বদনার কিছু বেশি পানি দিয়ে গোসল করতেন।

একবার রাসূল হযরত সা'দ কে বললেন হে সা'দ তুমি পানি অপচয় করছো কেন? তখন সা'দ বললো হুজুর অযুর মধ্যেও পানি অপচয় হয়। তখন রাসূল সা. বললেন যে, তুমি যদি প্রবাহমান নদীতেও অযু কর তাহলে তা অপচয় হবে। (আবু সাউদ)
আমাদের একটা অভ্যাস যে যখন অযু করি তখন একটি অঙ্গ বারবার ধৌত করি। ফিকহবিদদের মতে এটা মাকরুহ। আমল করতে গিয়েও মাকরুহ কাজ করে বসি।
আল্লাহ তায়ালা এই পানির মধ্যে এমন নিয়ামত দিয়েছেন যে, পানির মধ্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন রয়েছে।

একবার কয়েকজন বিজ্ঞানী মিলে পানি তৈরী করার পরিকল্পনা করলেন, তখন পানি তৈরীর জন্য অক্সিজেন, হাইড্রোজেন একত্র করে পানি তৈরী করল। এখন পরীক্ষা করে দেখলো এটা খাওয়ার উপযোগী নয়। বরং খেলে সে মৃত্যুবরণ করবে।
আল্লাহ তায়ালা কত নিয়ামত দিয়ে পানি তৈরী করেছেন যে, তার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না।
পানি অপচয় করার আগে একটুখানি চিন্তা করা দরকার যে, এক ফোটা পানির জন্য কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসাইনের পুত্র এবং তার পরিবার পরিজন সকলে শহিদ হয়েছেন।
অনেক সময় দেখা যায় যে একটা গ্লাস পানি কেউ খেল এবং কিছু রেখে দিল। তখন আরেকজন এসে সেই পানিগুলো ফেলে দিল এই যে অপচয় আমাদের একটু ভাবা দরকার যে, الشفاء سور المؤمنين। এক মুমিনের উচ্ছিষ্টে আরেকজন মুমিনের জন্য আরোগ্য রয়েছে।

খাবারের অপচয় :

আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের কে জীবন ধারণের জন্য বিশাল বড় এক নেয়ামত দান করেছেন। বর্তমানে দেখা যায় যে এই অপচয়টা আলেমদের মধ্যে ও ঢুকে পড়েছে। আফসোসের বিষয় যারা দীন ইসলাম নিয়ে মানুষদেরকে আহ্বান করবে যদি তারাই এই অপচয়কারী হয়। তাহলে একজন সাধারণ মানুষের তার অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। খাওয়ার অপচয়টা আমরা কিছুই মনে করি না। যেমন ধরেন কেউ দোকানে গেল তখন তাকে রুটি দেওয়া হল। তখন রুটির চারপাশের অংশ না খেয়ে শুধু মাঝের অংশ ভক্ষণ করে। অপর অংশটা ফেলে রাখে, আর যখন আমরা ভাত খেতে বসি তখন আমাদের প্লেট থেকে কিছু ভাত দস্তর খানায় পড়ে যায় আর সবশেষে দেখা যা যে আমরা পড়ে যাওয়া ভাতগুলো আর খাই না এমনকি প্রত্যেক বেলায় আমরা কম বেশি ভাত অপচয় করে থাকি। একটুখানি চিন্তা করা দরকার যে একটি ভাত আমাদের কাছে আসে কত পরিশ্রমের বিনিময়ে।

একজন লোক প্রথমে ধান লাগায়। এভাবে যখন ফসলে পরিণত হয় তা কেটে মাড়াই করে, তারপর সিদ্ধ করে, তারপর ধান ভাঙ্গায়, তারপর এগুলো বাজারে বিক্রি হয়। এইভাবে অনেক কিছু বাধা বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে আমাদের নিকট আসে।

এই সম্পর্কে একটি সত্য ঘটনা :

আমার বাবার খালাত বোন আর একজন খালাত ভাই ছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, তাদের ছোট অবস্থায় তার পিতা মাতা উভয়ে ইন্তেকাল করেন। তারপর তাদের এই করুণ অবস্থা যা বলা অত্যন্ত কষ্টের বিষয়। তারপরও বলি যখন তাদের মা-বাবা মারা যান তখন তাদের পরিবারে বড় কোন অভিভাবক ছিল না যে তাদেরকে খাবার দিবে। একবার এমন হল যে, ভাত রান্না করল ভাই-বোন দুজনে দুপুর বেলায় অল্প অল্প আহার করল তারপর বাকিগুলো রেখে দিল যে পরে খাবে এই নিয়তে। যখন রাত্র ঘনিয়ে আসল তখন ছোট ভাই বলতেছে যে আপু আমার অনেক ক্ষুধা লেগেছে আমাকে চারটা ভাত দাও। তখন ছোট ভাইয়ের এই আবদারটা বড় বোন রক্ষা করতে পারল না। বলল, "ভাই এখন খেও না" বলতে বলতে কাঁদতে লাগল। আর বলল আল্লাহ বাঁচালে সকালে খেও। তখন ছোট ভাই কি করবে সেও বুঝল আসলে এখন যদি খাই তাহলে সকালে কি খাব। তখন একটু পানি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু আল্লাহর কি মহিমা ছোট ভাইটা ঘুমের মধ্যে ইন্তেকাল করেছেন। তখন বড় বোন কাঁদতে কাঁদতে বলে হায় আমি কি করলাম আমার নিজ হাতে আমার ভাইকে হত্যা করেছি কিন্তু কেঁদে আর কি লাভ হবে ভাইকে গোসল দিয়ে জানাজা পড়ে দাফন করল। তারপর বোনটা একেবারে অসহায় হয়ে গেল। তারপর আমার দাদা সেই খালাকে নিয়ে আসেন তারপর একটু বড় হলে আমার বড় জেঠার সাথে বিবাহ দেন। আমরা সব সময় দেখতাম তিনি ভাত খাওয়ার সময় কাঁন্না কাটি করতেন। কখনো আমাদের বাড়িতে আসলে যদি দেখতেন যে, আমরা ভাত অপচয় করছি তখন তিনি আফসোফ করে কেঁদে কেঁদে বলতেন এই ভাতের জন্য আমি আমার নিজ ভাইকে হারালাম। আর তোমরা ভাত নষ্ট করছো। এইভাবে তিনি সারাটা জীবন কষ্ট করে যান। তিনি জীবিত থাকতে কখনো তার পরিবারকে অপচয় করতে দিত না। আসলেই আমাদের চিন্তা করা দরকার যে কোন সময় আমার অবস্থা এই রকম হতে পারে। আমি আমার আলেম ভাইদের উদ্দেশে বলছি যে এত দিন যা করেছেন তার জন্য আল্লাহর দরবারে তওবা করুন। আর আল্লাহর দরবারে কামনা করি যে আল্লাহ যেন এগুলো হতে আমাকে এবং সকল ইমানদারকে হেফাজত করেন। আমীন।

উপলব্ধি

মুহা. আবদুর রহমান মিয়া

পড়াশুনা করি না
দাগ কাটে না মনে
নিজেদের ব্যর্থতাই এই
হেসে বলছি জনে জনে।
লজ্জা তবু কেন নেই আমাদের!
বুঝি, নেই বলে উপলব্ধি
ভালোপড়াশুনা সেই করে
আছে মাথায় ঘার এই বুদ্ধি

আমরা ছোট বেলা থেকে আজ এই পর্যন্ত একটা কথাই বার বার আমাদের পিতা, মাতা, শিক্ষক আর অন্যান্য গুণীজনের মুখে শুনে আসছি, আর তা হল ভালো করে পড়াশুনা কর, তাহলেই জীবনে সুখ পাবে, বড় পদের চাকরি করতে পারবে, মানুষ তোমাকে মূল্যায়ন করবে সেফ এতটুকু কথা।

আর এশুনার অপর পৃষ্ঠায় আছে যে, পড়াশুনা না করলে ক্ষেতের চাষি, গার্মেন্টস এর শ্রমিক, রিক্সা চালিয়ে জীবন কাটানো, অকর্ম বলে সকলের ধীক্কার প্রাপ্তি এতটুকু কপালে ঝুটবে। আর এজন্যই ভালো করে পড়ালেখা করতে হবে। আর একটা কথা বা উদেশ।
আমরা এ উপদেশের সাথে এতো বেশী পরিচিত যে, এটা আমাদের কাছে মূল্যহীন হয়ে গেছে। আর আমাদের নিকট সাধারণ কথা হয়ে দায়িয়েছে যে, তারাতো এধরনের কথা বলবেই, মূলত এটাই তাদের দায়িত্ব।

অথচ যারা এই উপদেশ মেনে চলে, তারা হয়ে যায় সোনার মানুষ অথবা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আর তারাই সফলকাম হয় এবং স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে যারা এটাকে সাধারণ উপদেশ মনে করে পালন করেনা তাদের জীবন কঠিন ও দুর্বিষহ হয়। তারা সমাজে মূল্যহীন বস্তুর মত পড়ে থাকে আনাচে কানাচে বোঝা হয়ে।

আর যে বিষয়টার অনুভব খুবই স্পর্শকাতর বিষয় যেটা আমরা উপলব্ধি বলে থাকি। উপলব্ধি বা অনুভব এটা এমন বস্তু যার কারণে মানুষ নিজেকে উচ্চ মর্যাদায় নিয়ে যায়। আর উপলব্ধিহীন তার কারণে অতল গহ্বরে যায়।

আমরা যারা ছাত্র তারা বছরের পর বছর পাশ করে যাচ্ছি অথচ আমাদের মনে কোন লক্ষ নেই কোন স্বপ্ন নেই। আর এই স্বপ্ন নেই বলেই আমাদের মাঝে কোন কিছু করার উদ্রেক হয় না। যদিও বা কারো থাকে তারা সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের ধারেও ঘেষে না। আমাদের অধিকাংশ ছাত্ররা লক্ষ ঠিক করতে পারে না বলেই তারা চালকবিহীন অবস্থায় মহা সমুদ্রে ভাসছে। আমাকে যে জীবিকার তাগিদে নিকট তীরে উঠতে হবে। তার মানে হল কোন পেশা নিয়ে বাঁচতে হবে অন্তত এই চিন্তাটুকু করা দরকার ছিল। অথচ আমরা চিন্তা দূরে

থাক তা উপলব্ধিতেও আনি না। শুধু কি তাই? আমরা মাদরাসার ছাত্ররা যেমন তেমনভাবে অবহেলায় সময় কাটাই। আমরা সময়ের ব্যাপারে এতো বেশি সচেতন নই। এ যেন আমাদের চিরকালের ব্যাধি।

আমরা বাড়ির কাজ আগামীকালেল জন্য ফেলে রাখি। অথচ আমরা এটাও জানি যে, আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখলে তা কখনো সম্পন্ন হয় না। আমরা এটা জানা সত্ত্বেও কেন যে আমাদের বিবেক জাগ্রত হয় না এটা শুধু উপলব্ধির বিষয়। আর এটাও উপলব্ধিতে আসে না যে সময় একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না।

বাদই দিলাম ঐসব কথা, কিন্তু যে পিতা-মাতা আমাদের পড়াশুনার জন্য এতো টাকা পাঠায় বিনিময়ে আমরা তাদের কি দিচ্ছি? মাস হলেই টাকা চেয়ে বসি। আর তারাও তাদের কষ্টার্জিত টাকা পাঠায় এইভেবে যে, ছেলে আমার পড়াশুনা করছে বুড়ো হলে তারাইতো আমাদের ভার নিবে। অথচ আমরা তাদের টাকায় খাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি কিন্তু তাদের পয়সার মূল্যায়ন না করে দিব্বি বসে আছি। হুজুররা প্রায়ই একটা কথা বলেন পিতা-মাতার টাকায় পড়াশুনা না করে খেলে ঘুমালে হারাম হবে। এটাও আমরা চিন্তায় বা উপলব্ধিতে আনি না।

আমরা মনীষীদের দিকে তাকালে দেখতে পাই, তারা তাদের ভবিষ্যৎ এর ব্যাপারে খুব সজাগ ছিলেন সেই সাথে ভবিষ্যৎ এর কর্মপন্থা কি হবে সেই ব্যাপারেও চিন্তাশীল ছিলেন। আর এজন্যে তাদের বলা হয় দূর দৃষ্টিসম্পন্ন। কিন্তু আমাদের তার উল্টো। সামনের ভবিষ্যৎ নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই। পাশ করছি তো করছি কতটুকু অর্জন হল আর তা নিয়ে কোন পেশা গ্রহণ করা যাবে সেই নিয়ে কেউ ভাবে না। ঠিক যেন গন্তব্যহীন রেলগাড়ীতে এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে যাওয়া কিন্তু কোথায় গাড়ী থামবে তা জানে না। এখানেই উপলব্ধির অভাব।

পড়াশুনার মাঝে জানার যে আগ্রহ জ্ঞানের যে রস আছে তা আমরা বুঝতে চাই না। ফাযিল, কামিল বা এম.এ., বি.এ. পাশ করে যদি আমাদের অর্জন তলানীতে থাকে, অল্পই হয় তবে সেই বিদ্যার মূল্যায়ন আছে বলে মনে হয় না। আমরা পড়াশুনা না করে একে অন্যের নিকট মৃদু হেসে বলি "ভাই আজ একটুও পড়ি নাই"। তখন সে বলে "আরে আমি তো এক সপ্তাহ বা তার বেশী সময় ধরে বই স্পর্শ করি নাই"। এই যে না পড়ার বিষয়টা আমরা গর্ব মনে করি, অন্যের নিকট বলি এতে আমাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ নয় কি? মূলত এখানে এসে আমরা আমাদের মনুষত্যবোধ বা বিবেকের তাড়না হারিয়ে ফেলেছি।

এই উপলব্ধি নামক বিষয়টা যদি আমাদের বিবেক জাগ্রত করে বা বিবেককে নাড়া না দেয় তাহলে আদৌ সফলতায় পৌঁছাতে পারব না। যে উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানে এসেছি তা নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হবে।

মূলত উপলব্ধি হলে অন্তরে দাখ কাটে যে, আমি কিসের জন্য এসেছি আর কি বা করছি। যদি এ উপলব্ধি নামক গুণটি আমাদের মনের গভীরে রেখাপাত করে তবেই সফল হওয়া সম্ভব। আর সেই সাথে দেশ জাতি, প্রতিষ্ঠান, সমাজের উত্তম হাদী হওয়া সম্ভব নিঃসন্দেহে বলা যায়।

জীবন সফলতার পথ ও পাথেয়

মুহা. ফারুকুর রহমান

প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা!

পৃথিবীর এ বিশালতার তুলনায় আমাদের এ জীবনটা অতি ক্ষুদ্র নঘন্য। তারপরও এ বিশাল ধরায় নিজেদের ক্ষুদ্র জীবনটাকে চির স্মরণীয় করে রাখার জন্য বিভিন্ন জন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত। জীবনের ধাপগুলো যতই পার হচ্ছে ততই নিজেদের মাঝে ব্যস্ততা বা পৌরত্যের একটা ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বন্ধুরা! জীবনের লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার এখনই উত্তম সময়। ঘড়ির কাটা যেমন তার গন্তব্য থেকে নির্দিষ্ট কক্ষপথ ঘুরে তার গন্তব্যে এসে পৌছে পুনরায় ঘুরতে থাকে। ঠিক মানুষের জীবনটাও তেমনি। কিন্তু একটু ব্যতিক্রম।

একটা সন্তান যখন জন্ম গ্রহণ করে, তারপর থেকেই শুরু হয় তার জীবনের গতি। এক পা দুপা কর পার হতে থাকে তার জীবনের প্রতিটি সিঁড়ি। আর এভাবে এক দুপা করে পার হয়েই এক সময় সে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছে যায় দেখা পায় সফলতার রাজপথ কিন্তু একজন ব্যর্থ মানুষ, যিনি জীবনের সফলতার রাজপথে জীবনের সিঁড়িগুলোকে পার হতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন, তারপক্ষে কোন দিন পুনরায় ব্যর্থ জীবনের সেই সিঁড়িগুলোকে সফলতায় পরিণত করা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, সে যদি পুনরায় আবার পূণ জীবন লাভ কর তাহলে সম্ভব। কিন্তু কিভাবে? দুনিয়ার যে একটা রীতি, আল্লাহ তায়ালার বিধান, দুনিয়াতে মানুষ একবারই জন্ম গ্রহণ করবে আর এ জীবনের অর্জিত সম্পদগুলোই হবে তার আখেরাতের কর্ম ফল। পৃথিবীর বড় বড় মনীষীগণ তাদের মূল্যবান জীবনগুলোকে উৎসর্গ করে গেছেন, দ্বীনের জন্য, দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহর হাবীব সা. এর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য আর তাদের এ সংগ্রাম মূখর, উৎসর্গকৃত জীবনকে চির স্মরণীয় করে রেখে গেছেন এ জগতের মাঝে।

আমার প্রিয় ওস্তাদ বাকেরগঞ্জী হুজুর বলতেন, বাবা, তোমাকে পোড়া ইট হতে হবে। তো আমি বলতাম, হুজুর পোড়া ইট মানে কী? হুজুর বলতেন একটা কাঁচা ইটের ওপর যদি এক ফোটা বৃষ্টির পানি পরে তাহলে ঐ স্থানটি ফেটে যাবে অথবা ছিদ্র হয়ে যাবে। কিন্তু একটা পোড়া ইটের ওপর যদি হাজারো বৃষ্টির ফোটা পরে, বিন্দু মাত্র ইটের কিছু হয় না বরং ইটটি অক্ষত থাকে। ঠিক একজন সফল ব্যক্তির সফলতার জীবনটাও পোড়া ইটের মত। ব্যক্তির মাঝে যখন একনিষ্ঠতা, সত্যবাদিতা, চারিত্রিক মাধূর্যতা, যোগ্যতা কর্মদক্ষতা, আচরণ দক্ষতার মাধ্যমগুলো যখণ প্রকাশ পায় এবং এগুলোর দ্বারা যখন ব্যক্তি তার জীবনটাকে সপে দেয় ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও জাতির কল্যাণের স্বার্থে, তখনি সমাজের মানুষ, দেশের মানুষ, গোট পৃথিবীর মানুষ তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে আর পৃথিবীর মাঝে চির স্মরণীয় হয়ে থাকে হাজারো তারকার মাঝে একটি তারকার মতো।

একজন ওস্তাদের নিকট হুজুর বলতেন বাবা তুমি হলে স্বর্ণের টুকরার মত। স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণের টুকরাকে যেভাবে ইচ্ছা বানতে পারে, যদি সে চায় এটাকে দিয়ে আংটি বানাবে অথবা

হার বানাবে সে তা করতে পারে। ওস্তাদ, মুরব্বি বা দিক নির্দেশক যেভাবে নির্দেশ প্রদান করবে সেভাবে তার জীবন পরিচালনা করবে আর এতেই রয়েছে সফলতার একমাত্র পথ ও পাথেয়। বলা চলে মৃত ব্যক্তির ন্যায়। আরবীতে প্রবাদ আছে-

الطالبون فى يد الاثتاذ كالميت فى يد الغسال

অর্থাৎ ওস্তাদের কাছে ছাত্র গোসলদানকারীর নিকট মৃত ব্যক্তির ন্যায় জীবন সফলতার জন্য একমাত্র মূর্ত প্রতীক হলো, একটা সঠিক সিদ্ধান্ত। আর এ সঠিক সিদ্ধান্তটি এসে থাকে, ওস্তাদ, পিতা-মাতা বা মুরব্বিদের কাছ থেকে। আমাদের প্রিয় ওস্তাদ পাবনা হুজুর বলেছিলেন ইলম হলো টিউবওয়েলের ন্যায়। সম্পূর্ণ টিউবওয়েলটা হলো ওস্তাদের সিনা, তার ভিতরের পানিটা হলো ইলম, ওস্তাদ তার সিনা থেকে ইলমকে বিলিয়ে দিবেন ছাত্র তা কলস ভর্তি করে তা আহরণ করবে। এ জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ওস্তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক বা সোহবত।

আদি থেকে অদ্যবধি এ ধরায় যত মনীষী এসেছেন তারা একেকজন একেক যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতর কারণে সম্মানিত হয়েছেন এবং চির স্বরণীয় হয়ে আছেন জগতের মাঝে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্মান হলো ইলমী সম্মান। আর এ ইলমী সম্মানটা তিনভাবে হয়ে থাকে। একথাগুলো বলেছিলেন আমাদের কাঠালিয়ার হুজুর।

১) ওস্তাদকে সম্মান করা ও তাদের জন্য দোয়া করা
২) ইলম অর্জনের যে উপকরণগুলো আছে তার সম্মান করা
৩) প্রতিষ্ঠানের জন্য দোয়া করা।

তবে হ্যাঁ এত বড় অর্জনের প্রতিবন্ধকতাকে নিশ্চিন্ন করে উৎকর্ষতার পূর্ণ শিখরে পৌঁছার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, সত্যবাদিতা, চরিত্রের মাধুর্যতা ও ন্যায়-নিষ্ঠা বিশেষ করে পূর্ণ ইচ্ছাশক্তি ও ধৈর্যশীলতা।

প্রিন্সিপাল হুজুর প্রায়ই হুজরের নসিহত বলে থাকেন ছাত্ররা! তোমরা এখন বড় হয়েছ,বুঝতে শিখেছ, চলতে শিখেছ, কথা বলতে শিখেছ। জীবনে যেখানেই থাকনা কেন নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করবে। জীবনে কোনদিন আদর্শচ্যুত হবে না। একজন আদর্শ পথ নির্দেশকের সোহবতে থাকার চেষ্টা করবে। তোমার আদর্শ, তোমার চরিত্র, তোমার আচরণ, তোমার দক্ষতা, তোমার যোগ্যতা যেন অমায়িক হয়। মনে রাখবে, তোমর চরিত্র, তোমার আদর্শ, তোমার আচরণের কারণে যেন তোমার পিতা-মাতা, তোমার ওস্তাদ বা এই প্রতিষ্ঠানের বদনাম না হয়। পিতা- মাতা ওস্তাদের জন্য দোয়া করবে, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রাখবে। জীবনে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হবে। অনেক বাঁধা-বিপত্তি জয় করতে হবে তারপরেই সুখ আশা করা যায়।

আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে বড় বড় আকাবীরদের আদর্শে আদর্শিত হয়ে একজন আদর্শ মানুষের সোহবতে থেকে জীবন সফলতার পথটাকে পরিষ্কার করে পাথে সংগ্রহ করতে পারি সেই তাওফীক দান করেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারি সেই তাওফীক দান করে। আমীন।

সফলতার কথা

মুহা. আবু সাঈদ

প্রিন্সিপাল হুজুর একদিন আমাদের ক্লাসে বলেছিলেন- "জীবনের লক্ষ্য সুখী হওয়া"। আর বাংলা স্যার বলেছিলেন- "সুখী হতে হলে সম্মান ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োজন। কিন্তু সম্মান ও স্বাচ্ছন্দ্য শুধুমাত্র অর্থের ওপর নির্ভর করে না। ব্যক্তিত্বের ওপরই অনেকাংশে নির্ভর করে। আরবীতে প্রবাদ রয়েছে-

من عرف نفسه فقد عرف ربه

নিজেকে চিনলে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়। যা আমাদেরকে সফলতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই সফল হওয়ার জন্য সন্দেহমুক্ত আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন।

সক্রেটিস বলেছিলেন- "Know Thyself" নিজেকে চিনো। আমি কে? প্রতি মুহূর্তে আমার কী করণীয়? তা আমাকে ভাবতে হবে। শুধু ভাবলেই হবে না, বরং যা করণীয় তাই করতে হবে।

প্রতিটি মানুষ যদি চিন্তা করে এখন আমার কী করণীয়, তবে জীবনকে উন্নত করা সহজ হবে। ছাত্র হিসেবে আমার করণীয় সর্বদা লেখাপড়া করা। আড্ডা দেয়া, অলসতা আর বিলাসিতা করা নয়। সাধনা করতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না সফল হওয় যায়।

কোন একটি কাজ নিয়মিত করলে তাতে বরকত হয়। যতটুকুর বোঝা আমি বহন করতে পারব, ঠিক ততটুকুই আমি বহন করব। আমরা যারা বলি আমাদের মেধা কম, তাই পড়াশুনা পারি না। আমাদের না পারার পেছনে অলসতাই দায়ী। কেনন, দার্শনিক স্পেলার বলেছিলেন- "সফলতার জন্য ৯৯ ভাগ সাধনা আর ১ ভাগ মেধা প্রয়োজন"। অতএব আমরা যদি সাধনা চালাতে থাকি, তবেই উপকৃত হওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। এজন্যই জগলাস জেরন্ড বলেছিলেন- "ধৈর্যধারণকারী পরিশ্রমী ব্যক্তি একদিন জয়লাভ করবেই"।

সুখী হওয়ার অনেক বড় স্বপ্ন দেখতে হবে। কারণ, ঢিল যদি বহুদূরে ছোড়া হয়, তবে ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী ঢিল পৌঁছবে। কিন্তু যদি ঢিলটির লক্ষ্য কাছে হয়, তবে ব্যক্তি সামর্থ্য দূরে থাকা স্বত্ত্বেও কাছের লক্ষ্যে ঢিল পৌঁছবে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। যে ছাত্র ক্লাসে সেকেন্ড বা থার্ড হয়, তার স্বপ্ন হতে পারে ফার্স্ট হওয়া। কিন্তু যে ফার্স্ট হয় তার স্বপ্ন কি ফার্স্টের আগেও অন্য কিছু হওয়া নাকি? কখনোই নয়। একটুখানি আত্মবিশ্বাস আর প্রচেষ্টার অভাবেই এরূপ তারতম্য হয়। তাই সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখতে হবে। এপিজে আবুল কালাম বলেন- "স্বপ্ন কখনো ঘুমিয়ে দেখা যায় না, স্বপ্ন হল যা ঘুমাতে দেয় না"।

গতিময় জীবন

এস.এম. ফখরুল ইসলাম

একটু ভাবুন তো....

আমাদের জীবন থেকে শুরু করে আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত সব কিছুই তিলে তিলে বা ক্ষুদ্র পরমাণুর মত পদার্থ থেকে অণু এবং ধীরে ধীরে তা যতটুকু ইচ্ছে বা পাহাড়ের মত বড় হয়ে থাকে।

মাতৃগর্ভেও আমাদেরকে শুক্রাণু হতেই গঠন করা হয়। এক একটা বিশাল মানুষ। যার উদাহরণ আমরা নিজেরাই। আর এই জীবনটা গঠন হয় এক একটা মাইক্রো লেনো সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর, যুগ ও শতাব্দির মধ্য দিয়ে। আর তার মাঝে প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করে আসছি আমরা।

আবার সেই জীবনের মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে থাকে স্মৃতি, দু:খ, হাসি কান্না, প্রেম, ভালবাসা, আবেগ, অনুভূতি, আকুতি-মিনতিসহ নানান মাধ্যম দ্বারা গঠিত। আর এই সব স্মৃতি, দু:খ, হাসি, কান্না, ভালোবাসাগুলো নানা কাহিনী, সত্য-মিথ্যা কিছু কাজের মাধ্যমে পরিচিত।

আর তার মাঝে জীবনের কোন দিনটা কারো জন্য স্মৃতি, কারো জন্য দু:খ, কারো বা হাসি, কারো বা কান্না, কিংবা ভালোবাসা বয়ে আনে, তা সবই দৃষ্টি গোচর। তবে এতটুকু সত্য যে, এ সব শুধু একেবারেই হয় না। বরং তা সরিষা দানার জমাট বাধা পাহাড়ের মতই গড়ে ওঠা আর পানি জমা বরফের মতো এ সবই বা সব কিছুই গলে গিয়ে আবার নতুন কিছু দিতে জানে।

আর সেখানেই হয়তোবা হাসি, কান্না, সুখ-দুঃখ প্রকাশ পায়। আর সেই প্রকাশটাই হয় আমাদের ইতিহাস। বরফ গলা পানি যেমন ঠান্ডা এবং পানির ঘনত্ব যেমন গভীর ঠিক জীবনের সেই প্রকাশটাও তার সাথে যথার্থ মিল রাখে।

একটা স্মৃতি শুধু এমতিতেই গড়ে উঠে না, অনেকগুলো ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এক একটা স্মৃতির জন্ম হয়। একটু দুঃখ, একটু সুখ, একটু হাসি, একটু কান্নাসহ সবকিছুর পিছনেই কিছু না কিছু রহস্য লুকিয়ে থাকেই।

জীবনের গতি সর্বক্ষেত্রেই চলছে। সবকিছু বন্ধ করা গেলেও জীবনের চলার পথ বন্ধ করা অসম্ভব। কোন না কোন অবস্থার উপর দিয়ে জীবন পার হয়ে যাচ্ছেই। আপনি, আমি চাইলেই ঘড়ির কাটাকে ধরে রাখতে পারি, কিন্তু সময়কে নয়। আচ্ছা জীবনকে কি এত সহজে হাসি, খুশি, আর কান্নার ছলনার ভেলায় ভাসিয়ে দেয়া যায়? না, বরং দ্বীন ও ধর্মকে আঁকড়ে ধরেই আমাদের বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। পাড়ি দিতে হবে সহস্র পথে চৌমাথাকে পাড়ি দিতে হবে অনিবার্য সত্যকে, পাড়ি দিতে হবে জীবনে অনেক উত্থানে এবং পতনকে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন অফ ইয়ুথ (উদয়)
Unity Development Association of Youth (UDAY)

উদয়ের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান সমূহঃ

উদয় কো-অপারেটিভ সোসাইটি
উদয় এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
উদয় বিজনেস এসেসিয়েশন
উদয় ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস সার্ভিসেস

উদয়ের সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

উদয় স্কলারশিপ
উদয় পুওর ফান্ড
উদয় ব্লাড ডোনেশন

আপনিও
হতে পারেন
উদয় পরিবারের
একজন!!

যোগাযোগ

পূর্ব বক্সনগর, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১
ই-মেইলঃ uday2016@gmail.com
মোবাইলঃ ০১৫২১৪৩১৪৫৫, ০১৫২১৪৩৭৬২৪, ০১৫২১৪৩৯২৫৯

সৌজন্যেঃ আলিম পরীক্ষার্থী ২০১৬

Connect With us :

Group page : DSKM Alim Batch 2016

Like Page : DSKM Alim Batch 2016

এই স্মারকটি সরাসরি অনলাইনে পেতে ভিজিট করুন :

www.Amaderpage.com

التعليمات من حوادث الانبياء عليهم السلام

ابو جعفر محمد صالح

الحمد لله الذى خلق الانسان من علق وخلق الافاق والملك. وجعل الهداية والرشد بالانبياء مثل الفلق وافضل الصلاة وازكى السلام على نبينا سيد البشر وخير الانام وسيد العرب والعجم الذى صاحب الفضائيل التمام. وعلى اله واصحابه الذين قاموا على سيرة النبى المحترم ومن تبعهم باتباع الصراط المستقيم فالان اريد ان ابين مواعظ الصالحين والزاد للطالبين من قصص المقربين من الانبياء عليهم السلام.

حكاية ادم عليه السلام:

هذا ظاهر كضوء الشمس فى نصف النهار ان آدم عليه السلام هو اول انسان فى هذه الدنيا جعله الله فى الارض خليفة له وخلق منه زوجته حواء عليها السلام وبث منهما كثيران الرجال والنساء كما قال الله تعالى: يايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الاية[৩৪]

وقال ايضا: ياادم اسكن انت وزوجك الجنة فكلامن حيث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين[৩৫]

كما قال الحكماء العرب:

الناس كلهم سواء ابوهم ادم امهم حواء ولما خلق الله آدم علمه الاسماء كلها وفضلها على جميع الملائكة بالعلم فامر الله الملائكة ان يسجد لادم فسجد الملائكة كلهم الاابليس واستكبر وجادل بالحجة والقياس الهواء قائلا. اناخير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين فابغض الله عليه وابعد عن رحمة الله للاباد وقال الله: وان عليك لعنتى الى يوم الدين.

فالعبرة من هذه الحكاية:

[৩৪]. سورة النساء: ১-৩
[৩৫]. اعراف: ১৯

يجب علينا ان نحسب الاخر

- هو خير منى فى العلم والعمل والآدب
- انا احقر الناس
- لاينبغى لنا ان يكون متكبرا لان النبى ﷺ قال: يقول الله تعالى الكبرياء ردائى والعظمة ازارى فمن نازعنى واحدا منهما ادخلته النار[৩৬]

حكاية صبر ايوب عليه السلام:

ان نبى الله ايوب عليه السلام كان عبدا صالحا وزاهدا عن الدنيا شاكرا بنعم الله وحليما وحسد ابليس مع ايوب لكثرة عبادته مخلصا لله سبحانه وتعالى وقال ابليس عبد ايوب للرخاء ماله وحاله وان هلك ماله وكركه الجار فيغفل عن ذكرربه وينسى عبادة خالقه فتحدى الله مع ابليس بعبادة ايوب وقال ان يوب لايغفل عن عبادة ربه قط فابتلى الله ايوب بهلكة دوابه وانعامه وحرثه ثم ابتلى جسدا بوقوع شدة المرض ولم يبق سليم سوى قلبه ولسانه يذكربهما الله عز وجل حتى عافه الجليس ولم يبق احد من الناس يحنوعليه سوى زوجته التى كانت تقوم بأمره ومع ذلك كان صابرا وشاكرا يلهج لسانه بالذكر والشكر حتى لايشكو ولايغضب ولايعتب ولايتذمر.

فالعبرة من هذه الحماية:

وان لنا فى هذه الواقعة عبرة مهمة وهى الصبر الجميل فى العسر وخبرة جليلة والبلاء الشديد ولهذا حرض الله سبحانه وتعالى لعباده صبرا جميلا قائلا: واصبر كما صبر اولى العزم من الرسل وبشر الصابرين بالفلاح فى الدنيا والاخرة كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشى من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انالله وانا اليه راجعون[৩৭]

وقال النبى ﷺ: انه من يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغن يغنه الله ولن تعطوا عطاء خيرا واوسع من الصبر[৩৮]

---

[৩৬]. مشكوة: ২৩৫
[৩৭]. سورة البقرة: ১৫৫-১৫৬
[৩৮]. بخارى: ৬৪৭০

وقال الحكماء فى اهمية الصبر: لولا صبر وايمان لقتل الحازن نفسه

حكاية موسى عليه الاسلام فلما لقى موسى مع خضرعليه السلام:

روى عن رسول الله ﷺ يقول: بينا موسى فى ملأ من بنى اسرائيل اذجاءه رجل فقال: تعلم مكان احد اعلم منك؟ قال موسى: لا، فاوحى الله الى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل الى لقيه فارشد الله سبحانه طريق خضر عليه الاسلام فلما لقى موسى مع خضر عليه الاسلام فى مجمع البحرين فسلم عليه فقال خضر عليه السلام: من انت؟ فقال انا موسى فقال أانت موسى من بنى اسرائيل قال نعم، فاراد موسى ان يتخذ صحبته فقال خضر انك لن تستطيع معى صبرا وان اردت ان يتخذ صحبتى فلاتسألنى عن شى حتى احدث لك فذكر الله سبحانه وتعالى كلامهما فى كلامه المجيد بحيت فوجد عبدا من عبادنا اتينه رحمة من عندنا وعلمنه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا فقال انك لن تستطيع معى صبرا .....حتى احدث لك منه ذكرا[৬৯]

فالعبرة من هذه الحكاية:

- يجب علينا ان نظن حسن الظن للاخر
- ويجب علينا ان نطيع اساتذتنا فى كل حالة
- ويجب علينا ان يسافر لتحصيل علوم الدين فالآن نحن نقول يثبت فائدة السفر لحصول العلم من انبياء عليهم السلام كموسى الى خضر.

حكاية سليمن عليه السلام:

قد اشتهرا تاه الله سبحانه وتعالى ملوك جميع الارض اربعا منها اثنان كافرهما: نمرود وبخت نصر والاخر اثنان مسلم وهما: ذوالقرنين والنبى الله سليمن عليه وسلم روى ان الله سبحانه وتالى يسأل نبيه سليمن عليه السلام أاخذت علما ام مالا؟ وان اخذت مالا قد اتى حظ وفرا وان اخدت علما مسك شدة الحالة حتى اكل طعام يوما ولم تجد طعاما يوم الاخر فاختار ابن نبى الله ونبيه

[৬৯]. سورة الكهف: ৬৫-৭০

الجليل سليمن عليه الاسلام العلم فاتاه الله سبحانه وتعالى ملوك جميع الارض وعلما واسطا حتى النبوة رضاءله وكرمة اليه.

فالعبرة من هذه الحكاية:

- من رضى قضاء الله فقد فازفوزا عظيما
- تقبل الله دعاءه حين يدعو الى الله ان رضى على قضاء الله تعالى
- واكرم فى الدارين
- يجب علينا ان يجهد لتحصيل علوم الدين
- ينبغى لنا ان يتخذ طيبا من كل شى

حكاية مختصرة لابراهيم عليه الاسلام:

ان الله سبحانه وتعالى اختار بعض من الانبياء بكتابه الكريم ولقبه العظيم كما لقب مُحَمَّد ﷺ بحبيب الله وموسى بكليم الله وعسى بروح الله وادم يصفى الله واسماعيل بذبيح الله وقد جدير بالذكر ابراهيم عليه السلام احد منهم لقبه الله سبحانه وتعالى بخليل الله فامتحن الله سبحانه وتعالى ابراهيم امتحانات كثيرة ومصائب شديدة لاعطاء لقبه العظيم ودرجات عالية. مثلا: القاء فى النار وذبح ابنه بيده ونفر هاجرة الى الصحراء مع ابنه الصغير اسماعيل فلما تم الامتحان اتاه الله نعمة الكبرى كما قال الله تعالى: واذابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انى جاعلك للناس اماما[৪০]

فالعبرة من هذه الحكاية:

لايصيب النعمة احدا الاالابتلاء والشدة وبشق الانفس لان الله تعالى قال ان مع العسر يسرا ولذا قال النبى ﷺ: اشد البلاء على الانبياء عليهم السلام. ونحن نرضى على قضاء الله فى كل حالة.

حكاية يوسف عليه السلام فى حب زليخة:

ان الله سبحانه وتعالى قد اتى ليوسف علم التأويل الاحاديث وحسن الصورة وطهارة الظاهرة والباطنة لما التفت ادم عن يمينه فرأى صورة حسنة يعنى يوسف عليه السلام وهو صاحب احسن الصورة ولذا رغب الناس اليه ومنهم جدير بالذكر زليخة وهى قد افتدت نفسها لحب يوسف فلما

[৪০]. سورة البقرة: ১২৪

اشتد حب زليخة فوسوس الشيطان فى قلبها السوء وادخلت يوسف فى غرفته التى فيها صورة خبيثة ومناظرة فاحشة وغلقت الابواب فاقترحت زليخة ليوسف ان يقع الفاحشة ولكن نبى الله يوسف اعرض اقترحته مخافة الله واذا روادت مرارا ففريوسف عنها وجرى الى الباب فاذا الباب مفتوح فجرت قميصه من دبر فخرك قميصه لسرعة وانجاه الله سبحانه وتعالى من مكر زليخة فبين الله سبحانه وتعالى فى كلامه المجيد قائلا:

وراودته التى هوفى بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربى احسن مثوى انه لايفلح الظالمون. قال هى راودتنى عن نفسى[৪১]

فالعبرة من هذه الحكاية:

- يجب علينا ان نحفظ اخلاقنا من القبائح والخبائث فى السر والعلاينة.
- ونصرة الله سبحانه وتعالى قريب من المؤمنين كما قال الله تعالى: وكان حق علينا نصر المؤمنين.
- ان الله فشل مكر الفاسقين وفتح المقربين
- يجب علينا ان يخاف الله فى كل حالة

حكاية مختصرة لنبينا مُحَمَّد ﷺ:

ان الله تعالى ارسل حبيبه رحمة للعالمين واعطاه الله رفيق الفواد واحسن الصورة واعظم الخلق كما قال الشاعر حامدا له:

بلغ العلى بكماله كشف الدجى بجماله

حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله

وانه متصف بجميع صفات حميدة كما قال الله تعالى وانك لعلى خلق عظيم وقالت عائشة رضى الله عنها: كان خلقه القرآن وقال الشاعر ايضا سيدنا حسان بن ثابت رضى الله عنه

واحسن منك لم ترقط عينى

واجمل منك لم تلد النساء

كان النبى ﷺ ارحم على امته لانه بعث رحمة للعالمين كما قال: وما ارسلناك الا رحمة اللعاليمن[৪২]

[৪১]. سورة يوسف: ২৩-২৬

وهو ارغب هداية امته الى الرشد وقابل الشدة والظلم لتبليغ الدين وانتشار الاسلام مثلا: لما ذهب النبى الى الطائف لدعوة التوحيد غضب شباب الطائف عليه غضبانا شديدا وظلم عليه ظلما شديدا حتى رموا الحجرعلى النبى ﷺ وتحرض عليه اطفال الطائف فجاء جبرائيل فى شدة حالته وقال ان يدعو لهلكتهم ولكن النبى ﷺ قال فى جوابه: اللهم اهد قومى فانهم لايعلمون وقال ايضا: اللهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس ياارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربى الى من تكلنى الى بعيد يتهجمنى او الى عدوملكته امرى ان لم يكن بك على غضب فلا ابالى ولكن عافيتك هى اوسع لى اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان ينزل بى غضبك ويحل على سخطك لك العقبى حتى ترضى لاحول ولاقوة الابك.

فالعبرة من هذه الحكاية:

- من صبر لنصرة الدين فكفى له الله فى الدنيا والاخرة
- لانلعن احدا وان ظلمنا.
- نحن ندع كل حين للظالم كما دعانبينا لاصحاب الطائف
- يجب علينا ان يجتهد لتحصيل نجاح.
- نحن نغفر كلهم وان نقدر القصاص لان الله قال: خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين وقال النبى ﷺ قال موسى بن عمران يارب من اعزعبادك عندك قال من اذاقدر غفر[৪৫]
- ياصاحب الجمال وياسيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر

لايمكن الثناء كما كان حقه بعد ازخدا بزرگ توئ قصه مختصر

تمت بالخير

[৪২]. الانبياء: ১০৭
[৪৫]. مشكوة: ৪২৪

كن طالب الاستاذ ولاتكن طالب المدرسة فقط

عبد الله المامون

الحمد لله الذى هدانا الى الصراط المستقيم بالنور البيضاء والصلوة والسلام على النبى الاتقاء الذى علم الدين بالافشاء وعلى اله وصحبه الذين هم نجوم الهدى والاقتداء وعلى اتباعه من الفقهاء والاساتذة الذين هم نوائب الانبياء صلى الله عليه مادامت الارض والسماء.

ايها الطالب! الذى يريد ان يفقه فى الدين فعليه ان يقرأ.
إعلم ان اسم المدرسة وضعت بثلاث هى الاستاذ والتلميذ والكتاب. لما وجدت هذه الاشياء كاملا تعطى المجتمع الناس والقدوة والافلا. والان هذه الاشياء موجودة ولكن اين الولد القدوة؟
خطربىالى خطبة الاستاذ الشفيق الودود الرفيق الحبيب مُحَمَّد عبد اللطيف شيخ قال فى حفلة الان كثير من الطلاب يلتحقون بالمدرسة ويخرجون منها. ولكن هم يذهبون الى الضلال والسطغى لماذا؟ لماذا؟ حتى ذكرفى قلبى ماذا قال الاستاذ ايضا فى مدرسة دار النجاة الصديقية للكامل الشعبة التخصيص انظر هذه المنظرة

مااسم هذه المنظرة؟ لن تقول مثلثا الامتى اتصل الخط الى الخط يكون مثلثا هكذا الاستاذ والكتاب والطالب متحا مثيما لايوجد الاتحاد بين هذه الاشياء لايكون شيئا. هكذا كثير من الطلاب يطالعون كثيرا من الكتاب ولايصيرون الى الغاية لماذا؟ لماذا؟

جوابه إن الطلاب لا يأخذون للعلم استاذا الذى اراه طريق الهدى والصواب فلذا لاتعطى المدسة الولد القدوة الى العالم الذى غير جو بالاسلام فيه بان يكون الامة من المحذرين الجهنم ومن المطيعين الله كما حقه ومن الممتقين الله فى السرور والحزن باستماع اقوالهم.

فلذا واجب علينا ان نعين لنجاة الدارين استاذا الذى موصوف بصفة الهداية فى الدنيا بنتيجة الممتاز وفى الاخرة الجنة ورؤية الله. لان قال سماحة الشيخ المقلوب بالترمذى مُحَمَّد فريد بن عبد الاول تعلق الاستاذ بين التلميذ الى الابد.

اخيرا استودع اليكم ايها الزملاء من الصف العالم ولقراء هذه المقالة وانا ايضا ادعو لنفوسنا الى الله لان نعيذ الاستاذ الذى ارانا الى الخيرات أمين.

Golden Memories in DSKM

A.S.M. Al-Amin

Darunnazat Siddikia Kamil Madrasah is a store house of knowledge, a centre of practising Amal, a harmonious development of Akhlak. The Amal, Akhlak, Sirat, Surat culture are most respected to all kinds of people. The students from far gather here for acquiring knowledge and practising Amal.

First Feeling :

At the early beginning of 21st century when the name and fame of DSKM spread all over the world, I got myself admitted here. The days of DSKM were the golden period in my life. I can't forget the memories happend in DSKM. I am very glad for being a student of DSKM specially in Alim. Because Alim is the most important class in life. This class is the stair of heigher education.

Orientation Programme :

Our orientation programme was held on 21st August, 2014 orientation programme is a reminiscence of memory for all students and so for me. I delivered a speech in Enlish on behalf of all the students in this programme. It was my first speech and experience in DSKM.

Honourable Principal Hujur :

It is quite imposible to forget such a man who is the dreamer of this institution. Do you know who he is?

He is our honourable Principal Hujur. He is an ideal, honest and skilled person. His motto is ideal, more valuale than personality. He has brought about revelutionary changes in DSKM. Seeing him a poem peeps in my mind. "Many men no need to change the world one man can change the whole nation of the world".

Respectful Teachers :

The teachers of DSKM are well educated and very friendly. They teach us in a scientific way. Their teaching method is uncomparable. This institution is the store house of scholars. I can't forget their memories specially Extra-ordinary class of Vice-Principal Hujur,

surprising question of Rajapuri Hujur, Significant answering questions of Head Muhaddith Hujur, Unique Presentation of Kathalia Hujur, enjoyable class of Pabna Hujur, the class of spritual teacher Hajigonj Hujur, inspiring speech of question maker Tushpuri Hujur, Romantic voice of English Sir, advising class of Bangla sir, varsity message of Bagerhati sir, Excellent lecture of Zinaidah Hujur, Easy technique of Chandpuri Hujur and theological advice of Bakerganj Hujur are really unforgettable.

Meshkat Khat'm :

There were many events in DSKM which will always remain memorable in my life. The greatest event of them was Meskat Khat'm. It was an exceptional programme. The classes of those teachers who took classes in Meshkat programme were very helpful to us. It was a unique programme in our country. These classes are unforgettable specillay the class taken by Kathalia Hujur whole night is really unforgettable.

Class Life :

The classes in DSKM were very excellent. The inspiring lecture of teachers will remind them forever. Spending time with classmates was really extra-ordinary.

Recreational Activities :

The weekly Jalsa was one of the effective entertainments in DSKM. Students were entertained with various types of performances. The weekly Jalsa was a great excitement for us. I used to take part in English speech in the Jalsa. Sometimes I would handle the Jalsa.

Hostel Life :

The hostel life is one of the remarkable memory in DSKM. Living in the hostel with the students could take help about studies from classmates. Sometimes we, all the classmates of our class, gathered in a room and enjoyed chanachur and Muri. So the life of holtel was really interesting.

These memories will remain evergreen in my mind. At last I pray to Allah so that we can maintain relationship with Principla Hujur, teachers, classmates, students and all other activities in DSKM.

Darunnazat : The name of golden Property

Mahmudul Hasan Galib

Introduction :

Darunnazat Siddikia Kamil Madrasah is a legend and a patronizer in education sector of our country. Its prototype is being known to all day by day. Not only it has achieved victory in educational site but also all kinds of siter. At present, it is "the name of golden property".

Advancement :

Darunnazat is more different than others institutions, many kinds of educational programmes are held here including jolsa, recreational activities, meeting and fun, games and sports, general knowledge competition, debating programme etc.

Meritorious Teachers :

Having 5000 students, with 100 teachers and staffs, Darunnazat runs its programmes. Darunnazat stands today with its great achievements for meritorious teachers. They lead their institition meticulously by the advice of the supreme authority and founder Aa.Kha.Ma. Abu Bakr Siddique. All class teachers get made students information diary. And it helps them to assure the attendency. It can be proved the extraordinarity of Nazat teachers. They elect class captain who helps them to maintain class in a desciplined way.

Exam System :

Darunnazat has a different form of exam. All classes are maintained by semister exam system. Before per semister, a model test (50 marks) is taken by the authority. General Knowledge (100 marks). Amalee (50 marks), Viva (50 marks) are included in per semister exam.

Extraordinary Students :

Darunnazat has a successful syllabus. And it gives priority to outknowledge. For this reason, students can make themselves meritorious in English, Bangla, ICT, General Knowledge and other general subjects. We can look at the university admission test results to varify their success quality. Monthly Bikash and other kinds of publishing programmes help them to increase their outknowledge.

Discipline Maintaining :

The students of D.S.K.M. obey their madrasah discipline and they are very meticulous also about it. They perform five times of prayer and go to class regularly. Their class start at 8.25 am and finish at 1.35pm. After Asar prayer they get free time. At this time, they buy their necessary things from grocceries shop. And they enjoy this time by walking on ligal road. Then they go to mosque and perform magrib prayer. After all, they are in disciplined way.

Islamic Entertainment :

Every year Darunnazat arranges some islami entertainment "Renesa" is one of them. Annual sports programme is held by the authority. Study tour is very popular to Nazat students. And it is managed by the authority too, in every year.

Darunnazat is accepted institution to all. It is increasing its demand with its facility. And it has become a legend, tradition and icon. We fill very proud because we are the students of Darunnazat. It is proved that the name of golden property for this country is D.S.K.M.

সৌর জগতে নবম গ্রহের সন্ধান!

সংগ্রহে- মাহমুদুর রহমান

২০ জানুয়ারী ২০১৫ ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (ক্যালটেক) এর একদিন মহাকাশ বিজ্ঞানী সৌর জগতের একটি নতুন গ্রহের সন্ধান পাওয়ার দাবি করেন।

আঁধারে থাকা ও বরফে আচ্ছাদিত দাবিকৃত এ দানবীর গ্রহটির নাম দেয়া হয় Planet nine বা নবম গ্রহ। ২০১৬ সালে গ্রহত্ব হারানো "বামন গ্রহ" প্লুটোর কক্ষপথ থেকে নতুন এ গ্রহের অবস্থান বেশ পেছনে। নতুন আবিস্কৃত গ্রহটি পৃথিবী থেকে ৫-১০ গুণ বড়। ধারণা করা হচ্ছে পৃথিবী থেকে অষ্টম গ্রহ নেপচুনের দূরত্বের চেয়ে ২০ গুণ দূরে অবস্থান করছে এ গ্রহটি।

সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ প্রায় বৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করলেও সম্ভাব্য এ গ্রহটি প্রদক্ষিণ করছে অনেক বেশি উপবৃত্তাকার পথে এবং সূর্যকে একবার পুরো প্রদক্ষিণ করতে এর সময় লাগে ১০-২০ হাজার বছর।

এক আকাশে তিন সূর্য

একই সাথে ৩টি সূর্যের দেখা মিলেছে রাশিয়ার আকাশে। বিস্ময়কর হলেও এমনি দৃশ্য উপভোগ করেন সেন্ট পিটার্সবার্গের হাজার হাজার মানুষ। বায়ুমন্ডলে জমে থাকা শিশির কণাগুলো বরফে জমাট বেঁধে থাকায় সেগুলোতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হলে দু'দিকে আরও দু'টি সূর্যের ছবি ভেসে ওঠে। Phantom Suns বা Moch Suns নামের পরিচিত এ অবস্থায় বৈজ্ঞানিক নাম পারহেলিয়া। তার সূর্যের এ বিরল দৃশ্য শীতকালের হিমেল প্রবাহ ছাড়া দেখা যায় না।

একটি ক্ষুদে বার্তা

রিদওয়ান ইসলাম নোমান

বন্ধুগণ,
শান্তির মহৎবাণী সালা- আসসালামু আলাইকুম।

অদ্যকার এই ক্ষণমিলনের সমাপ্তি লগ্ন, নব দিগন্তের পান্থে, বিদায় বেলায় আমি। আপনা হইতে তোমাদিগকে ইহাই বলিব যে- সত্যের পক্ষ হইতে সত্য-ই বলিব, সুন্দরের পক্ষ হইতে সুন্দর-ই বলিব, আর মঙ্গলের পক্ষ হইত মঙ্গল-ই বলিব।

দেশ বিখ্যাত এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিবার কালে "বিদায়" শব্দ শ্রবণ কিংবা উপলব্ধ হয় নাই। কিন্তু অনেককে ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি বিদায়ের অশ্রু দ্বারা খচিত হইয়াছি। ঐ দিবসের প্রবেশ আর অদ্যকার বিদায় একই, এই বলিয়া কাণ্ডজ্ঞান করিতেছি না। অদ্যকার এই বিদায়, ঐ দিবসের প্রবেশের মত ভীতির নহে। তাহা বলিয়া ইহা চিন্তামুক্তও নয়!

পর সমাচা : সত্য, সুন্দর, মঙ্গল এর মিলবন্ধনে একখানা সুন্দর জীবন রচিয়া লইবে। আর বঙ্গের প্রকৃতিকে উৎকৃষ্টতর করিয়া ইহার বায়ু ধরিত্রীর বক্ষে প্রবাহিত করিবে। আজিকের এই মিলনোদ্দেশ্যে বিচ্ছেদ দলে আমিও এহাই দর্শন করিতেছি। আর ইহাই সত্য জ্ঞাপন করিতেছি। আপন বিশ্বাস, আপন কর্মক্ষেত্রকে আপন চুরির ক্ষেত্র বানাইব না। তাই পুত্র হইয়া পিতৃকর্তব্য পূর্ণ করিব, ছাত্র হইয়া গুরুকে কর্তব্যজ্ঞানে কর্তব্য করিব। নাগরিক হইয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য পূর্ণ করিব। ভ্রাতা হইয়া ভ্রাতার কর্তব্যে অকুণ্ঠ হইব। বন্ধুত্বের মর্যাদায় অমর্যাদা জ্ঞান করিব না।

ভবিষ্যতে আপনাদিগের কতেককে আমি দেখিতে পাইতেছি হকপন্থি হক এলেমদ্বার হিসেবে। কতেককে দেখিতে পাইতেছি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে। কতেককে মহৎ পেশা গুরু জ্ঞান করিতেছি। আপন এই বিশ্বাস কি ফলিবে? আপন প্রত্যাশা এক দিবসে ইহার প্রাপ্তি ফলিবে।

এই ক্ষণকাল চলিবার পথে আপন এরূপ বন্ধুও রহিয়াছেন- যাঁহার সহিত কক্ষনো কোন আলাপনও হয় নাই। আবার এরূপও রহিয়াছেন যাঁহার সহিত বহুত গল্প হইয়াছে এবং মনমালিন্যও হইয়াছে। অদ্যকার এই বিচ্ছেদ মলিনের নহে, নহে কুলীনের।

আপনাকে মনুষ্যত্ব বোধে মানুষ হইতে আপনাকার গুরুবর্গ বৃষ্টিরূপ ঘাম ঝরিয়েছেন। আপন চর্ম দিয়া গুরুর নিমিত্তে জুতা তৈরি করিলেও, এই ঋণ অপূর্ণ। আপন মনুষ্যত্বের মূলে (ওস্তাদ) বিরাজমান।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন অফ ইয়ুথ (উদয়)

Unity Development Association of Youth (UDAY)

উদয়ের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান সমূহঃ

উদয় কো-অপারেটিভ সোসাইটি
উদয় এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
উদয় বিজনেস এসেসিয়েশন
উদয় ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস সার্ভিসেস

উদয়ের সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

উদয় স্কলারশিপ
উদয় পুওর ফান্ড
উদয় ব্লাড ডোনেশন

আপনিও
হতে পারেন
উদয় পরিবারের
একজন!!

যোগাযোগ

পূর্ব বক্সনগর, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১
ই-মেইলঃ uday2016@gmail.com
মোবাইলঃ ০১৫২১৪৩১৪৫৫, ০১৫২১৪৩৭৬২৪, ০১৫২১৪৩৯২৫৯

সৌজন্যেঃ আলিম পরীক্ষার্থী ২০১৬

Connect With us :

Group page : DSKM Alim Batch 2016

Like Page : DSKM Alim Batch 2016

এই স্মারকটি সরাসরি অনলাইনে পেতে ভিজিট করুন :

www.Amaderpage.com

নাজাত বাগ

এস.এম. ফখরুল ইসলাম

নাজাত বাগের এই কাননে
ফুল ফুটেছে ঢের
ভ্রমর হয়ে, মধু নিতে
ভর্তি আমাদের।
আদব, আমল, সুন্নাতে আর
মন জুড়ানো পাঠ।
সব মিলিয়ে এ যেন এক
নায়েব নবীর মাঠ
আইন, কানুন আর উপদেশ
নেইকো জুড়ি তার।
খুলে দেয় সে, বিপদ হলে
ক্ষমারি দুয়ার।
শিরতাজগণ দরস দিয়ে যান
অবিরাম, অনায়েশ।
ছাত্র হয়েও পেয়েছি মোরা
যোগ্য পরিবেশ।
কেমনে বলো; যাবো ছেড়ে
নাজাত বাগের দ্বার,
তার কাছে যে, আরো ছিলো
পাওয়ানা আমার!

নাজাত প্রীতি

মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ

জ্ঞানের দিশা নিতে এলাম আমি ছিলাম যবে রিক্ত
সুগভীর এ কোন বানে করলে আমায় সিক্ত
শাসন তোমার ছিল যেমন সোহাগ নয় তার কম
কোথাও কভু হয়নি তোমার উদাসীনতার ভ্রম
তোমার ছোয়ায় পেলাম খুঁজে নতুনত্বের শিক্ষা
জীবনটাকে করলে রঙ্গীন দিয়ে সঠিক দীক্ষা
নাজাত কানন তোমায় ছেড়ে কেমনে বল যাব
তোমার এমন প্রীতি আমি কোথায় বল পাব
ইলম আমল দুটোই আছে তোমার মাঝে তাই
তোমার বিকল্প কো আর এই দেশেতে নাই
দূর আকাশের চাঁদ তাঁরারা হেথায় উঠবে যতদিন
ততদিন রবে লাখো হৃদয়ে হয়ে চির অমলিন।
অকাতরে তুমি দিয়েছ বিলিয়ে মুক্তাসম জ্ঞান
পরিমাপ করা যাবে না কভু তোমার এ অবদান
ঘো অন্ধকারের মাঝে তুমি রচিয়াছ রাঙ্গা প্রভাত
তাই প্রাণসম ভালোবাসি তোমায় প্রিয় হে দারুননাজাত

খতমে মেশকাত

মুহা. যোবায়ের হোসেন

মেশকাত শরীফ খতম হবে
অসম্ভব নাকি নয়!
শুনে আমি অবাক হলাম
তাওকি তবে হয়?

সত্যিই একদিন সবক হলো
মেশকাত খতমের,
বরেন্য সব ওলামারা এসে
উপদেশ দিলেন ঢের।

ছাত্র ভরা মজলিস ছিল
মূল ভবন পাঁচ তলা
একে একে শেষ বক্তার
বক্তব্য সব বলা।

চলত দরস সকাল-সন্ধ্যা
এরপর থেকে,
ছাত্রদের জায়গা হত না
বসতাম অনেক চেপে।

সামনে বসার মজাই আলাদা
প্রথম দিকে যেমন ছিল
শেষের দিকে এসে,
অলসতার আয়েশ ঢেউয়ে
ছাত্র গেল ভেসে।

শুরুর দিকে বসতে গেলে
জায়গা পাওয়া ভার,
মধ্য দিকে সবই ফাঁকা
ছাত্রের হাহাকার!

অন্য সময় আর যা হোক
মজা পেতাম শুনে,
যখন মোদের পড়ানো হতো
'কিতাবুন নিকাহ'।

ছাত্ররা শুধু প্রশ্ন করত
একে-একে, দুইয়ে আশি,
আহ্লাদে সবাই ফেটে যেতাম
চলত অট্ট হাসি।

মাঝে মাঝে দুপুর বেলা

তাইতো মোরা সবে,
প্রতিযোগিতা করেই যেমতাম
সামনে বস তবে।

বিশাল কিতাব সামনে রেখে
ডায়েরি রেখে হাতে,
তথ্যগুলো যত্ন করে
রাখছি লিখে তাতে।

মাঝে মাঝে মাথার ধারে
আসত অনেক প্লান,
বলতাম ফের হুজুরদের
আজ সারারাত পড়ান।

এমন করে দু-একদিন
চলত সারা রাত,
অনেকেই পড়ত বসে
আমরা ঘুমে কাত।

রাত যখন বারোটা
কিবা একটা-দুইটা বাজে,
বসে বসে ধরতে পড়া
মোদের কি আর সাজে?

কেউ ঘুমাতো বিছানা করে
কেউ বা দেয়াল কোণে,
কেউবা নালিশ দেবে বলে
রাখত তাদের গুণে।

চলত মেশকাত ক্লাস,
ঘুমের ঘোরে থাকতাম মোরা
হুজুরকে পেতাম ত্রাস।

হুজুর বলতেন কর্তব্য মোর
'পড়ানো' পড়াতে তাই হবে,
তোদের কর্ম 'ঘুমানো'
ঘুমিয়ে থাক তবে!

শেষের দিকে ধুমছে পড়া
সকাল-বিকাল-রাতে,
হুজুররা সবে খুশি ভেবে
'বরকত এসেছে তাতে!'

আমরা দ্রুত শেষ করতে চাই
এই কথা ভেবে
মেশকাত চললে ইয়ার চেঞ্জে
ভালো হবে না তবে।

অবশেষে খতম হলো
মেশকাত শরীফের,
একটি বই শেষ হলো
নবীর হাদিসের।

এর উপকার অনেক হয়েছে
পারবো না মোরা ভুলতে,
বাস্তবে তার ঘটবে ফলন
বেড়াজালে চলতে।

মাদরাসা-ই-দারুননাজাত

রাফসান জানী খান

তুমি মোদের স্বপ্নে আঁকা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
তুমি মোদের সংগ্রামী পথে জীবনের জয়গান

তুমি হাজার ছাত্রের হৃদয়ের মাঝে ফুটন্ত শাপলা ফুল
তুমি মোদের হৃদয়ের নদীর স্বপ্ন পূরণের দুকূল
তুমি মোদের প্রিন্সিপাল হুজুরের গোপন মুক্তার ঝিনুক
তুমি সকল অপকর্মকে ভেদ করা তীব্র তীর ধনুক
তুমি জ্ঞানের কারণে ছড়িয়ে পড়া হাসনাহেনার ঘ্রান
তুমি হাজার বাবা-মার খুশিতে চোখের জল মাখানো প্রাণ
তুমি বাংলার শিক্ষার আকাশে একটি উজ্জল ছারছীনা
তুমি বছর ধরে প্রবাহমান সাফল্যের স্বপ্ন ধারা
তুমি ছিলে, আছো, থাকবে এই নাজাত ছায়ায় ঘেরা
তুমি মাদরাসা-ই-দারুননাজাত সত্যিই সবার সেরা

নাজাত কাননে

মুহা. নাজমুল হুদা নাঈম

দারুননাজাত মোদের গর্ব
এখানেই মোরা হাসি,
দারুননাজাতকে তাইতো মোরা
অনেক ভালোবাসি।
এখানকার যত ইতিহাস
তুলে যদি ধরি,
ফুরিয়ে যাবে কলমের কালি
তবুও ফুরাবেনা জুরি।
দ্বীনের সঠিক জ্ঞান যদি
বুঝতে কেউ চায়,
দারুননাজাত বাগিচায় যেন
তারা ছুটে যায়।
দিনে দিনে মাসে মাসে
ফিরে আসে বছরে,
দেখতে দেখতে চলে গেল
মোদের দুটি বছর।
এই পৃথিবীর মোহে পড়ে
কখন যে গেল চলে,
বুঝতে পারলাম না কভু
পৃথিবীর মায়ায় ভুলে।

মেশকাত ক্লাস

এম.আই.সিয়াম হাজি

ইলমে অন্বেষণে নাজাতের প্রয়োজন
এখানে আছে মেশকাতের আয়োজন
হেলামি বিবর চলে দিন রাত ভর
কেউ জানেনা হুজুরদের মনের খবর
রাত তিনটায় উঠতে হয় মেশকাতের লাগি
ঘুম আসে চোখ বুঝে দেই শুধু ফাঁকি
এভাবে সকাল যায় খেয়ে দেয়ে সারি
ক্লাসের দিকে মোরা দেই সবাই পাড়ি
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্লাসে লাগে দূর্বল
হলে এসে ডাল খেয়ে পুনরায় সবল
যোহরের নামাজ আদায় করে দেই আবার ঘুম
হাজীগঞ্জী হুজুর এসে লাগায় হর দুম

তবুও থাকবে স্মরণ
এই কাননের ইতিহাস
কভুও যাবনা ভুলে
এ কাননের ক্ষুদ্র বাস।

তাড়াতাড়ি উঠি সেরে ওজু এসতেঞ্জা করে
হেলে দুলে মেশকাতে বসি সবার পরে
কতেকে মেশকাতে থাকে কতেকে সিড়িতে
আড্ডা জমিয়ে দেই আছর কাছেতে
তাদের মাঝে আমি সিড়িতে থাকি সদা
মেশকাত শেষে হুজুর এসে দেয় বকাঝকা
আছর পড়ে যাই মোরা একটু বাইরেতে
পুনরায় হলে আসি মাগরিবের জামাতে
তারপর নামাজ শেষে দরসে মেশকাত
বসে বসে শুনি সবাই নবীজির বাণী।

দু'বছরের দু'ফোটা জল

যোবায়ের আহমেদ

ক্লাস থেকে নিচ্ছি বিদায়
তাইতো খুশি ভাই
এখান থেকে দু'বছরের
কান্না শুনতে পাই।
যে এতদিন রাখলো ঘিরে
তাকেই বিদায় দাও
বিগত স্মৃতি ডাকছে তোমায়
পেছন ফিরে চাও।
আলিম জীবনে প্রথম যখন
রেখেছিলাম দুই পা
হাজার মাথার আজার চিন্তায়
শিওরেছিল গা।
একে একে প্রায় দুটি বছর
রেখেছিল সে ঘিরে
তাহার কথা মনে পরে কি
একাও পেছনে ফিরে?
যে মোদের দিয়েছে সোহাগ
আদর-যত্ন-আশা
একটুওকি তাকে মনের থেকে
দিয়েছি ভালোবাসা?
বেরিয়েছে যে সিন্ধু তরী
ফিরবে না সে তীরে।
হাজার কথা হাজার ব্যথা
নিয়ে ডাকছে অতীত থেকে,
তোমার কাছে সঁপিলাম জীবন
যেয়ো না আমায় ভুলে।

স্মৃতির পাতা

মুহা. মোবারক হোসেন

একই ক্লাসে পড়তাম আমরা
ছিলাম সহপাঠী
দুই বছরের এই সময়টাতে
প্রেমের বন্ধন ছিল খাঁটি।
করেছি কত হৈ-হুল্লা
হয়েছে কারো সাথে ভাব
বন্ধুদেরই মিলন মেলায়
পড়াশুনার ছিল চাপ।
হয়েছে কারো সাথে কথা কাটাকাটি
হয়তোবা ভেঙ্গেছে কারো মন
ভাঙ্গাগড়ার খেলার মাঝে
কেহ হয়েছে প্রিয়জন।
দুইটা বছর এক সাথে থাকায়
সারাজীবন মনে থাকবে তোমাদের

সময় তুমি মেনেছো নিয়ম
যাওনি কোথাও থামি
ভুল শুধুই করেছি আমরা
দিয়েছি অনেক ফাঁকি।
তোমার হক করিনি আদায়
সেকেন্ড ইয়ারেও তাই,
তোমার থেকে রয়েছি দূরে
একটু সুযোগ পাই।
ক্লাস হে তোমায় দিচ্ছি বিদায়
আর পাব না ফিরে

বিদায় বাণী

আসিক মাহমুদ

বহুদূর হতে এসছেনু নিতে
আন-নাজাতের নূর
হৃদয় মাঝে আজ বাজিয়া উঠিছে
বিদায় করুণ সুর।

কিভাবে কাটিল বর্ষ দুটি
পাইনি মোটেও টের
সারা দিন নামে লেখাপড়া আর
আড্ডা দিয়েছি ঢের।

আজ বেজে গেল বিদায় ঘণ্টা
ছারিতে হইবে নীড়
চোখের কোণেতে ব্যথার অশ্রু
হৃদয়ে ধরেছে চিড়।

স্নেহ আর মায়া মমতায় ঘেরা
ওস্তাদের পাঠ
দাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিলে
মনটা শুকিয়ে কাঠ।

এতোবেশী ছাত্রদের মাঝে বন্ধু
স্মরণ রেখো আমারে।
এই সময়ের মাঝে ভুলত্রুটিতে
কর ক্ষমা আমায়
আমিও করেছি তোমাদের ক্ষমা
বলছি কবিতায়।
দূরে যদি চলে যাও
খেয়াল রেখো নিজের
বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রাখতে
যাও DSKM Alim 2016 Batch's ফেসবুক পেজে।
পরিশেষে এসে শেষকথা বলি,
হে নাজাত কানন,
ভুলিবনা মোরা তোমারে যে কভু
তুমিও রাখিও স্মরণ

আজ এই ক্ষণে টানলাম ইতি
অশ্রু বিদায় বাণীর
দোয়া কর সবে হতে পারি যেন
মোরা হাদী এ জাতির।

বিদায়

মুহা. ছিদ্দিকুর রহমান

বিদায়ের ঘণ্টা বেজে গেল
হৃদয় স্মৃতি উদয় হল
হয়তো থাকবোনা মোরা
সবাই এই কাননে
তাই কোন আঘাত হানবোনা
মোদের এই বাঁধনে
আমার মর্মতলে আঁকড়ে রবে
সকলের কথা
যদিও দিয়ে থাকি কখনও
কভু ব্যথা

কত করিয়াছি বেয়াদবী আর
শত করিয়াছি ভুল
হৃদয় আসনে বসাইয়াছি
কভু নাড়িবে না একচুল।

ক্ষমা চাই আজি করজোড়ে করি
করিও যে সব মার্জনা
অচিরেই জানি জীবনযুদ্ধে
দিতেই হবে ঝাঁপ।

হয়তোবা পাবোনা
তোমাদের দেখা
তোমাদের নাম রাখিব
এ হৃদয়ে লেখা
ছিঁড়তে পারবেনা কেউ
মোদের এই বন্ধন
বুক চিড়ে আসে আজ
আমারি ক্রন্দন।

বিদায়ী অশ্রু

মুহা. নোমান বিন বশীর

মাদের পাষাণ অন্তরেও অশ্রু ঝরে পড়ে,
তোমায় বিদায় দিতে মোদের প্রাণ যে কেমন করে।
কোথায় যাবে এমনভাবে দারুননাজাত ছেড়ে,
তাইতো তোমায় বিদায় দিতে মনটা ভেঙ্গে পড়ে।
মোদের পাষাণ অন্তরেতেও অশ্রু ঝরে পড়ে,
বিদায় বেলায় কি দিব গো আজকে তোমার তরে।
তোমার প্রিয় ছাত্রজীবন রইবো কেমনে ভুলি,
মোদের খুবই কান্না পাবে, যখন যেতে হবে চলি
মোদের পাষাণ অন্তরেতেও অশ্রু ঝরে পড়ে,
বিদায় তোমায় হবে যে দিতে সইবো কেমন করে।
তোমার প্রিয় সঙ্গী ছাহেব আর সে নদী ঘাট,
যাবার বেলা হাতছানিতে ডাকবে মন কপাট।
করুণ চোখে বিদায় দিলাম, এসো আবার ফিরে,
মোদের পাষাণ অন্তরেতেও অশ্রু ঝরে পড়ে।

বিদায় বেলার অশ্রুসিক্ত আঁখি

এ.এম. মুক্তাদিরুল হক

এসেছিলাম মোরা নাজাত কাননের মাঝে

রয়েছি মোরা প্রতিদিন, সকাল-বিকাল সাঁঝে।
এসেছে এবার মোদের হাতে বিদায়ের পাখি,
অশ্রুতে ভিজে গেলো মোদের দুটি আঁখি।
আঁখির জল মুছে বলি ওগো নাজাত কানন,
দেখিয়েছো চলার পথ, করেছ সফল জীবন।
আমার মাঝে লুকানো ছিলো যত রকম আশা,
পূরণ করার পথ দেখালো তোমার ভালবাসা।
দিয়েছি মোরা চলার পথে কতইনা দুঃখ
সয়েছ তুমি হাসি মুখে প্রশস্ত করে বুক।

স্মৃতি দর্পনে নাজাত বাগ

মুহা. মুহিব্বুল্লাহ

নাজাত বাগে কাটিয়া গেল
এক বছর ও এক যুগ,
গড়াইয়া গেল জীবন হতে
হারোলো পাখি শুক।

চলে যেতে চাই না আমি
তবুও যেতে হবে,
স্মৃতির পাতার এই দিনগুলো
আবার পাবো কবে?

মায়ার বাঁধনে রাখিলা মোরে
আজ আমি যাচ্ছি চলে,
বলছ না যে কিছু
যখন তব বুকে ছিলাম
ছিলাম তব কোলে,
তখন ছুটেছে তব পিছু।

তোমার কোলে দিলেন যারা
মন মাতানো সৌরভ,
তারা হলেন মোর উস্তাদ
সেই ফুল কলিদের ঝেড়ে ফেলনা
তুমি কোন দিন,
তোমারই আছি তোমারই থাকব
তোমারই চিরদিন।

বহুদিনের স্মৃতি

মুহা. আশরাফুজ্জামান

অনেক দিনের স্মৃতি
কিছু ভালোবসা প্রীতি।
ছিল সবার মাঝে
সকাল দুপুর সাজে
আজ পাঠশালা বন্ধ হবে
বন্ধুরা সব বাড়ি যাবে
ভুলে যাবে সব বন্ধন
তাই বুক চিড়ে আসে ক্রন্দন
কত সোহাগ কত মায়া
কত আদর কত ছায়া
স্মৃতি জড়িত কত ক্ষণ
ছিল অফুল্ল সব মন
আজ সবাই যাচ্ছে বাড়ী
দিয়ে অনেক রাস্তা পাড়ি

করি তাদের নিয়ে গৌরব।

তারাই মোরে শিক্ষা দিতেন
কুরআন, হাদীসের আলো,
অতুল সোহাগ, আদর দিয়ে
তারাই বাসত ভালো।

কোনদিনও তারা দেয়নি মোরে
থাকতে একা একা,
আজ কেন জানি লাগছে বুকে
অনেক ফাঁকা ফাঁকা

বিদায়ী ক্ষণে

মুহা. মহিউদ্দিন হোসেন (রাকিব)

ক্ষণে ক্ষণে অস্ত বেলা
দিন হচ্ছে শেষ।
পুঞ্জ বাঁচার আশা,
হচ্ছে নিরুদ্দেশ।
রক্তক্ষরণ বাড়ছে সদা,
ঘন হচ্ছে শ্বাস।
আস্ত করে করছে আশা
বিদায়ের অচ্ছ্বাস
পারছিনা তুলতে কলম
লিখতে কিছু চাই
যাওয়ার আগে মনের কথা
একটু বলে যাই।
হাসি খুশি ছিলাম মোরা
নাজাত বাগের বনে
করে ক্ষমা বন্ধ সবে
পরপারের শনে।

মোদের মোনাজাত

বাংলার বুকে সারা
তাই মন বন্ধু হারা
প্রথমে অনেক দুঃখ পেলাম
তারপর সব ভুলে গেলাম
এই কথা ভাবিয়া
যাবেনা রাখা বাধিয়া
জীবনের টানে যাবে বহুদূর
হারিয়ে যাবে সময় মধুর
জীবনটাতো মানেই এমন
কাননে যেমন ফুলের বাঁধন।

নাজাত শশী

হাফেজ মোঃ ওয়ালিউল্লাহ

শৈশব কৈশর পেরিয়ে
যৌবনে যবে নাজাত কাননে।
দেখছি আমি মুক্তির ঘরে
আদব আখলাক থরে থরে।

মুহতারাম আবু বকরের
শখের এই বাগান,
এলেম আমল আখলাকে
সেরা যে জাহান।

দীর্ঘ দু-যুগের
হৃদয় ছোয়া ভালোবাসায়।
নবীর আদর্শে তিনি
সাজিয়েছেন এ বাগান।

চর্মচোক্ষে দেখিনি কখনো
এমন হৃদয়বান।
নির্জন রাতে ঝরে যাহার

মুহাম্মদ আব্দুর রহমান

দারুননাজাতে ছাত্র যারা
থাকবো মোরা এক সাথে,
আমরা সবাই নেছার সেনা
চলবো না কভু ভিন্ন পথে।

দারুননাজাতের লাগি মোরা
রবের সমীপে তুলবো দু'হাত,
কবুল করে নিও প্রভু
মোদের এই মোনাজাত।

অঝোর অশ্রুবান।
সততা আর নিষ্ঠায় তিনি
এগিয়ে সবার মাঝ,
হৃদয়ে তিনি প্রেরণা যোগান
সকাল বিকাল মাঝ।

ধন্য তুমি নাজাত কানন
ধন্য হলাম মোরা
তারি ছোয়ায় পেয়েছি যেনো
শুভ্র এক ঝাঁক তারা।

শোন বন্ধু বলছি তোমায়

তাওহীদ আহমাদ

শোন বন্ধু বলছি তোমায়
একটু খানি শোন,
বলবো কিছু মনের কথা
যদি তুমি মানো।

শোন বন্ধু বলছি তোমায়
যেয়োনা কভু ভুলে,
যদিও বন্ধু তোমায় ছেড়ে
যাই বহু দূর চলে।

শোন বন্ধু বলছি তোমায়
হবে কি দেখা আর,
থাক তুমি যেথায় বন্ধু
করনা কভু মোরে পর।

শোন বন্ধু বলছি তোমায়
পড়বে কি মোরে মনে,
পড়লে মনে জানিও বন্ধু
আছি সদা তব সনে।

শোন বন্ধু বলছি তোমায়
শুনতে কি পাও বিচ্ছেদের ঐ বীন,
দূরে গেলেও বন্ধু মোরে
মনে রেখো চিরদিন।

শোন বন্ধু বলছি তোমায়
শেষ নিবেদন মোর রেখ,
পড়লে মনে বন্ধু আমায়
কবিতাটি খুলে দেখ।

জ্ঞানে রাজ

মোঃ মাহমুদুল হাছান মজুমদার

জ্ঞানের এ কুঠারিতে আজ
সন্ধানী মন একা।
ঐ চাঁদেরী জ্যোৎস্না কি আর
একটু হবে দেখা?
পেলে এ আঁধারেতে
একটু আলোর নেশা,
স্বপ্নপুরী স্বপ্ন যে হায়
লুফবে তব পেশা।
নিদ্রা জেগে ভাবছি আমি

শোন বন্ধু বলছি তোমায়
এ বাধন যেন ছিন্ন না হয়,
বন্ধু বলে তোমারী পাশে
সদা সর্বদা রেখ আমায়।

শোন বন্ধু বলছি তোমায়
বিদায়ের ক্ষণে অশ্রুতো নয়,
বন্ধু হয়ে ভালবাসা দিয়ে
সব বাধা মোরা করবো যে জয়।

প্রিয় মা

আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ জুনায়েদ

মা যেন মোর লক্ষ্মী সোনা
নীল আকাশের চাঁদ
মাগো তোমায় না দেখিলে
মিটে না যে সাধ।
সারা জীবন থাকতে যে চাই
মাগো তোমার পাশে
জানি না মা তোমার কাছে
কত মধু আছে।
মায়ের মত এত প্রিয়
ত্রিভূবনে নাই
তাইতো মাগো সারাজীবন
তোমার আদর চাই।

ব্রিলিয়্যান্ট বয়

মুহা. আবু বকর সিদ্দীক

রাউন্ড করা মাথায় তার
ব্রাউন কালার চুল,
দেখতে যেন মাথা তার
মাকড়শার ঝুল।
কিতাবের সাথে সংশ্রব তার
ভাবছি মনে মনে
অগ্নি পুড়ে জম ধরেছে
এই অধমের মনে।
জ্ঞান তুমি, অনেক দূরে
হাঁসছো রসিক সাজে,
তোমায় নিয়ে ব্যস্ত ধরা
আর থেকো না লাজে।
কুড়িয়ে তব বিন্দু মধু
সিন্ধু গড়েছে আজ
আমিও যেন গড়তে পারি
জ্ঞান সমাজের রাজ।

স্মারক তোমারি স্মরণে

মুহা. কাওছার হুসাইন

সত্যি বলি স্মারক তুমি
আমার মনের বাসনা
তোমাকে আমি ভালোবাসি
তা কি তুমি জনো না।

আশায় থাকি তোমায় নিয়ে
কখন আসবে তুমি
তোমার লেখা পড়ে পড়ে
মন জুড়াবো আমি।

স্মারক তুমি আমার
হৃদয় বনের আঙ্গিনা
তোমাকে ছাড়া আমি যে,
আর কিছুই ভাবিনা।

তোমার মধ্যে থাকে কত
কুরআন হাদীসের বাণী
মন ভরিবে জ্ঞান বাড়িয়ে

বলতে গেলে নাই,
দরসগাহে শিক্ষক তার
কানমলা দেন তাই।
ইন্টানেট আর ফেসবুকে তার
সময় কাটে মেলা,
আঁখিযুগল পাহাড় চূড়া
পরীক্ষার নিশি বেলা।
ইংরেজিতে ডাবল জিরো
বাংলায় সাড়ে ছয়,
বুক ফুলিয়ে বলে তবু
আমি ব্রিলিয়্যান্ট বয়।

মাদরাসা
মুহা. আহসান উল্লাহ

মাদরাসাতে চল যাই
শিখতে ইলমে দ্বীন।
শিক্ষা করে ছড়িয়ে পড়
ক্ষমা করাও ঋণ।
কুরআন-হাদীস শিখবো সবে
করতে দ্বীনের খেদমত
তাহলেই পাবো মোরা
খোদা তায়ালার রহমত।
শিখি যদি ইলমে দ্বীন
জীবন চলার তরে
সবই খোদা দিবেন মোদের
দুনিয়া ও গোরে।
তোমার নিকট চাই সকলে
তুমি মহান দাতা
চাইলেই তুমি পারো দিতে
নাইতো কোন বাধা
খোদা তুমি গ্রহণ করো
এটাই আমি মানি।

তোমাকে পড়ে আমার জীবন
আমি গঠন করিব
আঁধার থেকে আলোর পথে
তবে ফিরেই আসিব।

হৃদয় জুড়ে আছো তুমি
এই আমাদের মাঝে
আনন্দের সৌরভ দাও বিলিয়ে
জীবনের সকাল-সাঝে।

নাজাতের ঋণ
মুহাম্মদ আলী

আমার গর্ব, আমার আশা
দারুননাজাতের ভালবাসা।
তোমার থেকে শিক্ষা নিল
নির্বোধ কত জন?
তোমার বুকে জাগ্রত হল
অনেক গুণীজন।
তুমি মোরে শিক্ষা দিলে
ভ্রদ্রতারি বাণী।
তাইতো তোমার কাছে হলাম
আমরা চির ঋণী।
তুমি পারো গড়তে কত গুরু মহাজন
তুমি হলে শীর্ষ দাতা বুঝিবে কয়জন।

মানুষের জীবন
মুহা. মেহেদী হাছান

মানুষের জীবন কত সুন্দর হয়
আর কোন প্রাণীর জীবন কেন এমন নয়।

কারো জীবন কত সুখের,

মোর এই মিনতি
আমরা যেন হতে পারি
তোমার নবীর সাথী
খোদা তুমি কবুল করো
সকলের এই দাওয়া
তোমার কাছে সকলের
এটাই মাত্র পাওয়া।

দুঃখ আছে বলেই সুখ আছে
এর মধ্যেই মানুষ বেঁচে আছে।

মানুষের জীবনে কত কিছু আসে
কেউবা হাসে কেউবা দুঃখের জলে ভাসে
কেউ করে বুঝে ভুল, কেউ না বুঝে
হারিয়ে সব কিছু হায় হায় করে খোঁজে।

যার জীবন খুব সুন্দর হয়
সুখ সর্বদাই তার পাশে রয়।

জীবনকে যে গড়ে সুন্দর করে
সুখ যেন প্রদীপ হয়ে বয় তার ঘরে।

স্বাধীনতা

মাহমুদুল হক

স্বাধীনতা মানে,
মায়ের কান্না।
স্বাধীনতা মানে,
রক্তের বন্যা।
স্বাধীনতা মানে,
করুণার সত্ত্বা।
স্বাধীনতা মানে,
বিদ্রোহী আত্মা।
স্বাধীনতা মানে,
নব বধুর কেশ,
স্বাধীনতা মানে,
হানাদারের শেষ।
স্বাধীনতা মানে,
রাশি রাশি লাশ।
স্বাধীনতা মানে,
বিধবার দীর্ঘশ্বাস।
স্বাধীনতা মানে,

লিখার উপায়

মুহা. নাজিমুদ্দিন

ভালো না হাতে লেখা
পারি না পড়ালেখা
কিভাবে তা সুন্দর করি
ভাবতে ভাবতে আমি মরি
যদি আমি কাউকে বলি
ধমক খাইয়া আইসা পড়ি
লাগেনা এসব ভালো
কি যে করি উপায় বলো
গেলাম যখন একজনের তরে
সে বললো আমায় সবি খুলে

অবিনাশী বর্ণমালা,
স্বাধীনতা মানে,
শত্রুর সাথে খেলা।
স্বাধীনতা মানে,
শত্রুর শেষ।
স্বাধীনতা মানে,
বাংলাদেশ।

হাতের লেখা সুন্দর করতে চাও
তবে এই নিয়মগুলো অনুসরণ করে যাও
বাংলার ক্ষেত্রে উপরে মাত্রা
সোজা রাখবে সদা সর্বদা
ইংরেজিতে মাঝখানের বর্ণ
হবে না তো কখনো বড়
আর আরবীতে নিচের কলি
সোজা রাখবে এটাই বলি
যদি ভালো লাগে ভাই
তবে করে দেখ তাই
তোমার লিখা সুন্দর হওয়া চাই

নাজাত

আবু সালেহ মুহাম্মদ আঃ কাদের খান

আমি বলছি
এই জ্যোতিময় নাজাতের কথা, বলছি
যে নাজাত মানুষকে মুক্তি দেয়
দেখায় আলোর পথ।

আমি বলছি
সাজানো এই বাগানের কথা, বলছি
যে বাগানে রয়েছে অনেক রঙ বেরঙের ফুল।
কখনও সাদা কখনও কালো আবার সবুজের ঝুল।

আমি বলছি
ফুটন্ত সেই গোলাপের কথা, বলছি
যে গোলাপ ঝড়ে না কখনই

আমি বলছি
জ্যোতিময় সেই তারকার কথা, বলছি,
যে তারকা আধার রাতে মিটিমিটি জ্বলে।
প্রতিদিন সে আধার রাতে প্রবল সজ্জায় সাজে।

আমি বলছি
এই আলোকিত অবদানের কথা, বলছি

যে অবদান আসিলো কেমনে এসো রে ভাই শুনি।

আমি বলছি
সেই প্রাচীন কথা, বলছি,
মক্কার চত্বরে বসে বলিলেন হাজী ভাই
উঠিবে ঢাকার প্রাণে স্বর্গ
মোদের দিবে ঠাই

আমি বলছি
১৯৯০ এর কথা, বলছি
যখন ছিল না এই বিশাল আয়োজন
কি করে হল যে আজ এত মনোরম

আমি বলছি
সেই মহৎ লোকটির কথা, বলছি
নির্জনে বসে যে সে কাঁদেন আধার রাতে
মনে মনে চাহেন তিনি খোদা তায়ালার তরে
রহমতের কান্ডারি খোদা দিলেন তারে ভরে।

আমি বলছি
আমি আমার অনুভূতির কথা, বলছি
খোদার করুণায় হল যে সব বুঝা বড় দায়
এখানে এসে যে যাহা চায় সবি তো সে পায়
আমিও যাহা চাই তাহা যেন পাই
অবশেষে এখানেই আমার দোয়া রয়।

জন্ম তোমার ধরার বুকে

মুহা. জিহাদুল ইসলাম

তুমি আসার পূর্বে সবাই মিলে ছিল চিন্তিত,
তোমার আগমনে সবাই হল নন্দিত।

তোমায় দেখে মা জননীর বুকটা উঠে ভরে,
খোকা বলে ডাক দিয়ে তার মন যে গেল নড়ে।

যখন তোমার নাম রেখে দেয় মা-বাবায় মিলে,
সবাই তোমায় ডাকতে থাকে, খোকা খোকা বলে।

ধীরে ধীরে যখন তুমি হতে থাক বড়,
তোমায় নিয়ে মায়ের মনে স্বপ্ন তোলে ঝড়

ধাপে ধাপে চলছ তুমি অজানা পথে,
তোমার স্বপ্ন পূরণ করা চাই আকাবের দের দের মত

আকারেরদের সঙ্গ নিয়ে আলোর দিশারী হও
চির স্বরণীয় থাকবে হয়ে চলে যাবারও পর।

وما جدت فى النجاة

مُحَمَّد فاروق الرحمن

للعلم وفدت فى بستان النجاة
إستلمت العلم الملام للنة
ماظلت ان أعمل العمل كاملا
كنت فى العمل فائزا كاملا
وجدت فى الاساتذة نظرا كاملا
نظمت الحياة كزهرة المسك
فارتدونى على ترلا المعاصى
وارتدونى على ان اكون فظا
فان العلم نعمه من الله
ونعمة الله لاتعطى لعاصى ولفظ

محاسبة

مُحَمَّد شهاب الدين

قدمضنى ليل كثير منى
ومالى خبر فى حياتى عنى

دارالنجاة

مُحَمَّد مهدى

نحن طلاب دارالنجاة
نحن فارحون وشاكرون بهذه النعمة

يساعدنا هذه المدرسة المشهورة
ان نكون قانعا وذا خليفة محمودة

نحن نأخذ من استاذنا
كثير من نصائح التى تكون ذخرا لحياتنا

كسبنا منها علوم دينية
وتربية الاعمال وتسجيع القيادة

نعطى هذه المدرسة لباس التقوى

لقد ضيعت بكرة كثيرة نوما
متى عاد الى وعيه نورا؟
انهمكت فى لعب هذه الدنيا
ألاتنفد هزل هذه الدنيا؟
واقوم فى شاطى البحر فارغا
يجف بحر الماء من امامى دائما
لم اتمتع به باستعمال الماء خيرا
كذلك تنفد حياتى قيمت سريعا

الذى يصلنا الى الغاية النبيلة

نحن نسئلك الدعاء الى المعلمين
كى نقوم دائما ابدا فى اسوة النبين

الصديقين الشهاء والصالحين
وكى نفوز فى الدنيا والاخرة

Go ahead, Go ahead

Mahmudul Hasan Galib

Go ahead, Go ahead
It is time to be fiery
It is time to do the best
The nation wait for you
The nation hope to you

Go ahead, Go ahead
Father wants your success
Mother gives you blessing
Your way is n't wrong
If you walk in Islam

Go ahead, Go ahead
Prove your quality
Show your status
Teachers love you
Sisters pray for you

Go ahead, Go ahead

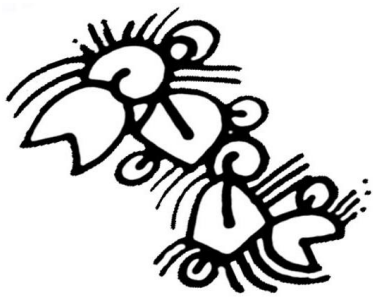

My Dream

Md. Nazrul Islam

It is our madrasah
we love her very much

we are all son of her
in the world no her such
Her name is Darunnazat
It's known to all
It's result is very good
we love her heart and soul
It's famous for learning turn
all want to come here
It mission is very high
we want her love care

Select your aim
Do work to touch the aim
The world wait for you
The world hope to you

হাঁসির বাক্স

সোহেল কিছুতেই চাকরী পেলনা তখন সে একটা ক্লিনিক খুলল আর বাইরে লিখল ১০০০ টাকায় যে কোন রোগের চিকিৎসা করান। চিকিৎসায় সুফল না হলে ১০০০ টাকা ফেরত দেয়া হবে।

এক পথচারী ভাবল: একহাজার টাকা রোজকার করার একটা দারুন সুযোগ.....

সে সেই ক্লিনিকে গেল আর বলল ডাক্তার সাহেব আমি কোন জিনিস খেতে গেলে তাতে স্বাদ পাইনা।

সোহেল তার সহকারীকে বলল "২২ নম্বর বক্স থেকে ওষুধ বের করে ৩ ফোটা খাইয়ে দাও।"

সহকারী ডাক্তারের কথামত খাইয়ে দিল।

রোগী বলল "আরে এটা তো পেট্রোল"

সোহল (ডাক্তার) বলল: Congratulation .....

দেখলেন তো আমাদের ক্লিনিক কি চমৎকার! আপনি স্বাদ অনুভব করেছেন। এবার ১০০০ টাকা দেন।

কিছুদিন পর লোকটি পয়সা উসুল এর জন্য পুনারায় আসল।

রোগী: ডাক্তার সাহেব আমার স্মৃতি শক্তি কমে গেছে?

ডাক্তার সহাকারীকে বলল: ওনাকে ২২ নম্বর থেকে ৩ ফোটা খাইয়ে দাও।

রোগী: আরে ওটাতো স্বাদ ফিরে পাওয়ার ওষুধ।

ডাক্তার: দেখলেন তো ওষুধ খাওয়া আগেই আপনার মেমরী ঠিক হয়ে গেছে। এবার ১০০০ টাকা দিন।

এবর রোগী বেশ রেগেই বাড়ি গেল আবার কিছুদিন পর নতুন পরিকল্পনা নিয়ে পয়সা ওসুলের জন্য হাজির হল।

রোগী: স্যার আমার দৃষ্টি শক্তি একেবারে কমে গেছে। কিছু একটা করুন।

ডাক্তার অনেক্ষণ ভেবে চিন্তে বললেন: সহকারী উনাকে ১০০০ টাকা দিয়ে দাও, ওনার রোগের ঔষধ আমার কাছে নেই।

রোগী: আরে এটাতো ৫০০ টাকার নোট।

ডাক্তার: এইতো আপনার দৃষ্টিশক্তি বেড়ে গেছে। দিন, এবার আমার ৫০০ টাকা ও ভিজিট ফি ১০০০ টাকা দিন।

রোগী: বেহুশ।

সংগ্রহে: এস. এম. রহমতুল্লাহ

ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে

ডাক্তার : আমার দেওয়া পেসক্রিপশন ফলো (অনুসরণ) করছেন তো।

রোগী : সেটা ফলো করলেইতো মারা যেতাম।

ডাক্তার : তার মানে।

রোগী : পাঁচতলা থেকে পেসক্রিপশনটি নিচে পরেগেছে, বুঝুন এবার।

স্মৃতি স্মারকের আবেদন

বরাবর,
তুই, তুমি, তোরা সবাই
২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ
মাদরাসা-ই-দারুননজাত

মাধ্যম : বন্ধুত্ব

বিষয় : ভুলে না যাওয়ার জন্য আবেদন।

নিক্‌টেষু,

তোরা আমার হুহু কান্না, উদ্দাম হাসি
তোরা আমার সোনার বাংলার সশস্ত্র সন্ন্যাসী
তোরা আমার রব (ধ্বনি) তোরা আমার সব, তোরা আমার যা ইচ্ছা তাই
তোরা আমার কষ্ট, অবহেলা আর মন খারাপের বালাই।
তোরা কেন জানি সবাই আমার দোস্ত
এটাইতো আমার দোষ তো?
তবু বন্ধুত্বের সন্ধি বিচ্ছেদে আমি আজীবন অপরাগ
আমি এ দোষেই গুণান্বিত যত বন্ধু দোষ হয় হোক।

যথাবিহীত বন্ধুত্বের বশবর্তী হয়ে সবিনয় দুঃখবোধ এই যে, বিগত বছর দুইটি আঁচটি করতে পারলাম না চলে গেল। তোরাও যাবি। কে যে কোথায়! হয়তো থাকবো না আমিও। কিন্তু বন্ধুত্ব? সেও কী হারিয়ে যাবে জাতীয় বাস্তবতার বিশ্ববাম্পে? না, তোরা তা করিস না, হতে দিস না, প্লিজ। জানিস! আমার এক বড় আপু বলতো মনে রাখাটাকে ভুলে যাস আর ভুলে যাওয়াটাকে মনে রাখিস।

আমি এক্ষেত্রে একটু- আমার কথা, ভুলে যাওয়াটাকেই ভুলে যাস আর মনে রাখাটাকেই মনে রাখিস। আমি জানি তোরা রাখবি মনে ও ফোনে। তাই আজ থেকে পৃথিবীর বুকে যতবার বৃষ্টি হবে, যতবার ধুসর মাটি কাদায় পরিণত হবে, যতিবার এ পৃথিবীর মাটি জলে সিক্ত হবে, ভেবেনিস তার প্রতিটা ফোটা স্মৃতিকাতর আমাদেরই কারো না কারো কান্নার জলে ভেজা। তোরা হয়তো ভাবছিস এই কথাগুলো এভাবে কেন বলছি? কারণ **'স্মৃতি সব হয় শব'** এ কথা জানি.....হৃদয়ের পাতায় স্মৃতির কথায় কখনো না না মানি।
অতএব, সহপাঠি বন্ধুরা ধৃষ্টতা প্রদর্শন পূর্বক তোদের জানাচ্ছি **'এক দফা এক দাবি আমায় কি ভুলে যাবি'?** না যাস নি, যাবি না, মানবো না। না না না...!

বিনীত নিবেদক
তোদের ভুবন ভোলানো অফুরান বন্ধুত্বে গ-দ-গ-দ [তোদের কারো কাছে BJ (Best Jokar) কারে কাছে বাজে কারও কারও কাছে আরও কত কী যে]
ইসমাইল বিন বোরহান

আলিম পরীক্ষা- ২০১৬ এর সময়সূচি

তারিখ	বার	বিষয় ও সময়		বিষয় কোড
		সকাল: ১০-১টা	বিকাল: ২-৫টা	
০৩/০৪/১৬	রবিবার	কুরআন মাজিদ ও তাজবীদ	-	২০১
০৫/০৪/১৬	মঙ্গলবার	হাদিস ও উসূলুল হাদিস	-	২০২
০৭/০৪/১৬	বৃহস্পতিবার	বাংলা বাংলা ১ম পত্র	-	২০৭ ২৩৬
১০/০৪/১৬	রবিবার	-	বাংলা ২য় পত্র	২৩৭
১২/০৪/১৬	মঙ্গলবার	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	-	২৪০
১৭/০৪/১৬	রবিবার	-	ইংরেজি ইংরেজি ১ম পত্র	২০৮ ২৩৮
১৯/০৪/১৬	মঙ্গলবার	ইংরেজি ২য় পত্র	-	২৩৯
২১/০৪/১৬	বৃহস্পতিবার	আরবি ১ম পত্র (সাধারণ) আরবি সাহিত্য (বিজ্ঞান ও মুজাব্বিদ)	-	২০৫ ২২৩
২৪/০৪/১৬	রবিবার	-	আরবি ২য় (সাধারণ)	২০৬
২৬/০৪/১৬	মঙ্গলবার	আল ফিকহ ১ম পত্র (সকল)	-	২০৩
২৮/০৪/১৬	বৃহস্পতিবার	আলফিকহ ২য় পত্র (সাধারণ)	-	২০৪
০২/০৫/১৬	সোমবার	বালাগাত ও মানতিক (সাধারণ) পদার্থ বিজ্ঞান ১ম (বিজ্ঞান) তাজবীদ ২য় (মুজাব্বিদ)	-	২১০ ২২৪ ২৩২
০৪/০৫/১৬	বুধবার	ইসলামের ইতিহাস (সাধারণ) পদার্থ বিজ্ঞান ২য় (বিজ্ঞান) তাজবীদ ২য় (মুজাব্বিদ)	-	২০৯ ২২৫ ২৩৩
০৮/০৫/১৬	রবিবার	-	রসায়ন ১ম (বিজ্ঞান) অর্থনীতি ১ম পৌরনীতি ১ম উচ্চতর ইংরেজি ১ম	২২৬ ২১৩ ২১৫ ২১৭
১০/০৫/১৬	মঙ্গলবার	রসায়ন ২য় (বিজ্ঞান) অর্থনীতি ২য় পৌরনীতি ২য় উচ্চতর ইংরেজি ২য়	-	২২৭ ২১৪ ২১৬ ২১৮
১২/০৫/১৬	বৃহস্পতিবার	উচ্চতর গণিত ১ম (বিজ্ঞান)	-	২২৮
১৫/০৫/১৬	রবিবার	-	উচ্চতর গণিত ২য় (বিজ্ঞান)	২২৯
১৭/০৫/১৬	মঙ্গলবার	জীববিজ্ঞান ১ম (বিজ্ঞান)	-	২৩০
১৯/০৫/১৬	বৃহস্পতিবার	জীববিজ্ঞান ২য় (বিজ্ঞান)	-	২৩১

বি:দ্রঃ ২০/০৫/২০১৬ থেকে ২৯/০৫/২০১৬ এর মধ্যে সকল ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

আলিম পরীক্ষার্থী- ২০১৬
সাধারণ বিভাগ
শাখা: ক

মো: সাব্বির আহমদ
পিতা : মো: ফজলুর রহমান
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।
০১৭৪৩-২১৯৫৫৮, ব্লাড গ্রুপ: O+

মো: ফারুকুর রহমান
পিতা : মো: সিদ্দিকুর রহমান
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।
ব্লাড গ্রুপ : B-

আল ইমরান
পিতা : মো: নুরুল ইসলাম
বেতাগী, বরগুনা।
০১৭৬৪-১২৬৩৪৫, ব্লাড গ্রুপ : AB+

মো: ইকবাল হোসাইন
পিতা : মো: তাজুল ইসলাম
চান্দিনা, কুমিল্লা।
০১৮৫১-৭১১১০৪। ব্লাড গ্রুপ : B+

কামারুল ইসলাম
পিতা : মাও. আব্দুর রব
বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০১৭৫৪-৯৬৭৪০৫। ব্লাড গ্রুপ : A+

মুহা. ইসমাইল বিন বোরহান
পিতা : মা. মু. বোরহান উদ্দীন
পবা, রাজশাহী।
০১৫২১-২০৫৬০৪। ব্লাড গ্রুপ : B+

এ.এফ.এম. মিহাদুর রহমান সরকার
পিতা : এম.এম. জাহাঙ্গীর আলম সরকার
ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।
০১৬৭৮-৫৩২৭৮২। ব্লাড গ্রুপ : B-

মো: আসিফ মাহমুদ খাঁন
পিতা : মাও. মুর্শিদ আলম খাঁন
বানারীপাড়া, বরিশাল।
০১৭৫৮-৬৬৯৬৩৬। ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহা. আসাদুল্লাহ
পিতা : মুহা. আবু সাঈদ
কবিরহাট, নোয়াখালী।
০১৫২১-২৫৯০০০। ব্লাড গ্রুপ : AB+

মো: মাহমুদুল হাসান
পিতা : মো: নজরুল ইসলাম
শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।
০১৬২১-৭০৮৫৪৮। ব্লাড গ্রুপ : B+

রাফসান জানী খান
পিতা : মাও. আব্দুল হামিদ
চর ফ্যাশন, ভোলা।
০১৭১৯-৩০৫৫১৭। ব্লাড গ্রুপ : AB+

মুহা. আবুবকর সিদ্দীক
পিতা : মাও. মু. আয়াত উল্লাহ নূরী
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
০১৮৩৭-০০২৯২০। ব্লাড গ্রুপ : A+

মুহা. হাসিবুল হাসান
পিতা : মুহা. আবুল বাশার
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৮৫৫২৬৭২৭৮। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: ইয়াছির আরাফাত
পিতা : মো: এমরান হোসাইন
বড়াইগ্রাম, নাটোর।
০১৭৯১-৭৫৮৪০৮। ব্লাড গ্রুপ : B+

মুহাম্মদ নাজমুল ইসলাম
পিতা : মুহাম্মদ নবির উদ্দিন
উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
০১৭৭৪-৫৫৩৫২২। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: আবু সাঈদ
পিতা : মোহাম্মদ আলী (দুলাল)
কেন্দুয়া, নেত্রকোণা।
০১৫২১-২০৬২৩৬। ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
পিতা : মগফুর মো: নুরুল আমিন
চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।
০১৬২৭-৫৬৬৩২৬। ব্লাড গ্রুপ : A+

মুহা. তৌহিদুর রহমান
পিতা : মুহা. হযরত আলী
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।
০১৫২১-২০৭৩১৪। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: রায়হান শরীফ
পিতা : মো: নেছারুদ্দিন শরীফ
বোরহান উদ্দিন, ভোলা।
০১৭৫-২৪৬৬২২৩। ব্লাড গ্রুপ : O+

এ.এম. নুর উদ্দীন হোসাইন
পিতা : মাও. মুহা. আ. লতিফ মিয়া
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৮২১-৪৭৫৭৭১। ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: শরিফুল আলম মারুফ
পিতা : মাও. মো: আনোয়ারুল ইসলাম
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
০১৮৭৫-০৩৫০২৮। ব্লাড গ্রুপ : O+

মোঃ ইসমাঈল হোসাইন
পিতা : হোসেন আহমদ
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
০১৭২০৮৩১৬৯৩। ব্লাড গ্রুপ : B+

মুহা. তরিকুল ইসলাম (শরীফ)
পিতা : মুহা. রফিকুল ইসলাম
দৌলতখান, ভোলা।
০১৭৮০-২৫৩৯৭৫। ব্লাড গ্রুপ : A+

মাহমুদ
পিতা : মোঃ খবির উদ্দীন রন্টিজী
জাজিরা, শরীয়তপুর।

হাঃ মোঃ আবু নোমান
পিতা : মাও. আবুল হাসেম
চান্দিনা, কুমিল্লা।
০১৭৮০-১১৪৪৩০। ব্লাড গ্রুপ : B+

মোঃ আবু সুফিয়ান
পিতা : মাও. মোঃ আমীন হোসাইন
হাইমচর, চাঁদপুর।
০১৮৩৯-৯৮৬৫৬৩। ব্লাড গ্রুপ : B+

মোঃ সিফাতুল্লাহ
পিতা : মোঃ তৈয়্যেবুর রহমান
কাঠালিয়া, ঝালকাঠি।
০১৭৪১-৪০৯৩১০

এস.এম. আমিন
নিতাইগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
০১৬৮৪-৩১২২৫৫। ব্লাড গ্রুপ : O+

মোঃ কামরান হোসেন (জয়)
পিতা : মোঃ আশরাফ হোসেন
মাগুরা, মাগুরা।
০১৭০৩-৭৮৬৬১০। ব্লাড গ্রুপ : A+

মুহা. শাফায়াত হোসাইন
পিতা : মুহা. আবদুল মতিন
নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।
০১৭৫৯-৩৫১৭৩৮। ব্লাড গ্রুপ : O+

মোঃ ফজলুল করিম (ফয়সাল)
পিতা : মাও. রুহুল আমিন
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৬২৯-৬৯৭৯৩৬। ব্লাড গ্রুপ : A+

মোঃ শাহাবুদ্দিন
পিতা : মোঃ হাবিবুর রহমান মিয়া
কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।
০১৮৬৪-৮৬৯৪৬৮। ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহাম্মদ আলী
পিতা : আলী আক্কাছ
নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।
০১৭২৭-৭৩১৮৮৭। ব্লাড গ্রুপ : O+

আব্দুল্লাহিল মুকাদ্দাম
পিতা : আব্দুল মাজেদ
বাগেরহাট, বাগেরহাট।
ব্লাড গ্রুপ : O+

মাহমুদুল হাছান
পিতা : ফয়েজ আহমদ
নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।
০১৫১৬-১১৯৮০৬। ব্লাড গ্রুপ : B+

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
পিতা : মোঃ দুলু মিয়া
আদর্শ সদর, কুমিল্লা।
০১৮৩৪-২৮২৩৬৭।

মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান (নাজমুল)
পিতা : মুহাম্মদ বিল্লাল হোসেন
লাকসাম, কুমিল্লা।
০১৫২১-২০৬০০৭।

মোঃ রায়হানুজ্জামান খাঁন
পিতা : মোঃ সালাহ্ উদ্দিন
বেলঘর, ইটাখোলা, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।
০১৭১০-১৭৭০১০। ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহা. এমদাদুল্লাহ
পিতা : মুহা. আবুল হাশেম
চরফ্যাশন, ভোলা।
০১৯৬৭-৩৬৭৩২৫। ব্লাড গ্রুপ : AB+

মাহীর আল আউয়াল আরিফ
পিতা : আবদুল আউয়াল
সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী।
০১৮২৭-২১৬২৬৪।

মোঃ মাহমুদ
পিতা : মোঃ জসিম উদ্দীন
হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৬৮৮-২৬৮৩৮৪।

মোঃ ফিরোজ হিজবুল্লাহ
পিতা : মোঃ আবুল কালাম
বানারিপাড়া, বরিশাল।
০১৬২৩-৮৩৮৫৫৪। ব্লাড গ্রুপ : O+

এম. আই. সিয়াম হাজি
পিতা : মাও. মিজানুর রহমান
হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৮৩৪-২৪৩৪০৪। ব্লাড গ্রুপ : AB+

মোঃ ছানাউল্লাহ
পিতা : মাও. মোঃ মজিফুল ইসলাম
মনপুরা, ভোলা।
০১৯৩২-৯৪৭৭০৭। ব্লাড গ্রুপ : O+

এস.এম. মুমীন
পিতা : মোঃ সিরাজ শেখ
নিতাইগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহা. নাজমুল ইসলাম
পিতা : মুহা. আব্দুল লতিফ
আতাইকুলা, পাবনা।
০১৭৭৬-৪২৫৪৭৩। ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহা. রকিব উল্লাহ
পিতা : অলি উল্লাহ
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
০১৭৭৭-৮১৯৫৮০। ব্লাড গ্রুপ : B+

মুহা. জুনায়েদ হোসেন সিয়াম
পিতা : মুহা. হুমায়ন কবির
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৯৫৬-৯৫৪২৫৬। ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহা. সানাউল্লাহ আল ফাহাদ
পিতা : মাও. মুহা. ইসমাইল হোসাইন
মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।
০১৭৩৩-৪২২০৫৮। ব্লাড গ্রুপ : AB+

মুহা. আবু সালেহ
পিতা : মুহা. হাফিজুর রহমান
ভোলা সদর, ভোলা।
০১৭১৬-০২১৪৭৮। ব্লাড গ্রুপ : AB+

সিয়াম রব্বানী
পিতা : মাছুম রব্বানী
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।
০১৮৭৪-২০৮০২৭।

মোঃ জাহিদ হাসান
পিতা : মোঃ আবু বকর সিদ্দীক
বোরহান উদ্দীন, ভোলা।
০১৯১২-৭৭৪৪৬৩।

মুহা. ইয়ামিন হাসান (রন)
পিতা : প্রিন্সিপাল মুহা. আবদুল আলীম
তজুমদ্দীন, ভোলা।
০১৭১২-১৪৮৫৫৩। ব্লাড গ্রুপ : B+

মোঃ মোবারক হোসাইন
পিতা : আনিছুর রহমান
নিকলী, কিশোরগঞ্জ।
০১৯১৪-২৭৫৫৯৬। ব্লাড গ্রুপ : O+

মোঃ সাদেকুর রহমান
পিতা : আব্দুল মান্নান
বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০১৭৯৬-৩৫৪১৬৫। ব্লাড গ্রুপ : B+

কাজী মোহাম্মদ জাকির হোসাইন রোমান
পিতা : কাজী মোহাম্মদ আবু তাহের
ছাগলনাইয়া, ফেনী।
০১৮৪৯-৯৪৫৬১৫।

হাঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম
পিতা : মাও. মোঃ ওয়ালি উল্লাহ
বরুড়া, কুমিল্লা।
০১৮৫৯-৪১৮০৭০।

মোঃ মীর হাছান
পিতা : হাঃ মোঃ নূরুল ইসলাম
মুরাদনগর, কুমিল্লা।
০১৭০০-৮৬৭৭০৫। ব্লাড গ্রুপ : B+

মোঃ মুহিব্বুল্লাহ তোফায়েল
পিতা : মাও. মোঃ জাকির হোসাইন
চান্দিনা, কুমিল্লা।
০১৮৬৯-০৪৪৩৬৬। ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহা. আব্দুল কাইয়ুম
পিতা : মরহুম আব্দুল কাদের
অনন্তপুর, বগুড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
ব্লাড গ্রুপ : O+

মোঃ আব্দুর রউফ (নকিব)
পিতা : আলহাজ্জ মোঃ আলি মিয়া
টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল।
০১৭৬৭-৮৬৭৪২৮। ব্লাড গ্রুপ : O+

মোঃ মহিউদ্দিন
পিতা : মাও. আব্দুর রব
বেতাগী, বরগুনা।
০১৭১০-৭২৬০৮৭। ব্লাড গ্রুপ : A+

মোঃ ফাইজুল্লাহ
পিতা : মোঃ আমির হোসেন
খলাগাঁও, বিতারা, কচুয়া, চাঁদপুর।
০১৫২১-২১৫৯৮০।

মোঃ মশিউর রহমান
পিতা : মোঃ গোলাম মস্তফা
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।
০১৭১৫-৪২৩৪৫২। ব্লাড গ্রুপ : O+

মোঃ আবদুল্লাহ আল নোমান
পিতা : মাও. মোঃ বশিরুজ্জামান
নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।
০১৮৫৮-১৩১৫০২। ব্লাড গ্রুপ : A+

মোঃ ইয়াছিন আরাফাত
পিতা : মোঃ খোরশেদ আলম
মুরাদনগর, কুমিল্লা।
০১৮৪৫-৬৫২৪৮২।

মু. মোস্তাফিজুর রহমান
পিতা : মু. আজিজুল হক
তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।
০১৫২১-২০৫৬৪১। ব্লাড গ্রুপ : B+

মোঃ নাঈম বিন আমীন
পিতা : মোঃ রুহুল আমীন
বানারিপাড়া, বরিশাল।
০১৭৮২-২২৭৯৪৯। ব্লাড গ্রুপ : O+

মোঃ মাহবুবে সুবহানী
পিতা : মোঃ মমিনুল হক
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৬২১-৬৪২২৩৭।

মোঃ ওমর ফারুক হেলালী
পিতা : মোঃ আব্দুল মতিন
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
০১৮৬১-০০১৮১২। ব্লাড গ্রুপ : O+

মোঃ হাসান মাশারিকী
পিতা : মোঃ মোবারক হোসেন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
০১৯২৯-৭২৪৮১৯। ব্লাড গ্রুপ : B+

মুহা. নাজিমুদ্দিন
পিতা : আবুল কালাম
দৌলতখাঁন, ভোলা।
০১৭৮২-১৮৬৭৪৯।

মোঃ আল আমিন আসিফ
পিতা : মোঃ রুহুল আমীন
বোরহান উদ্দিন, ভোলা।
০১৫২১-৪৩৯২৫৯। ব্লাড গ্রুপ : AB+

মোঃ রায়হান
পিতা : মোঃ বেলায়েত হোসেন
ঝালকাঠী, ঝালকাঠী।
০১৭২১-৪০১৫৫৩। ব্লাড গ্রুপ : B+

মোঃ জাকির হোসেন
পিতা : মোঃ আলাউদ্দীন
বদলগাছী, নওগাঁ।
০১৭৮৯-৫৯০৫৫৬

আবদুল্লাহ
পিতা : মোঃ ইব্রাহীম খলিল (বাবুল)
নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
০১৯৬৯-১৯৯৯৭১। ব্লাড গ্রুপ : B+

মুহা. মহিউদ্দিন
পিতা : মুহা. আলেক হাজী
মেঘনা, কুমিল্লা।
০১৭৮৭-৭৫৫০০৮। ব্লাড গ্রুপ : O+

মোঃ নাজমুল হুদা নাঈম
পিতা : মাও. বদর উদ্দিন আহমেদ
উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
০১৭৭৩-৮২৬৪৪৩। ব্লাড গ্রুপ : O+

মোঃ ফরিদ হোসেন
পিতা : মোঃ গোলাপ হোসেন
কারাইদ, কাকরাইদ, মধুপুর, টাঙ্গাইল।
০১৯২১-৯০২৩৭১। ব্লাড গ্রুপ : A+

মুহা. ইকরামুল হক ইয়াছিন
পিতা : মুহা. ফয়সাল সরদার
বাউফল, পটুয়াখালী।
০১৭৮৯-৭৭৩০২৯। ব্লাড গ্রুপ : B+

মোঃ মনির হোসেন
পিতা : মোঃ অজি উল্লাহ
শাহরাস্তি, চাঁদপুর।
০১৮৪৬-৪১২৩৭৪

মাহমুদ হোসেন
পিতা : মো: নাজমুল হোসেন
হবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
০১৭৮৮-৮৯৮৩৯৬। ব্লাড গ্রুপ : B+

আম্মারুজ্জামান
পিতা : মাহবুবুর রহমান
ডেমরা, ঢাকা।

মোহাম্মদ কাওসার হুসাইন নেছারী
পিতা : হাফেজ মো: মোস্তফা কামাল
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৭৪৯-১৯৮০৩৫। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: ফারুক হোসেন
চৌহালী, সিরাজগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ : AB+

আবদুল হামিদ
পিতা : সাইদুল হক
সোনাগাজী, ফেনী।
০১৮৫৯-১৯০৭১১। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: রাকিবুল হাসান
পিতা : মো: উসমান আলী
মাধবপুর, হবিগঞ্জ।
০১৭৬৬-৩৬২১৮১। ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: গোলাম কিবরিয়া
পিতা : আব্দুল রশিদ
বদলগাছী, নওগাঁ।
০১৭৮৬-০৬৯৯৩৮। ব্লাড গ্রুপ : B-

মো: মারুফুর রহমান
পিতা : মো: রফিকুর রহমান
কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ।
০১৭৩২-৯৩৩৭৭২। ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহা. নাজমুল হাসান আখির
পিতা : নূরুল ইসলাম
কচুয়া, চাঁদপুর।
০১৮৩৬-৭৯০২৮৬। ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহাম্মদ কায়েস
পিতা : মুহা. মুনির হোসাইন
বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।
০১৫১৫-৬১১২৮২। ব্লাড গ্রুপ : B+

তাওহীদ আহমাদ
পিতা : আব্দুর রউফ মোল্লা
গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।
০১৭৫৫-০২৪২৫৩। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: রুহুল আমীন
পিতা : মো: মশিউর রহমান
কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।
০১৮৩৮-৭৫৯৬৫৮। ব্লাড গ্রুপ : AB+

মো: মহিউদ্দিন
পিতা : মাও. মো: রফিকুল ইসলাম
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৮৪৬-৩৬৯০৯৫

মু. আনওয়ার হোসাইন
পিতা : মু. আব্দুল কুদ্দুস
দৌলতখান, ভোলা।
০১৭৬২-৫১৫৩৮৮। ব্লাড গ্রুপ : B+

মা: আনিছুর রহমান মৃধা
পিতা : মো: অলিউর রহমান মৃধা
আখাউরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০১৭৯১-২৩৩৭৩৫।

মো: আল আমিন খাঁন
পিতা : মুফতী মাও. তাজুল ইসলাম
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৮৪৫-৬৫৫২৪৮। ব্লাড গ্রুপ : O+

মু. তরিকুল ইসলাম (জাবিল)
পিতা: মু. ছিদ্দিকুর রহমান
কচুয়া, চাঁদপুর।
০১৮৪৩-৫৩৯৩৭৫। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: আ: রহিম
পিতা : মো: আ: লতিফ
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।
ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহা. রিদওয়ান ইসলাম নোমান
পিতা : মুহা. নজরুল ইসলাম
মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী।
০১৭১৯-৪৫৬৮৮৬। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: মাছুম বিল্লাহ
পিতা : সফিকুর রহমান
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
০১৮৬৬-৮৯৭৯১০। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: মাহমুদুল হাছান মজুমদার
পিতা : মাও. ইয়াছিন মজুমদার
নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।
০১৮৫৫-৬৬৯৪৩২। ব্লাড গ্রুপ : A+

মুহা. বায়েজীদ হুসাইন
পিতা : মাও. মুহা. আব্দুল মজিদ
বগুড়া সদর, বগুড়া।
ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: মিরাজুল হক
পিতা : মো: জাহাঙ্গীর আলম
মতলব, চাঁদপুর।
ব্লাড গ্রুপ : AB+

মুহা. আবদুর রহমান (রাসেল)
পিতা : মুহা. ওয়াজি উল্লাহ পাটোয়ারী
রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর।
ব্লাড গ্রুপ : O+

আব্দুল কাইয়ুম
পিতা : আব্দুল হান্নান
পূর্বধলা, নেত্রকোনা।
০১৯৬৫-৮৬৬৭১৭। ব্লাড গ্রুপ : A+

হাফেজ মু. সাইফুল ইসলাম
পিতা : হাফেজ মু. শাহজাহান খাঁন
কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
০১৭৬১-৯৪৩৭৮৩। ব্লাড গ্রুপ : B+

আসাদুজ্জামান
পিতা : আব্দুল আজিজ
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।
০১৫১৫-৬৩৫২০৮। ব্লাড গ্রুপ : AB+

মোঃ জাবের হুসাইন
পিতা : মাও. মোঃ মোনাওয়ার হুসাইন
বরগুনা, বরগুনা।
ব্লাড গ্রুপ : B+

মু. রাকিব নেওয়াজ
পিতা : হাজী আব্দুল কালাম
নাছিরনগর, বি-বাড়িয়া।
০১৭৫৭-৬৮০৭০৫।

মোঃ এনায়েত উল্লাহ
পিতা : হাঃ মাও. মোঃ মোস্তফা সিকদার
সখিপুর, শরিয়তপুর।
০১৭৭০-৪২০১৯৮।

মুনাওয়ার মুশির
মিরপুর, ঢাকা।
০১৬২১-৭৪৯৪৬২।

মোঃ হাসান জামিল
পিতা : মোঃ গোলাম মোস্তফা
টঙ্গীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ।
০১৯১৬-৮৬৮২৩৯।

মোঃ শাহাদাত
পিতা : আব্দুর রশিদ বেপারী
মতলব (উ:), চাঁদপুর।
০১৯৬১-৮৭৯০৪১। ব্লাড গ্রুপ : B+

মুহা. ছিবগাতুল্লাহ
পিতা : এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান
বাউফল, পটুয়াখালী।
ব্লাড গ্রুপ : O+

মোঃ হাসান আকন
কাঠালিয়া, ঝালকাঠী।
০১৭৯৯-৪৪৪৮৫৮।

এস.এ.এম. জাহিদুল ইসলাম
পিতা : আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ
মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।
০১৭২৪-৮৬৪৪৭২।

নাসরুল্লাহ সিদ্দিকী
পিতা : হা: মাও. জাহাঙ্গীর সিদ্দিক
কাজীরহাট, বরিশাল।
০১৬২৮-২৪৬৬৮৩ | ব্লাড গ্রুপ : AB+

মো: ইমাম হোসাইন (ইমন)
পিতা : হাজী মো: আকির হোসাইন
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৭৯৬-৫৯০৬৫৩ | ব্লাড গ্রুপ : A+

মা: কামারুজ্জামান (কাউছার)
পিতা : মাও. আব্দুল আলীম ভূঁইয়া
মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।
০১৬১৯-২০২১২০ | ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: শাহনাত হোসেন
পিতা : ইব্রাহীম সেওয়ান
সখিপুর, শরীয়তপুর।
০১৯২০-৫৬৭০০২।

হা: মুহা. আমান উল্লাহ
পিতা : মুহা. আবুল হাসেম সিকদার
বাউফল, পটুয়াখালী।
০১৮৫২-১২০৬১০ | ব্লাড গ্রুপ : অই+

মো: আরিফুল ইসলাম
পিতা : আবুল হাসেম (ঢালী)
গ: ডামুড়া, ডামুড়া, শরীয়তপুর।
০১৯২৪-৮৩৬৯২২ | ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: আহসান হাবীব
পিতা : মো: আবুবকর সিদ্দীক
কালকিনি, মাদারীপুর।
০১৭৭৮-৯১০৯৮৬ | ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: সুলাইমান
পিতা : হা: মো: আকরাম হোসাইন
সালথা, ফরিদপুর।
০১৭৯৭-৪৭৫০৪০ | ব্লাড গ্রুপ : B+

নেছারুদ্দীন
সিজিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
০১৯৩০-০৯১২৯৬
ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: জিল্লুর রহমান
পিতা : মাও. মো: সেলোয়ার হোসেন
তিতাস, কুমিল্লা।
০১৮৬৪-১৬০৩৮৫

মো: আশরাফুজ্জামান
পিতা : মো: সেলোয়ার হোসেন
তিতাস, কুমিল্লা।
০১৮৬৪-১৬০৩৮৫ | ব্লাড গ্রুপ : AB+

মো: আবদুল মান্নান (নূর নবী)
পিতা : আইয়ুব আলী
পরশুরাম, ফেনী।
০১৮৬৮-৮১৯২২২ | ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: ওয়াহিদুজ্জামান
পিতা : মো: খলিলুর রহমান
জাজিরা, শরীয়তপুর।
০১৯৫৭-১২৫৬৪৪।

মো: লোকমান
পিতা : মো: নবি উল্লাহ
লালমোহন, ভোলা।
০১৭৭২-৫৭৪১৫৮।

মো: সাইফুল্লাহ
পিতা : মাও. মো: সাদদুল্লাহ
তালতলি, বরগুনা।
০১৭১৪-৭৮৫১৯৯

মুহা. মুরছালিন
পিতা : সৌরব আলী
ডেমরা, ঢাকা
০১৬৮৭-৩৭৬৭৬৯ । ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: সাবিকুল ইসলাম
পিতা : মো: মহরম আলী
তিতাস, কুমিল্লা।

মেহেদী হাসান
পিতা : মো: মফিজুল ইসলাম
সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।
০১৭৪৮-৩১৯২৪৫

মো: সাকিব আল হাসান
পিতা : আবদুল কাদের
উত্তরখান, ঢাকা।
০১৬৮৯-২৬৪৩০৯

মো: হামদুল্লাহ আল হাসান
পিতা : মো: ফরিদ আহমদ
নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।
০১৮৬০-৭২৪১০৯

মো: মোশতাক
পিতা : মো: মহিউদ্দিন
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
০১৮১৫-৭৫৮৭৭৬ । ব্লাড গ্রুপ : A+

হাফেজ মুহাম্মাদ আয়াত উল্যাহ
পিতা : মাও. মুহাম্মাদ হাবিব উল্যাহ
বোরহান উদ্দীন, ভোলা।
০১৭৯০-৭৫৯০৪২ । ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: হাদিসুর রহমান
পিতা : মাও. মো: মোস্তাফিজুর রহমান
কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।
০১৯২৫-৯৭৩৯০১ । ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: ছানা উল্লাহ
পিতা : কাজী মাহবুব উল্লাহ
নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।
০১৮৩০-৩৩৭৫৪৯ । ব্লাড গ্রুপ : B+

মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল
পিতা : মুহাম্মদ আফজলের রহমান
সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।
০১৮৬৩-১২২৪০২।

নাজমুল আহসান নাবিল
পিতা : মো: সিরাজুল হক তাজ
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা- ১২০৬।
০১৬২৩-৬৯৫৭৯২। ব্লাড গ্রুপ : B+

মিজানুর রহমান আরিয়ান
পিতা : আব্দুল কুদ্দুছ
গৌরীপুর, কুমিল্লা। ০১৯১১-১৪২৭৮১।
ব্লাড গ্রুপ : B+

আলিম পরীক্ষার্থী- ২০১৬
সাধারণ বিভাগ
শাখা: খ

মো: হাদিয়াতুল্লাহ আল নোমান
পিতা : মাও. নেয়ামতউল্লাহ
সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।
০১৫২১-২৬০৬৬৬। ব্লাড গ্রুপ : O+

মাহমুদুল হাসান গালিব
পিতা : আ: মোত্তালিব
বাঘাইল, টাঙ্গাইল
০১৭৮-৩১২৭৯১। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: ইকবাল হোসেন
পিতা : মো: আব্দুল কাদের
লাকসাম, কুমিল্লা।
০১৭২৫-৯৭১৩০৬।

মো: সফিউল্লাহ
পিতা : মাও. মো: অজিউল হক
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
০১৯৯১-৩৫৭৯১৬

মাহবুবুর রহমান
পিতা : এ.কে.এম. আতিকুর রহমান
মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
০১৫২১-২০৫১৭৪

মো: মাহদী হাসান তাহসিন
পিতা : মো: মোবারক হোসেন
লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর।

এস.এম. ফখরুল ইসলাম
পিতা : মুহা. ফারুক মাষ্টার
হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৮৭৯-১৪৭৫৯৭। ব্লাড গ্রুপ : B+

আবু জাফর মুহা. ছালেহ
পিতা : মাও. শরফুদ্দীন
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৭২০-০৭৬৩০৩

মো: মোস্তফা সারওয়ার
পিতা : মো: ছবির আহমদ
কচুয়া, চাঁদপুর।
০১৮৪২-২৬৮৬৮৬। ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: মাহদী হাসান নাঈম
পিতা : মোতালিব হাসান
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
০১৭৬৫-৮৯৯০৮০। ব্লাড গ্রুপ : O+

হোসাইন মাহমুদ মাছুম
পিতা : আবুল খায়ের
জাকড্ডা, আটিশপাড়া, লাকসাম, কুমিল্লা।
ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহা. মাহমুদুল হাসান
পিতা : মাও. আবু সালেহ
সখিপুর, শরীয়তপুর।
০১৫২১-৪৩১৪৫৫। ব্লাড গ্রুপ : O+

আ.স.ম. আল আমিন
পিতা : মো: ইউনুছ পাটোয়ারী
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৫২১-৪৩৭৬২৪। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: মুহিব্বুল্লাহ
পিতা : মো: মোতাহার হোসাইন
আমতলী, বরগুনা। ০১৭১৯-৬০৩১৬০।
ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: আরিফুল ইসলাম
পিতা : মো: জাহাঙ্গীর আলম
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
০১৯১৩-৯৬১২৩২। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: ওমর ফারুক (রাসেদ)
পিতা : মো: ফরিদ আহমেদ
শাহরাস্তি, চাঁদপুর।
০১৫২১-৪৩৯২৬১। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: জাহিদ হাসান (মিত)
পিতা : মোহাম্মদ কালাম
নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০১৫১৫-৬৫২৪৭০। ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: ফারুক আহমেদ
পিতা : মো: শওকত আলী
কোতয়ালী, কুমিল্লা।
০১৯১১-২৫৩২৩৫। ব্লাড গ্রুপ : O+

আলিম পরীক্ষার্থী ২০১৬ # ১৮৯

 মো: নেছার উদ্দিন পিতা : মো: সেকান্দার আলী বাউফল, পটুয়াখালী। ০১৭৯৫-৮২০২২২। ব্লাড গ্রুপ : AB+	 **মো: সাইফুল ইসলাম বিশ্বাস** পিতা : মো: বিল্লাল হোসেন বিশ্বাস হাইমচর, চাঁদপুর। ০১৮৭৪-৩৯১২২২। ব্লাড গ্রুপ : O+	 **মুহা. ইমাম হাসান** পিতা : মুহা. হাবিবুর রহমান বরুড়া, কুমিল্লা। ০১৯৪৯-২৮৮২৪৩। ব্লাড গ্রুপ : O+
 মো: মিনহাজুর রহমান ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। ০১৮৬৬-৩০৮৩১৯। ব্লাড গ্রুপ : A+	 **মো: মাহী উদ্দিন ফয়সাল** পিতা : মো: মোজাম্মেল হোসেন বরুড়া, কুমিল্লা। ০১৮৬৯-২৬৮৬৮১। ব্লাড গ্রুপ : A+	 **মুহা. সাঈদ আব্দুল্লাহ** পিতা : মাও. আবুল কাশেম গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।
 মো: আমিনুদ্দীন ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা। ০১৬৭৮-৫৩২৭৬১। ব্লাড গ্রুপ : A+	 **মো: গোলাম কিবরিয়া জীবন** পিতা : মো: জাকির হোসেন চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। ০১৮৪৫-৪৬৪১১৯। ব্লাড গ্রুপ : O+	 **মু. সুলাইমান** পিতা : মাও. ইসমাইল মুলাদি, বরিশাল। ০১৭৫২-৩৮৭৭১৬।
 মো: রায়হান উদ্দিন (রাফি) পিতা : ছালেহ আহম্মদ ছাগলনাইয়া, ফেনী। ০১৮৬৭-২৬৭০০৬। ব্লাড গ্রুপ : O-	 **মো: ইসমাইল হোসেন** পিতা : মো: আব্দুর রহমান চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। ০১৮৫৭-৩০৮১৫৫। ব্লাড গ্রুপ : A+	 **মো: আব্দুল্লাহ** পিতা : মাও. মো: ইদ্রীস আহমেদ বাউফল, পটুয়াখালী। ০১৭৯৯-২৬৮৩৮৫। ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহা. রায়হান মিয়া
পিতা : মুহা. ইউনুছ মিয়া
বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০১৮৬৯-২২৫৪১৬।

মুহা. বোবায়ের
পিতা : মাও. আমিমুল ইহসান
মনপুরা, ভোলা।
০১৭৩১-৩০৭৬০৬। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: আবদুল্লাহ
পিতা : মুফতি মাও. মো: তাজুল ইসলাম
মুরাদনগর, কুমিল্লা।
০১৬২৮-৫২৫৩৮৩। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: আবু নোমান
বরুড়া, কুমিল্লা।
০১৮৪৯-৬৬৩৯০৫। ব্লাড গ্রুপ : A+

আবু সালেহ মুহ. আ: কাদের খান
পিতা : মুহাম্মদ আবু সামা মুন্সি
চৌহালী, সিরাজগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: সোহেল হোসাইন
সখিপুর, শরীয়তপুর।
০১৫২১-২৫৮৯৫৩। ব্লাড গ্রুপ : O+

যায়েদ বিন মোস্তফা
পিতা : গোলাম মোস্তফা
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
০১৬৮৪-৭৮২২৭৮। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: জুনাইদ মিয়া
পিতা : মো: বেবদু মিয়া
বিজয়নগর, বি-বাড়িয়া।
০১৭৪২-৭৭৭৫০১।

হা: মো: মাসুম বিল্লাহ
পিতা : মো: আনোয়ার হোসেন
হোমনা, কুমিল্লা।
০১৮৩৪-৪৫০১৬১। ব্লাড গ্রুপ : A+

মুহা. মোফাজ্জের আলম নূর নাঈম
পিতা : মৃত. ইব্রাহিম আজাদ
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
০১৯৮৮-০১২৮৬৭। ব্লাড গ্রুপ : O+

কামারুল মুনীর আবরার
পিতা : মুফতি রশিদ আহমদ
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।
০১৮৫৪-৮৪৭৮৬১। ব্লাড গ্রুপ : B+

মুহাম্মদ আলী
পিতা : মাও. মুহা. আবুল কাসেম
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
০১৮৫৩-৬৪০৬৩০। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: আবদুল মাজেদ
পিতা : মো: শহিদ উল্লাহ
লাকসাম, কুমিল্লা।
০১৮৩৯-৬৭০৬১৮

মো: ইকবাল হোসাইন
পিতা : মো: আব্দুল কাইয়ুম
কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০১৬২৮-৪৪৭৯৩৭। ব্লাড গ্রুপ : B+

শরীফুল ইসলাম
পিতা : মাও. আ: খালেক
কিশোরগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।
০১৯২৩-৫৬৯৪৭১। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: সাখাওয়াত উল্লাহ
পিতা : মাও. মো: ছফিউল্লাহ
কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০১৬২৯-৫৭৭৬২০। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: ছফিউল্লাহ ফুয়াদ
পিতা : হাফেজ মো: শহিদুল্লাহ
বরিশাল সদর, বরিশাল।
০১৭৫৭-৪৩৩১৫৩। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: সৈয়দ রায়হান আলী
পিতা : সৈয়দ আবুল কালাম
মৌলভীবাজার, মৌলভীবাজার।
০১৭৩৭-৩৫৩৫৯২। ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: আবদুল কাদের সুমন
পিতা : মো: নূরুল ইসলাম
লাকসাম, কুমিল্লা।
০১৮৩৬-৩৯২৪৩১। ব্লাড গ্রুপ : B+

সুলতান নাছির উদ্দীন
পিতা : মাও. মো: আব্দুল কাদীর
মুন্সীগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৬৮৫-৫৮২৮৫৭। ব্লাড গ্রুপ : B+

সাইফুর রহমান (সাইফ)
পিতা : শফিকুর রহমান
তিতাস, কুমিল্লা।
০১৯৫৭-০৮৪৮০৬, ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহা. ফয়জুল করিম
পিতা : মাও. মুহা. মোখলেছুর রহমান
কাজিরহাট, বরিশাল।
০১৭০৬-৩৬২৪৩৮।

হাফেজ মো: আনোয়ার হোসেন
পিতা : মো: গোলাম মোস্তফা
কোতয়ালী, কুমিল্লা।
০১৮২৬-৪১৮৩৮৭। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: মেহেদী হাসান ইমরান
পিতা : মাও. মুখলেছুর রহমান
নবীনগর, বি-বাড়িয়া।
০১৭৭-০৬০২৩৩৭। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: আমানুল্লাহ আমান
পিতা : মাও. মো: আনছার উদ্দিন
মোরেলগঞ্জ, বাগেরহাট।
০১৯২৯-২৭৩৪৮০ | ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: আমানুল্লাহ আমান
পিতা : মো: আব্দুল কাদির
তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।
০১৭০০-৮৬৭৭২৫ | ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহাম্মাদ সুলাইমান
পিতা : মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান
নতুন বাজার, ভেলা।
০১৮৫৩-৭৫১০৯৫ | ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: রাশেদুল ইসলাম চৌধুরী
পিতা : আবুল কাশেম
চরফ্যাশন, ভোলা।
০১৫১৫-৬৫৪১২২ | ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: হাবিবুল্লাহ বেলালী
পিতা : মো: হাফিজুর রহমান
মাগুরা, মাগুরা।
০১৯২৮-২১৮৭৯৭ | ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: সৈকত হোসেন আমিন
পিতা : রফিকুল ইসলাম
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৮৮১-৬৮১২৭২ | ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: সাইদুজ্জামান ফাহাদ
পিতা : হা: মো: বেলাল হোসাইন
চাঁনপুর, চাঁনপুর।
০১৮৫৪-৬৭৭৫২৭ | ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: রাইসুল ইসলাম
পিতা : মো: আব্দুল করিম
ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
০১৭৯৯-৫৯৬৯৪৩ | ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: বেলাল হোসাইন
পিতা : মো: মতিউর রহমান
কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ।
০১৭৮৯-৯০৩১৩১ | ব্লাড গ্রুপ : O+

ওলিউল্লাহ মাহমুদ
পিতা : মাও. মুজাম্মেল হক
গুলশান, ঢাকা।
০১৬২৩-০৪৪৫০৯ | ব্লাড গ্রুপ : B+

হা: মো: আল আমিন
পিতা : মো: মহরম আলী
হোমনা, কুমিল্লা।
০১৭৭০-৩৫২০৮৫ | ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: সাদ্দাম হোসেন
পিতা : আব্দুল হাকিম
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।
০১৬২৮-৮৭১০১৯ | ব্লাড গ্রুপ : AB+

স্মৃতির পাতায় আলিম পরীক্ষার্থী ২০১৬ # ১৯৩

মুহা. আব্দুল্লাহ্ শরীফ
পিতা : মাও. আব্দুল হান্নান
লাকসাম, কুমিল্লা।
০১৯২৪-২৬৬৩৮৬।

মো: জোবায়ের আহমদ
পিতা : হাজী মো: আক্তার মিয়া
নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০১৮৪৬-৪০১০৮২। ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহা. মুহিব্বুল্লাহ্
পিতা : আ.জ.ম. ছালেহ
ডেমরা, ঢাকা।
০১৯৯০-৪৭০০৬৯। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: মারুফ বিল্লাহ্
পিতা : মো: মোবাশ্বের বাশেদীন
উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
০১৭১৬-৩৭৬৬৬৭। ব্লাড গ্রুপ : B+

মুহাম্মাদ মাহমুদুল হাসান
পিতা : মুহাম্মাদ ইউনুছ আলী
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।
০১৯৮০-০০৯২৪২। ব্লাড গ্রুপ : AB+

মো: সাইফুদ্দিন (সাব্বু)
পিতা : মো: আব্দুল মোতালিব
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
০১৮৬২-৭২১৪৭৫। ব্লাড গ্রুপ : B+

জাহিদ হাসান
পিতা : জিল্লুর রহমান
হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর,
০১৫১৬-৭৮১৯১২।

মো: আনজার শাহ
পিতা : মাও. আনোয়ার হুসাইন
বরুড়া, কুমিল্লা।
০১৬২৭-১৪৪২০৩। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: মুজাহিদুল ইসলাম
পিতা : আ: বাসত
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
০১৭২০-০৯২০২৯।

মোহাইমিন ইসলাম
পিতা : মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম
চাঁদপুর, চাঁদপুর।
০১৯৫২-৫৮৫৫১৭। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: আমানুল্লাহ
পিতা : আমজাদ মোল্লা
ফকিরহাট, বাগেরহাট।
০১৬২০-৭৪১৯৮৫। ব্লাড গ্রুপ : O+

আহসান হাবীব
পিতা : মোতাহার হোসাইন
চান্দিনা, কুমিল্লা।
০১৮৬৩-৮০৬৭২৩। ব্লাড গ্রুপ : AB+

আলিম পরীক্ষার্থী ২০১৬ # ১৯৪

মো: ইয়াছিন মিয়াজী
পিতা : মো: মমিন মিয়াজী
মতলব, চাঁদপুর।
০১৮৩৬-৭৫৪৮৪২। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: নাজমুল হুদা মামুন
পিতা : আলহাজ্ব মাহবুবুর রহমান
মাধবপুর, হবিগঞ্জ।
০১৭৬৭-১০৯৩৩৩। ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহাম্মদ ইবরাহীম খলিল
পিতা : মরহুম মুহাম্মাদুল্লাহ
রামগঞ্জ, লক্ষীপুর।
০১৭৪৯-৯৩৮৪০৮। ব্লাড গ্রুপ : AB+

মো: আহসান উল্লাহ নোমান
পিতা : সেকান্দার আলী
ডেমরা, ঢাকা।
০১৭৭৭-৮০৮১৫৭, ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: আব্দুস সালাম
পিতা : মনিরুল ইসলাম
সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।
০১৯৫৪-০৪১৩৩৯।

মুহা. সানাউল্লাহ
পিতা : মুহা. মোস্তফা
মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।
০১৭৮২-১৭৫০৫০। ব্লাড গ্রুপ : A+

মোহাম্মদ মাজহারুল হক (রাজিব)
পিতা : মৃত. মোহাম্মদ আমিনুল হক
কচুয়া, চাঁদপুর।
০১৭১৫-৮৯৫০৪৭। ব্লাড গ্রুপ : B+

মুহা. শরাফাত উদ্দীন
পিতা : মাও. মুহা. আলাউদ্দীন
দশমীনা, পটুয়াখালী।
০১৭৬৬-০২৬৮০৬। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: শরীফুল ইসলাম
পিতা : মো: রফিকুল ইসলাম (রানা)
ডেমরা, ঢাকা।
০১৯২১-৩৭২৮৬৬। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: জুনাইদ হোসাইন
পিতা : মাও. মাকসুদুর রহমান
সাথিয়া, পাবনা।
০১৭৪৪-৭১৩৮৮০। ব্লাড গ্রুপ : B-

মো: আহাদ বিন ওমর
পিতা : ওমর ফারুক
পশ্চিমলড়ুয়া, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

মো: ঈমান
০১৬২১-৭৪৯৪৫৪

মো: রিয়াজুল ইসলাম
পিতা : আলী আককাছ
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৯৩৬-৩৭৯০৫৬। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: জিহাদুল ইসলাম
পিতা : হা: মো: হেলাল উদ্দীন
বরুড়া, কুমিল্লা।
ব্লাড গ্রুপ : AB+

মো: হাবিবুর রহমান
পিতা : মো: রফিকুল ইসলাম
চাঁদপুর, চাঁদপুর।
০১৬২৪-৯৭৯৬৬১। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: মাহমুদুর রহমান
পিতা : এস.এম. আব্দুল্লাহ
ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।

মুহাম্মদ আবু মুসা
পিতা : এ.কে.এম. আব্দুস ছালাম
কেন্দুয়া, নেত্রকোণা।
০১৭২৭-৭১৬৭৪৬। ব্লাড গ্রুপ : A+

হাসিবুর রহমান
পিতা : আবুল হাসেম খাঁন
কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
০১৭৬২-০৭৩৪৬৫। ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: জাকির হোসাইন
পিতা : মো: আবুল বাশার সরদার
ডামুড্যা, শরীয়তপুর।
০১৭৭১-২৬৯৩১৬

মহিউদ্দিন
পিতা : নুরুল ইসলাম
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।
০১৭২২-৭৩৪১৮১।

মো: আহসান মুজাহিদ (তন্ময়)
পিতা : হা: মাও. মো: ওমর ফারুক
ভোলা সদর, ভোলা।
ব্লাড গ্রুপ : A-

মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন
পিতা : মো: আব্দুল মালেক
মাটিরাংগা, খাগড়াছড়ি।
০১৮৬৯-৬০১৪১৭। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: জাহিদুল ইসলাম
পিতা : আ: জলিল বিশ্বাস
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।
০১৯১০-১৪৪৭৫১। ব্লাড গ্রুপ : A+

মুহা. আব্দুস সালাম
পিতা : মাও. আশরাফ আলী
সদর, ময়মনসিংহ।
০১৭১৭-৮৭৯২৪৮। ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: নোমান হোসাইন
পিতা : মো: আব্দুল বারেক
সরুপকাঠি নেছারাবাদ, পিরোজপুর।
০১৭৭০-৫৬৭৮১১।

মো: সোহেল হোসেন
পিতা : মো: ফজলুল হক
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৭৯১-৭৯৭৬৬৯। ব্লাড গ্রুপ : B+

রেদোয়ান বিন খলিল
পিতা : মাও. খলিলুর রহমান
কাজিরহাট, বরিশাল।
০১৭২১-৭৯৪৭৩২। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: সাইফুল ইসলাম (শামীম)
পিতা : আবু তাহের
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
০১৮৬৩-৯০৯৬১৫। ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান
পিতা : মুহাম্মদ আবুল হোসেন
বাবুগঞ্জ, বরিশাল।
০১৬৮৮-৭৪৩৫৮১। ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহাম্মদ যোবায়ের হোসেন তৃহা
পিতা : মাও. মুহাম্মদ ইমাম হোসেন
লাকসাম, কুমিল্লা।
০১৮৭৯-৪১৬৫৫০।

মো: মাছুম বিল্লাহ
পিতা : হাজী মো: বাবুল মিয়া
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
০১৮৪৯-৬৬০০২১। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: এনামুল হক
পিতা : মাও. আব্দুল হাই শরীফ
বুরহান উদ্দিন, ভোলা।
০১৭৫৩-৮৩৫৬৪৩

মো: আশরাফুল আলম
পিতা : মো: আব্দুর রহমান
কেন্দুয়া, নেত্রকোণা।
০১৭৬৩-৫২৮৯৬৯। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: তরিকুল ইসলাম
পিতা : মো: আবু ইসলাম
লাখাই, হবিগঞ্জ।
০১৭৭৬-৬৯১৪৫৯। ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: জাহিদুল ইসলাম
পিতা : মো: সেলিম মুন্সি
নাউসকান্দি, কুমিল্লা।
০১৮৭৬-৩১২৬৫১। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: ইসমাইল হোসেন
পিতা : মো: আবুল হোসেন মৃধা
মতলব, চাঁদপুর।
০১৯৫৪-৬৭৯৩০৬

মো: আফজাল হোসেন
পিতা : মো: নূরুল ইসলাম
কচুয়া, চাঁদপুর।
০১৯৮৬-১৭০৪৩৭।

মো: মারুফ হোসেন
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৯৫৭-৫১৬৪২৭

মুহা. ফজলে রাব্বী
পিতা : মুহা. আবুল হোসেন মিয়া
গুলশান, ঢাকা।
০১৯৮৯-২০৪৭৭৬। ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: গোলাম কিবরিয়া
পিতা : বারাকাত উল্লাহ
দ. মতলব, চাঁদপুর।
০১৮১৭-৬৭৪৩৩৯

শাহ নেছার আহমদ সিদ্দিকী
পিতা : মাও. শাহ মাহমুদ সিদ্দিকী
আদর্শ নগর, কুমিল্লা।
০১৭০১-৮৬৭৭৪৩। ব্লাড গ্রুপ : O+

এস.এম.নেছার উদ্দীন খান
পিতা : এইচ.এম.এম. নূর খান
মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী।
০১৭১০-৮৮৫২৩২। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: আফসার উদ্দীন
পিতা : আব্দুল মান্নান
মুরাদনগর, কুমিল্লা।
০১৭৩১-৫৬৭৯৮৯

মো: মাহবুবুর রহমান

মো: বাহাউদ্দিন
পিতা : মো: আব্দুল খালেক
নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।
০১৭৭৫-৬৭৭১৭৫। ব্লাড গ্রুপ : A-

মো: মাহমুদুল হাসান
পিতা : মো: কামরুল ইসলাম
পঞ্চগড়, পঞ্চগড়
০১৭৪৪-৭৫৩০২৭। ব্লাড গ্রুপ : A+

মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন সালেহী
পিতা : মাও. মুহা. রফিকুল ইসলাম
মুরাদনগর, কুমিল্লা।
০১৯৪৪-৬৯০২৭২

মো: মাকসুদুর রহমান সবুজ
পিতা : আহসান হাবীব
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
০১৬৮৩-৪১৭৩০০। ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: হাবিবর রহমান
পিতা : আব্দুল সাত্তার
হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৮২১-৪৯৫৪৩১

মুশফিকুর রহমান
পিতা : মো: ওমর ফারুক
লক্ষীপুর, লক্ষীপুর।
ব্লাড গ্রুপ : A+

হাফেজ শাহ মো: ওয়ালি উল্লাহ
পিতা : আবু সাইদ মো: নাজমুছ ছায়াদাত
খলিশাকুড়ি, সদর, ঠাকুরগাঁও।
০১৭৭৭-৯০৫৯৮৩ । ব্লাড গ্রুপ : A-

মো: মারুফ হোসেন
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৮৬০-৮৩৮৭৬৬

তাওফিকুল ইসলাম

মো: হাফিজুর রহমান খান
পিতা : মুজিবুর রহমান খান
মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।
০১৬৮১-০৮৩৮৩৮ । ব্লাড গ্রুপ : B+

হিবাতুল্লাহ
পিতা : আব্দুর রশিদ
হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।
০১৭৯৪-৬০৫৮৬৪ । ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: মাহমুদুল হাসান

মো: মঞ্জুরুল ইসলাম (ফারুকী)
পিতা : মো: নুরুল হক
সদর চাঁদপুর, চাঁদপুর।
০১৯৪১-৭২৮৭৭৮ । ব্লাড গ্রুপ : B+

মুহাম্মদ যোবায়ের হোসেন
পিতা : মুহা. ইলিয়াস খান
চাঁদপুর, চাঁদপুর।
০১৭৫০-৯২৯৬৮৪।

আবু রায়হান
পিতা : ছাইফুল্লাহ
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৯১৪-৭৩৯৮২২

এস.এম. রহমতুল্লাহ
পিতা : নাজমুছ ছায়াদাত
ঠাকুরগাঁও, ঠাকুরগাঁও।
০১৭৩৭-৯৩৪৮৫৩ । ব্লাড গ্রুপ : B+

মোঃ রুহুল আমিন খালেদ
পিতা : হাজী মোঃ সেনবর আলী
মোগলা বাজার, সিলেট।
০১৭৪১-৪৩৭১৬০ | ব্লাড গ্রুপ : A+

মোঃ সাইফুল ইসলাম

মোঃ ইব্রাহীম
পিতা : হাজী মোঃ জয়নাল আবেদীন
ডেমরা, ঢাকা।
০১৮১৯-০১২৩৪০ | ব্লাড গ্রুপ : O+

ইসমাইল রহমান
পিতা : মাও. ইদ্রিসুর রহমান
সবুজবাগ, ঢাকা।

মোঃ আশরাফুল আরেফীন

নূর মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ (রায়হান)
পিতা : মুহাম্মদ হারুন অর রশীদ
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৯২৪-৯০৭৭৩৭ | ব্লাড গ্রুপ : B+

আলিম পরীক্ষার্থী- ২০১৬
বিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ ইউনুস হাসান
পিতা : মোঃ আবু কায়েশ
হোমনা, কুমিল্লা।
০১৮৩৭-৩৪৯০১৩ | ব্লাড গ্রুপ : B+

মোঃ আবু বকর সিদ্দীক
পিতা : শামসুল হুদা
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
০১৮৪৫-৮৮৬১৪৮।

ইমাম উদ্দিন দানিয়াল
পিতা : এ.টি.এম. হাফেজ আহাম্মদ
কনবা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
০১৫২১-৪৩১৭৯০ | ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ নাঈম
পিতা : আবু সালেহ পাটোয়ারী
ছাপলনাইয়া, ফেনী।

মো: সাইফুর রহমান সরকার
পিতা : মো: আবদুর রহমান সরকার
কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মো: আমিনুল ইসলাম
পিতা : মাও. ফরিদ হোসাইন
কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০১৫১৬-১২০৯১৬। ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: মাহমুদুল হাসান সরদার
পিতা : মো: নুরুল আলম সরদার
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
০১৭৯৬-০৪৯১৫৩। ব্লাড গ্রুপ : O+

মুহা. মতিউল্লাহ সিদ্দিকী
পিতা : মাও. মুহা. গোলাম রব্বানী
নন্দীগ্রাম, বগুড়া।
০১৭৫৮-০৬৯৪৫৯। ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: সোলায়মান (সরোয়ার)
পিতা : মো: মোহন সিকদার
বাউফল, পটুয়াখালী।
০১৮১৬-৮১১৩২৬। ব্লাড গ্রুপ : O-

মো: ফজলুল করীম
পিতা : আব্দুল বাতেন
কাপাসিয়া, গাজীপুর।
০১৮৬৯-৭৪৭৯৩২।

মো: জাকারিয়া (মাসুম)
পিতা : মোখতার আহমেদ
উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
০১৭৯৩-৮০৮০১১। ব্লাড গ্রুপ : A+

মু. মাহদী হাছান
পিতা : মাও. মু. আফজালুল ইসলাম
সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।
০১৫২১-২০৬৪৪৯।

মাহমুদুল হাসান খান
পিতা : আবুল আলম খান
বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
০১৯৫০-৪২৯২২১। ব্লাড গ্রুপ : A-

আমান উল্লাহ
পিতা : মো: হাবিবুর রহমান
পাগলা, ময়মনসিংহ।
ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: নাঈম মোল্লা
পিতা : মো: বোরহান উদ্দিন
মতলব, চাঁদপুর।
০১৬৮৫-১৪০৮১৭। ব্লাড গ্রুপ : A+

আলিম পরীক্ষার্থী ২০১৬ # ২০১

মোহাম্মদ কেফায়েত উল্লাহ্
পিতা : মাও. মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দিন
মুরাদনগর, কুমিল্লা ।
০১৬১১-৭৭৫৫১৬ । ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: ফজলে রাব্বী
পিতা : মো: বেলাল হোসেন
রাণীনগর, নওগাঁ ।
০১৭৬৩-৫৪৯৮১৬ । ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: মঈন উদ্দিন
পিতা : মো: আলী হোসেন
বন্দর, নারায়ণগঞ্জ ।
০১৮৪৯-৮৫০৭৫৫ । ব্লাড গ্রুপ : O+

আ: ওয়াদুদ
পিতা : মো: জাহিদ হোসেন
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল ।
০১৮৬০-০৫২২১৯ ।

মো: হেলাল উদ্দিন
পিতা : মাও. মো: কুতুব উদ্দিন ওসমানী
গাজীপুর সদর, গাজীপুর ।
০১৬৮৮-৫০৯৭৮৮ । ব্লাড গ্রুপ : A+

মুহা. কামরুল ইসলাম
পিতা : মুহা. গোলাম সরোয়ার
পাথরঘাটা, বরগুনা ।
০১৭২৮-৭৭২৬১২ । ব্লাড গ্রুপ : O+

মো: শামসুল আলম
পিতা : মো: নুরুল আমিন
শাহরাস্তি, চাঁদপুর ।
০১৯২৪-৯০৬৬৪০ । ব্লাড গ্রুপ : AB+

হা: জাবের
পিতা : মামুনুর রশিদ
দৌলতখান, ভোলা ।
০১৭৫৪-২৭১৭৪৩ ।

মো: আ: ফাত্তাহ্
পিতা : মো: মজির উদ্দিন
সাউথ সুরমা, সিলেট ।
০১৭৩৮-৯৪৪৯৬৪ । ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: রিফাত আহমেদ
বরিশাল ।

হোসাইন আহমাদ
পিতা : মাও. মোহাম্মদ ছহিদুল্লাহ
বরুড়া, কুমিল্লা ।
০১৮৭২-১৬৫৫২০

মো: নিজাম উদ্দীন জিলানী
পিতা : মৃত. মোহাম্মদ হোসেন
সদর, নোয়াখালী ।
০১৫৫-৭৮৯৭৩৫৮ ।

মো: ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ
মাও. মো: হাকনুর রশিদ
উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
০১৭৩১-৪৩১৫০৪ । ব্লাড গ্রুপ : A+

সালেহ রেজা আরিফ
পিতা : মো: সেলিম রেজা
লক্ষীপুর, লক্ষীপুর।
০১৭৪৪-৪৫২১১৬ । ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: লোকমান হেকিম (আকাশ)
পিতা : মো: আ: ছালাম সরকার
বড়াইগ্রাম, নাটোর।
০১৭২২-৬১০৯৮৯ । ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: মশিউর রহমান
পিতা : মো: মনজুর রহমান
নাটোর, নাটোর।
০১৭৭৪-৪৯৭৯২১ ।

মো: আব্দুল্লাহ আল নোমান
পিতা : এম. আলতাফ হোসেন
পটুয়াখালী, পটুয়াখালী।
০১৭৮৩-৯০৯৫১৬ ।

তারেক মাহমুদ
পিতা : কামাল উদ্দীন
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
০১৭৮৯-৮৭৯২৭১ । ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: শাজমুল হক
পিতা : মো: সিরাজুল হক
কোতয়ালী, বরিশাল।
০১৯৮৭-৩৭৫০৪১ ।

উসামা মুহাম্মাদ
পিতা : ড. মুহা. ইসমাইল হুসাইন
উত্তরা, ঢাকা।
০১৫২১-২৫৯৪৮৫ । ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: মুঈন আহমেদ
পিতা : মো: শাহীদুল ইসলাম
কাঠালিয়া, ঝালকাঠি।
০১৫২১-৪৩০৯৮৫ । ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: মাহমুদুল হাছান
পিতা : এ.বি.এম. ওয়ালী উল্লাহ
লাকসাম, কুমিল্লা।
০১৭৭৮-৭৫৭৯৯৭ । ব্লাড গ্রুপ : B+

মো: সাইদুর রহমান
পিতা : মো: সাইফুল ইসলাম
বোরহান উদ্দীন, ভোলা।
০১৭৪৮-৭২৬৬২০ । ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: মাহিম হোসাইন মাহমুদ
পিতা : মাও. মো: তৈয়বুর রহমান
রাজাপুর, ঝালকাঠি।
০১৯৫২-৬৯৬১৫৪ । ব্লাড গ্রুপ : B+

মুহা. রহমতউল্লাহ
পিতা : মুহা. ইব্রাহীম খলীল
মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট।
০১৫২১-৪৩৯২১৯।

মুহা. ওবায়েদ
পিতা : মুহা. রুহুল আমিন
লালমোহন, ভোলা।
০১৫২১-৪৩০৯৯৬। ব্লাড গ্রুপ : AB+

আবুল হাশেম রাহাত
পিতা : মোঃ শহীদুল্লাহ
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
০১৭৯৬-৫৫৪৭১৭।

মোঃ মাইনুদ্দীন পাঠান
পিতা : হাঃ মোঃ আঃ মালেক পাঠান
হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৮৫৯-৭৪৩৯৭৯।

হাঃ মোঃ ফয়সাল হুসাইন
পিতা : মোঃ আবুল হুসাইন
ডেমরা, ঢাকা। ০১৬৭৬-৫৬৫৮৮২,
ব্লাড গ্রুপ : A+

মোঃ মাসউদুজ্জামান
পিতা : হাজী মোঃ খোকন শিকদার
শিবচর, মাদারীপুর। ০১৯৬২-৬৬৯৫৭১।
ব্লাড গ্রুপ : A+

মোঃ জোবায়ের হোসেন
পিতা : হাজী মোঃ হানিফ
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
০১৮৬৫-২৯৭১৭৯। ব্লাড গ্রুপ : B+

মুহা. মুক্তাদিরুল হক
পিতা : মোঃ শামসুল হক
মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।
০১৭৪৬-৪৪৭৯৮৬। ব্লাড গ্রুপ : AB+

রকিব খান
পিতা : মোঃ আনিছুর রহমান খান
রাজৈর, মাদারীপুর।
০১৭৯৫-৯২১৩৫৮।

মুহা. মারুফ আহমেদ

মোঃ রিয়াজুল ইসলাম
পিতা : মোঃ রফিউল ইসলাম
গোপালপুর, টাঙ্গাইল।
০১৫২১-৪৩১৩২২

আব্দুল্লাহ আল জোবায়ের
পিতা : আব্দুল ওয়াদুদ ছিদ্দীকী
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
০১৫২১-২০৫৯৪৬। ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: মহিউদ্দিন
পিতা : মো: জামাল উদ্দিন
কসবা, বি-বাড়িয়া

মো: ফারুক হোসাইন
পিতা : মো: জাকারিয়া
পিরোজপুর।
০১৭৮০-০০৮৪১০।

মো: অলিউল্লাহ
পিতা : মো: মাহ্‌তাব হোসেন
বরগুনা, বরগুনা।
০১৭৩৮-৭০৫৭৮৭। ব্লাড গ্রুপ : A+

মো: নুরে আলম
পিতা : মো: আ: খালেক
লক্ষীপুর, লক্ষীপুর।
০১৮৬১-৮০৩৩২১

মো: সিয়াম হোসেন
পিতা : মো: রফিকুল ইসলাম
গুরুদাসপুর, নাটোর।
০১৭৯৭-২৭২৮৮৬। ব্লাড গ্রুপ : B+

মুহা. ইমরান হোসেন

মো: আতাউল্লাহ
পিতা : মাও, মো: আবু বকর ছিদ্দিক
গলাচিপা, পটুয়াখালী।
০১৭৬৬-৭৩৩৭৯২। ব্লাড গ্রুপ : O+

নাজমুল হাসান

মো: আবু রায়হান
পিতা : রহুল আমিন
নান্দাইল, ময়মনসিংহ।
০১৫২১-৪১৫৭৭৪

একাডেমিক ভবন

হিফজ ও ইয়াতীমখানা ভবন

সূফী ফতেহ আলী ওয়ায়সী র. হল

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. হল

Online Version Developers

Concept & Developed bY

Hasan Nuaim

Chief Editor & Version Developed bY

Rayhan Zaman Khan